লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১৫ ও ১৬ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ০৪ রজব, ১৪৪১ হিজরি | ২৯ তবলীগ, ১৩৯৯ হি. শা. | ১৫ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আর আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।

ঢাকা জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস ২০২০ পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বৃহস্পতিবার দারুত তবলীগ মসজিদ, ৪ নং বকশীবাজার ঢাকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ প্রধান অতিথি হিসাবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসীলম জামাত, ঢাকা।

শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বশীর উদ্দীন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা । কালামে মাহমুদ থেকে নযম পরিবেশন করেন জি এম ইরফান রহমান। এরপর "মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যতবাণী ও এর পূর্ণতা"-এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা।

মাগরীবের নামাযের বিরতীর পর অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়। "ইসলামের সেবায় মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অবদান" বিষয়ের উপর ঈমান বর্ধক ও হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা জামাতের বিভিন্ন হালকা থেকে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, নাসেরাত ও লাজনাগণ উপস্থিত ছিলেন। অতপর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, ঢাকার দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বশীর উদ্দীন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী

৩৭তম আঞ্চলিক সালানা জলসা সুন্দরবন

গত ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী-২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামাত-সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের ৩৭তম আঞ্চলিক সালানা জলসা সুন্দরবন জামাতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম-এর পর আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ-আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি "যে বাড়িতে নিয়মিত দোয়া করা হয় সে ঘর কখনো ধ্বংস হয় না"– উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। এরপর 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলা। 'মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব শাহান শাহ আজাদ জুম্মান, নায়েব ন্যাশনাল আমীর- আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অতঃপর 'পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলা।

১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল মহিলাদের জন্য যেখানে 'সঠিক জীবন সঙ্গী নির্বাচনে ইসলামি শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। 'মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা আরিফুর রহিম, মুরুব্বী সিলসিলা।

সমাপনী অধিবেশনে 'আখেরী যুগের লক্ষণ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জি এম মোবারক আহমদ, আমীর- আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন। 'বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার' বিষয়ে বক্তৃতা করেন ডা. এনামুর রহমান সাদাফ, নায়েব সদর- মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ। তিনি বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম কিভাবে প্রসার লাভ করছে এবং এসব প্রযুক্তি ব্যবহারকারী, বিশেষ করে যুব সমাজকে এর নেতিবাচক দিক পরিহার করে এসব আবিষ্কার ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাবার বিষয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং যুগ খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিভিন্ন দিকনির্দেশনা সমূহ উপস্থাপন করেন। 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খিলাফতের ভূমিকা' বিষয়ে সমাপনী বক্তৃতা প্রদান করেন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ। এছাড়াও শেষ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্যামনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সাইদুজ্জামান সাঈদ, উক্ত ওয়ার্ডের মেম্বারগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে। উক্ত আঞ্চলিক সালানা জলসায় ৩২টি জামাত থেকে ৮৫জন মেহমানসহ সর্বমোট ১৫৮৯জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত জলসায় ১২জন বয়াত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন

সম্পাদকীয়

“মুসলেহ্ মওউদ ঘোষণার প্রেক্ষাপট ও পূর্ণতা”

২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া জামাত ‘মুসলেহ্ মওউদ দিবস’ পালন করে থাকে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানবী (সা.) প্রদত্ত বিজয়ের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিদর্শন যাচনা করলে- ঐশী নিদর্শনমুলক মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত যে ইলহাম রয়েছে, তাতে তাকে (আ.) এক মহান পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুত ঐ পুত্রের অনেকগুলো গুণাবলীর ও বৈশিষ্ট্যের কথা এবং তাঁর খিলাফতকালে জামাতের অসাধারণ উন্নতির কথা ইলহামে নিহিত ছিল।

আজ, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাস একথার সাক্ষী যে হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল-মুসলেহুল মওউদ (রা.)’এর ৫২ বছরব্যাপী দীর্ঘ খিলাফতকালে এই সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-কে আল্লাহ্ তা’লা ১৯১৪ সনে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। জামাতের উলামারা এবং অধিকাংশ সদস্য তাঁর খিলাফতকালের শুরু থেকেই যেসব ঘটনাবলী ও নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন তার ভিত্তিতে এটি জানতেন এবং বলতেনও যে তিনিই মুসলেহ্ মওউদ।

কিন্তু তিনি (রা.) স্বয়ং ১৯৪৪ সনের পূর্বে এই দাবী করেন নি বা ঘোষণা দেন নি। এর কারণ হিসেবে তিনি (রা.) নিজেই বলেছেন যে, একমাত্র নবী বা মামূর’দের জন্য ঘোষণা দেয়া আবশ্যক, বাকিদের জন্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, উম্মতের যেসব মুজাদ্দেদ গত হয়েছেন তাদের অনেকেই মুজাদ্দেদ হবার দাবী করেন নি, অথচ তারা মুজাদ্দেদ ছিলেন। যদি আল্লাহ্ নির্দেশ দেন তাহলে ঘোষণা করতে হয়, নতুবা ঘোষণা দেয়া আবশ্যক নয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থনই তার সত্যতার প্রমাণ।

অর্থাৎ যে কাজ তার দ্বারা সম্পাদন হবার কথা তা যদি সম্পাদিত হয় তবে তা-ই তার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট, দাবীর আবশ্যকতা নেই। কিন্তু যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, তারপর তিনি (রা.) এই ঘোষণা দেন যে তিনিই মুসলেহ্ মওউদ।

তিনি (রা.) বলেন, এটি কী করে হতে পারে যে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মিথ্যা বলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করবে আর আল্লাহ্ তা’লার আত্মাভিমান তাকে কিছুই করবে না, আওয়ারা ছেড়ে দিবে?

প্রথম যে ইলহাম হয়েছিল তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উপর হয়েছিল, তিনি (রা.) তা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শুনিয়েও ছিলেন এবং হুযুর (আ.) তা নিজের ডায়েরিতে নোট করে নিয়েছিলেন।

ইলহামটি ছিল “ইন্নাল্লাযীনাত্ তাবাউকা ফাউকাল্লাযীনা কাফারূ ইলা ইয়াওমিল কিয়ামা”। এতে যেই সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে তা যথাসময়ে স্পষ্ট হয়েছে, এর পূর্বে তা বোঝা যায় নি। এতে সেইদিকে ইঙ্গিত ছিল যে তিনি (রা.) খলীফা হবেন, খেলাফতের পর আরও একটি পদমর্যাদা তাঁকে দেয়া হবে, জামাতের অধিকাংশ সদস্য তাঁকে মানবে, কিন্তু কিছু লোক তাঁর বিরোধিতা করবে, এবং পরিণতিতে তাঁর মান্যকারীরাই বিজয়ী সাব্যস্ত হবে। বাস্তবিক তা-ই হয়েছে এবং ইতিহাস সেই সাক্ষ্য আজও প্রদান করে চলছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি কাশফ বা দিব্যদর্শন দেখেন যে, তিনি সেই কক্ষ থেকে বের হন যাতে মসীহ্ মওউদ (আ.) থাকতেন। বাহিরে উঠোনে এলে, এক ব্যক্তি একটি পার্সেল দিয়ে যায় আর বলে যে এতে যা আছে তার কিছুটা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আর কিছুটা তোমার। এতে নাম লেখা ছিল মুহীউদ্দীন ও মুঈনুদ্দীন। এর তাৎপর্য হল মুহীউদ্দীন-ধর্মের সঞ্জীবনকারী, যা মসীহ্ মাওউদের মর্যাদা। আর মুঈনুদ্দীন-ধর্মের সাহায্যকারী, এটি হল মুসলেহ মাওউদের মর্যাদা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর তাঁর (রা.) কাছে ইলহাম হয়: ‘ই’মালূ আলা দাউদা শুকরা’ অর্থাৎ ‘হে দাউদের সন্তান! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।’ এ ইলহামটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.), আর তিনি দাউদ (আ.)-এর খলীফাও ছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর ‘মুসলেহ মওউদ’ হবার প্রতি ইঙ্গিত করে।

একটি স্বপ্নে, তাঁকে (রা.) একজন ফিরিশতা সূরা ফাতেহার তাফসীর শিখান এবং অসাধারণ তাফসীর তাঁকে শিখাতে থাকেন। ঘুম ভাঙার পর যদিও এসব কথার কিছু তাঁর মনে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তা ভুলে যান। কিন্তু খিলাফতের পর তিনি ক্রমাগতভাবে সূরা ফাতেহা থেকে অসাধারণ ও আশ্চর্য সব হৃদয়গ্রাহী তত্ত্ব ও বিষয়াদি উপস্থাপন করতে থাকেন। অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদের মাঝে আল্লাহ্ বিশেষভাবে সূরা ফাতেহার ও পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রোথিত করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা সম্বলিত তাঁর প্রণীত ‘তফসীরে কবীর’ এই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে।

অতএব, মুসলেহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে জামা’তে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব জলসা, অনুষ্ঠান ও এমটিএ-র প্রোগ্রাম হয়, জামাতের সকল সদস্যগণ সেগুলোতে যোগদান করে ও ভালভাবে শোনে মহান এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত কল্যাণরাজি থেকে আশিসমণ্ডিত হোন, আর জগতকেও কল্যাণমণ্ডিত করুন, পরম করুণাময়ের কাছে আমরা এ যাচনাই করি।

সূচিপত্র

১৫ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃতবাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)	৬
কবিতা– মুসলমান কে? মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়	৬
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ এপ্রিল ২০১৯ মোতাবেক ২৬ শাহাদত ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ**	৮
সালানা জলসার গুরুত্ব ও কল্যাণ মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন	১৭
জলসা সালানায় যোগদানেরর গুরুত্ব মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান	১৯
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল	২২
'মুসলেহ্ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন মাহমুদ আহমদ সুমন	২৫
হযরত খলীফাতুল মসিহ সানী আল-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) অ-আহমদী বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	২৯
২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্মরণীয় এক দিন কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	৩৯
আহমদীরা কি মুসলিম না অমুসলিম? সিদ্ধান্ত কে দিবে? (পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে) জামাল উদ্দিন সৌরভ	৪৩
কবিতা– আমার প্রাণপ্রিয় হুযূর মারিয়া ইসলাম (প্রজ্ঞা)	৪৫
সংবাদ	৪৬

ভাষা শহীদগণের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত আলহাজ্ব মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানকে সতর্ক করে বলেন:

"মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হোক। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর যেন উর্দূকে চাপিয়ে দেয়া না হয়। নতুবা তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, সেখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা রয়েছে।" *(তারিখে আহমাদীয়াত; ১০ম খন্ড; পৃষ্ঠা. ৪২২ এবং দৈনিক আল-ফযল: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭, পাঞ্জাব)*

২১শে ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"
বিনম্র শ্রদ্ধা দেশমাতৃকার সেই সূর্য-সন্তানদের
যারা বাংলা ভাষার মর্যাদা জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي
الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ
مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٨٠﴾

৮০। নৌকাটির বিষয় হলো, এটা ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির[১৭১৫], যারা সমুদ্রে কাজকর্ম করতো। আমি এ (নৌকাটিকে) ত্রুটিযুক্ত করতে চাইলাম। কেননা তাদের পেছনে এক (যালেম) বাদশাহ্ (ধেয়ে) আসছিল। সে বলপূর্বক সব নৌকা ছিনিয়ে নিচ্ছিল।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨١﴾

৮১। আর বালকটির[১৭১৬] বিষয় হলো, তার পিতামাতা উভয়ে ছিল মু'মিন। তাই আমরা আশংকা করলাম, সে (বড় হয়ে) বিদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা করে তাদেরকে যেন অসহনীয় কষ্টে ফেলে না দেয়।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨٢﴾

৮২। অতএব আমরা চাইলাম এর বদলে তাদের প্রভু-প্রতিপালক যেন তাদেরকে পবিত্রতা ও দয়ামায়ার দিক থেকে এর চেয়ে উত্তম (পুত্র) দান করেন।

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ
وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ
فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ
ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٣﴾

৮৩। আর দেয়ালটির বিষয় হলো, সেটা ছিল (সেই) শহরের দুই এতীম বালকের[১৭১৭]। আর এ (দেয়ালের) নিচে ছিল তাদের জন্য ধনভান্ডার। তাদের পিতা ছিল (এক) পুণ্যবান (ব্যক্তি)। সুতরাং তোমার প্রভু-প্রতিপালক চাইলেন যেন তারা উভয়ে পরিপক্ক (বয়সে) পৌঁছে যায় এবং নিজেদের ধনভান্ডার (নিজেরা) বের করে নেয়। (এ ছিল) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপাবিশেষ। আর এমনটি আমি নিজ থেকে করি নি[১৭১৭-ক]। এ হলো (সেসব বিষয়ের) তাৎপর্য, যেসব বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরতে পার নি[১৭১৮]।

১৭১৫। নিঃসহায় 'দরিদ্র ব্যক্তি' এখানে 'মুসলমান জাতির' প্রতীক হতে পারে। নৌকাটি ছিদ্র করার মর্ম হলো, ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য দান ও যাকাতের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। এটা প্রকৃত উন্নতি এবং শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক দুর্বলতার উৎস বলে মনে হবে, কিন্তু আসল অবস্থা হবে তার বিপরীত। ইসরার মধ্যে যালেম বাদশাহ ছিল বাইজেনটাইন এবং পারস্য সম্রাটরা, যারা আরবদেশকে গিলে ফেলতো যদি তারা একে দরিদ্র, অনুবর্র এবং কষ্ট করে জয় করার অনুপযুক্ত দেশ মনে না করতো। এইরূপে একে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

১৭১৬। 'গুলামুন' (অর্থ কিশোর বা যুবক), স্বপ্নে বা কাশফে দেখলে অর্থ হয় অজ্ঞতা, শক্তি ও পশুবৃত্তি। আয়াতে 'তার পিতামাতা' হচ্ছে দেহ এবং আত্মা। কারণ উৎস (বা পিতামাতা) থেকেই সন্তান গুণাবলী প্রাপ্ত হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সদগুণের প্রতি অনুরক্ত। বিশ্বাসীগণ আকস্মিক শক্তি বা উত্তেজনার টানে পাপাচারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যা যৌবনের প্রতিরূপ। ইসলাম এই সকল আকস্মিক উত্তেজনা সমূলে উৎপাটন করে এবং দেহ ও আত্মার মিলিত মানুষকে হিতকর পথে তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করার জন্য ছেড়ে দেয় এবং এভাবে মানবজীবনের মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৭১৭। দুই এতীম বালক হচ্ছে মূসা ও ঈসা (আ.)। তাঁদের পুণ্যবান পিতা হচ্ছেন ইবরাহীম (আ.)। তাঁদের শিক্ষারূপী ধনসম্পদ তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধররা অধার্মিক আচরণের কারণে তা হারিয়ে ফেলেছিল। এই সম্পদের ভান্ডার কুরআন মজীদে সংরক্ষিত হয়েছে, যেন তারা কুরআনের শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি এবং গ্রহণ করতে পারে।

১৭১৭-ক। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে এরূপ করা হয়েছিল।

১৭১৮। এটি হযরত মূসা (আ.)-এর কাশফ এর ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা এমন নীতি বা বিধান সম্বলিত যার সঙ্গে মূসায়ী শরীয়তের কোন কোন নীতিগত মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণে ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা অসম্ভব ছিল। ৬১-৮৩ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃ: ১৫১৭-১৫৩০ দেখুন।

হাদীস শরীফ

ধর্মীয় জলসায় যোগদানের কল্যাণ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পেখম দ্বারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। *(টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তা'লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম (সা.) রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)*

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল যে ঐ স্থান অতিক্রম করছিল এবং সে দর্শকের ন্যায় তাদের সাথে বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম, কেননা, তারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হবে না।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফিরশ্‌তাগণও আকাশে চলে যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণগান করতেছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচনা করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচনা করছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচনা করছিল'।

আল্লাহ্ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'না প্রভু তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করতেছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না তারা তা দেখে নি।' তিনি বলেন, 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচনা করেছে তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।'

তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল যে ঐ স্থান অতিক্রম করছিল এবং সে দর্শকের ন্যায় তাদের সাথে বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম, কেননা, তারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হবে না।" *(মুসলিম কিতবুয্ যিক্‌র)*

অমৃতবাণী

জলসায় যোগদানের কল্যাণ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে বলেন, "জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকুসম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিণ্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচনা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল কৃদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।"

প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে।

জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না, এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামা'তের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তাআলা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।" *(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১- ৩৪৩)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৪০তম কিস্তি)

(৮) তন্মধ্যকার একটি প্রমাণ এই যে, মসীহ্ যখন আসবেন তখন মানুষের আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ভ্রান্তিসমূহ তুলে ধরে সেগুলো সংশোধন করবেন। যেমন সহীহ্ বুখারীতে এ হাদীসটিই লিখা আছে, মসীহ্-ইবনে- মরিয়ম 'হাকামান আদলান' বা 'ন্যায়বিচারক-মীমাংসাকারী হিসেবে নাযেল হবেন।' অতএব, 'হাকাম ও আদ্‌ল' শব্দদ্বয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন যে, হযরত মসীহ্ অনেকের চিন্তা-চেতনা ও ভাব-ধারণার বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বিচার নিষ্পত্তি করবেন। আর সাধারণত: ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারীর প্রতি নির্বোধ লোক নারাজ হয়ে যায়। সেভাবেই তাঁর প্রতিও ঐ রকম লোক নারাজ ও বৈরীভাবাপন্ন হবে।

অতএব, এ অধম ন্যায়বিচারক-মীমাংসাকারী হিসেবে প্রেরিত হয়ে ভ্রান্ত ধারণাগুলোর প্রকৃতপক্ষেই ভ্রান্ত হওয়া সাব্যস্ত করে সবার সামনে তুলে ধরেছে। সুতরাং মানুষ প্রথমে এটাই বিশ্বাস করতো যে, বনী ইসরাঈলী নবী মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম যিনি প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিৎ মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি দুনিয়ায় ফিরে আসবেন। অতএব, প্রথমে তাদের এ ভুলটাই দূর করা হয়েছে এবং সেই লোকদের সত্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিলেন আর তেমনি খ্রিষ্টানদের মধ্যকার 'ইউনিটেরিয়েন' সম্প্রদায় রয়েছে যারা হযরত মসীহ্ (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন বিধায় তিনি দুনিয়ায় ফিরে আসবেন না বলে বিশ্বাসী। আর স্পষ্টত প্রকাশ করা হয়েছে যে, কুরআন করীমের ত্রিশটি আয়াতের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যু প্রমাণিত। বরং সত্য বলতে কী, কুরআন করীমে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুর তুলনায় অন্য কোন নবীর মৃত্যু এত বিশদভাবে লিখা হয় নি। আর এটি হলো সেই বিষয় যা আমরা চ্যালেঞ্জস্বরূপ কুরআন করীমের আলোকে পেশ করতে পারি।

আমরা হযরত মসীহ্‌র মৃত্যুর প্রমাণ তুলে ধরার পর এ-ও প্রমাণ করে দিয়েছি যে, ঐশী প্রতিশ্রুতি কেবল এটাই ছিল যে, হিঃ চৌদ্দ শতাব্দী সময়কাল পর্যন্ত এই উম্মত উপনীত হলে খোদা তা'লা হযরত মূসার উম্মত বনি ইসরাঈলের প্রতি দয়াপরবেশ হয়ে তাদের আখেরী যুগে যেভাবে এক বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে মূসার 'মাসীল' বা সদৃশ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর এক উদাসীন উম্মতের প্রতিও দয়া পরবেশ হয়ে তাদের আখেরী যুগে অনুরূপ অনুগ্রহ করবেন এবং এ উম্মতেরই একজনকে 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়মে' পরিণত করে প্রেরণ করবেন। অতএব, তিনি মুসলমানদের মধ্য থেকেই আসবেন, যেমন ইসরাঈলী মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম বনি ইসরাঈলের মধ্যকার ছিলেন। অনুরূপভাবে মানুষ ভেবে বসেছিল যে, হযরত মসীহ্ (আ.) মৃত্যুবরণ করার পর (দুনিয়ায় ফিরে আসলে) তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কবরে দাফন করা হবে। কিন্তু তারা এই বেয়াদবী বা মহা অবমাননার দিকটি বুঝতে পারছিল না যে, কারা ঐ সব বেয়াদব ও অসভ্য লোক হবে যারা মহানবী (সা.)-এর কবর খনন করবে! আর এটা কত জঘন্য ব্যাপার যে, রসূল মকবুল (সা.)-এর কবর খোঁড়া হবে এবং মহা পাক-পবিত্র নবী (সা.)-এর হাড়-গোড় মানুষকে দেখানো হবে (নাউযুবিল্লাহ্)?! বরং প্রকৃতপক্ষে ('ইউদ্‌ফানুমায়ী ফিক্বাবুরি'– হাদীস-বর্ণিত বিষয়টিতে) 'আধ্যাত্মিক সঙ্গ ও সান্নিধ্য'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরও সব ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(৯) তন্মধ্যকার একটি প্রমাণ এ-ও যে, (আখেরী যুগে) আগমনকারী 'প্রতিশ্রুত মসীহ্'-এর এই আলামত বা চিহ্ন লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তিনি 'আল্লাহ্‌র নবী' অর্থাৎ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে 'ওহী লাভকারী' হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বত:পরিপূর্ণ (শরীয়তবাহী) সার্বিক স্বাধীন নবুওয়ত বুঝায় না। কেননা, উল্লেখিত প্রকারের নবুওয়ত মোহরাঙ্কনে চিররুদ্ধ। বরং উল্লেখিত ঐ নবুওয়ত দ্বারা সেই নবুওয়ত বুঝায় যা 'মুহাদ্দাসিয়্যত' (বিপুলভাবে ঐশী বাক্যালাপ)-এর মর্ম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এটি মুহাম্মদীয় নবুওয়তের আলোকবর্তিকা

থেকে আলো আহরণ করে থাকে। অতএব উল্লেখিত এই নেয়ামত বা সবিশেষ পুরস্কার এ অধমকে দান করা হয়েছে। যদিও প্রত্যেককে সহীহ্-সঠিক স্বপ্ন ও 'কাশ্‌ফ' বা দিব্যদর্শন থেকে আংশিক কিছু পরিমাণ দান করা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের মনে যদি সন্দেহ ও বিরূপ ধারণা থাকে, তাহলে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারেন, এ অধমকে 'রুইয়া-সালিহা' (সত্য স্বপ্ন), 'কাশ্‌ফ' ও দোয়া কবুল এবং সহীহ্ ও সত্য ইল্‌হাম থেকে যে বিপুল ও পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশ নবীগণের কাছাকাছি দান করা হয়েছে তা বর্তমান অপরাপর সমগ্র মুসলমানদের দান করা হয় নি। আর এটি পরীক্ষার এক বড় মানদণ্ড। কেননা, (সবকিছু ছাপিয়ে) 'আসমানী' বা ঐশী সাহায্য-সমর্থনের মত সত্যবাদীর সত্যতার সপক্ষে অন্য কোনো সাক্ষ্য নেই। যে-ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগমন করেন, নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা সহায়ক হিসেবে তার সঙ্গে থাকেন এবং এক বিশেষ অনন্য ভূমিকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। যেহেতু আমি খোদাপ্রদত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যক্ষ করি, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন সেই খোদা আমার সাথে আছেন, সেহেতু আমি পরম প্রশান্তি ও পরিপূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে বলছি, আমার সমগ্র জাতি– কি পাঞ্জাবের অধিবাসী, কি ভারতবর্ষের বাসিন্দা, আর কি আরবের মুসলমান এবং কি তুরস্ক ও পারস্যের কলেমা-বিশ্বাসী, আর কি আফ্রিকা ও অন্যান্য সব দেশের মুসলমান ও তাদের (নামধারী) উলামা, পীর-দরবেশ, তাদের মাশায়েখ ও সূফী-সাধক এবং তাদের নারী ও পুরুষ আমাকে মিথ্যাবাদী ভেবে তদুপরি আমার মোকাবিলায় যদি দেখতে চান যে, 'কবুলিয়্যত' বা ঐশী গ্রহণযোগ্যতার চিহ্নাবলী আমার মাঝে বিদ্যমান, নাকি তাদের মাঝে? আসমানী দ্বার সমূহ আমার ওপর অবারিত হয়, নাকি তাদের ওপর? আর সেই প্রকৃত প্রিয় প্রভু তাঁর অনন্য অনুগ্রহরাজী ও 'ইল্‌মে-লাদুন্নি' তথা তাঁর সান্নিধ্য থেকে সরাসরি প্রদত্ত জ্ঞানরাশী ও রূহানী সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত করার কারণে তিনি আমার সাথে রয়েছেন, না-কি তাদের সাথে? অতএব অচিরেই প্রকাশিত হবে, যে-সব 'ফযল' ও 'রহমত' বা ঐশী কল্যাণ ও করুণা-ধারায় হৃদয়কে অভিসিক্ত ও উজ্জীবিত করা হয় সেগুলো নিঃসন্দেহে এ অধমের ওপর সবার তুলনায় অজস্রগুণ বেশি রয়েছে। কেউ যেন উল্লেখিত বর্ণনাকে কক্ষণও অহংকার বলে ভেবে না বসে। বরং এটি 'তাহ্‌দীসে-নেয়ামত' বা ঐশী অনুগ্রহরাজী অভিব্যক্ত করার এক স্বতন্ত্র প্রকার। 'ওয়া যালিকা ফায্‌লুল্লাহি ইউতীহি মাইঁ-ইয়াশাউ" (অর্থঃ 'এটি কেবল আল্লাহ্‌র সেই বিশেষ অনুগ্রহ যা তিনি যাকে চান, দান করেন')। এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এ ইল্‌হামসমূহেঃ "কুল ইন্নি উমির্‌তু ওয়া আনা আউওয়ালুল মু'মিনিন। আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি আয্‌হাবা আন্নিল্ হাযানা ওয়া আ-তা-নি মা লাম্ ইউতা আহাদুম্ মিনাল্ আলামিনা" (অর্থঃ 'তুমি বলে দাও যে, আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন এবং আমাকে দান করেছেন যা এই পৃথিবীর অন্য কাউকে দান করেন নি" –অনুবাদক)। 'আহাদুম্ মিনাল আলামীন' বলতে সাম্প্রতিককাল বা আগামী যুগের লোক বুঝায়। *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

কবিতা

মুসলমান কে?

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

মুসলমানের সংজ্ঞা দিবে
তুমি কি মুসলমান?
পড়েছ কি? সত্য করে
বল আল কুরআন।

কে কাফের আর কে মুসলমান
তোমরা বলার কে?
সংজ্ঞা দিতে শুনেছি তো
মহানবীকে।

কিবলামুখি হয়ে নামায
পড়বে যেজন ভাই,
খাবে যেজন পশু যাহা
আমাদের জবাই।

জিম্মাদার তার আল্লাহ্
কে কাফের আর
কে মুসলমান তোমরা বলার কে?

সূরা নেসার পঁচানব্বই
আয়াত মাঝে কন,
সালাম যে দেয়
বলো না হে মুমিন সেজন নন।
৭২ না ১
বল সত্য ফির্কা কে??
কে কাফের আর কে
মুসলমান তোমরা বলার কে?

হাদিস মাঝে দ্বীনের নবী
স্পষ্ট করে কন,
বলবে না কেউ কাফের কাউরে
যদি সে না হন
তাহলে সে ফতোয়া
তোমার উপর বর্তিবে!!!

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৬ এপ্রিল ২০১৯ মোতাবেক ২৬ শাহাদত ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

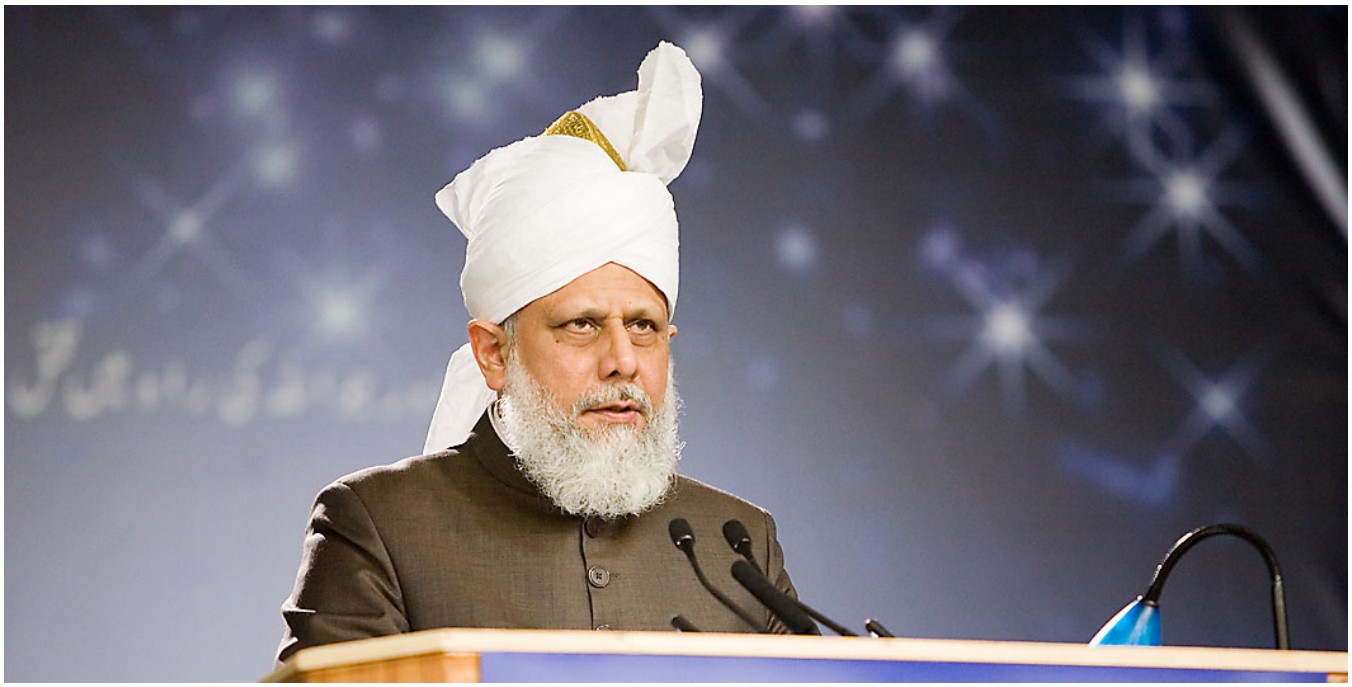

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করেছিলাম যে, জান্নাতুল বাকী-তে সমাহিত ব্যক্তিদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। *(উসদুলগাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১, উসমান বিন মাযউন, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

জান্নাতুল বাকী'র ভিত্তি ও সূচনা সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে তাহলো মহানবী (সা.)-এর মদিনায় সুভাগমনের পর সেখানে অনেক কবরস্থান ছিল। ইহুদীদের নিজস্ব গোরস্থান ছিল আর এর পাশাপাশি আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিজ নিজ কবরস্থান ছিল। মদিনা শরীফ যেহেতু তখন বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত ছিল তাই প্রত্যেক গোত্র নিজ এলাকায় খোলা স্থানে নিজেদের মৃতদের কবরস্থ করত। কুবার নিজস্ব কবরস্থান ছিল যা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সেখানে ছোট ছোট আরো বেশ কিছু কবরস্থান ছিল, যেমন- বনু জাফর গোত্রের নিজস্ব কবরস্থান ছিল আর বনু সালামার পৃথক কবরস্থান ছিল। অন্যান্য কবরস্থানের মাঝে ছিল বনু সাদার কবরস্থান, যেখানে পরবর্তীতে 'সুকুন্নবী (সা.)' প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্থানে মসজিদে নববী নির্মিত হয়েছে সেখানেও খেজুর বাগানে কয়েকজন মুশরেকের কবর ছিল। এসব কবরস্থানের মাঝে বাকীউল গরকদ সবচেয়ে পুরোনো ও প্রসিদ্ধ কবরস্থান ছিল। এরপর মহানবী (সা.) যখন এটিকে মুসলামনদের কবরের জন্য পছন্দ করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদা চলে আসছে আর তা চিরকাল থাকবে।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আবু রাফে (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী

(সা.) কোন এমন জায়গার সন্ধানে ছিলেন যেখানে শুধু মুসলমানদের কবর থাকবে আর সে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। এই গর্ব বাকীউল গরকদের অদৃষ্টে লেখা ছিল যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে এই জায়গা অর্থাৎ বাকীউল গরকদকে নির্বাচনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটিকে সে যুগে বাকীউল খাবখাবা বলা হতো। তাতে অগণিত গরকদ বৃক্ষ ও বন্য ঝোপঝাড় ছিল। মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের রাজত্ব ছিল সেখানে। আবর্জনা বা জঙ্গলের কারণে যখন মশা উড়তো তখন এমন মনে হতো যেন ধোঁয়ার মেঘ ছেয়ে গেছে।

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানে সর্বপ্রথম যাকে কবরস্থ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)। মহানবী (সা.) তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথর চিহ্ন হিসেবে রেখে দেন আর বলেন, ইনি আমাদের পূর্বসূরী। এরপর থেকে যখনই কারো ঘরে কেউ মৃত্যু বরণ করতো তারা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করতো যে, তাকে কোথায় দাফন করা উচিত? তিনি (সা.) বলতেন, আমাদের পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর পাশে। আরবী ভাষায় এমন স্থানকে 'বাকী' বলা হয় যেখানে অজস্র গাছপালা হয়ে থাকে। মদিনা শরীফে এই স্থান বাকীউল গরকদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কেননা সেখানে অনেক বেশি গরকদ বৃক্ষ ছিল। এছাড়া সেখানে অন্যান্য ধরনের বন্য মরু গুল্মলতাও ছিল অনেক বেশি। এটিকে জান্নাতুল বাকীও বলা হয়। আরবী ভাষায় জান্নাতের একটি অর্থ হলো বাগান বা ফিরদাওস। সেকারণে বেশির ভাগ অনারব পর্যটকদের মাঝে তা জান্নাতুল বাকী হিসেবে পরিচিত। আব্দুল হামীদ কাদেরী সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আরবরা সচরাচার নিজেদের মাকবেরা ও কবরস্থানকে জান্নাত বলেই সম্বোধন করে। এর একটি নাম মাকাবেরুল বাকীও, যা মরুবাসীদের মাঝে বেশি পরিচিত। *(জুসতাযুভি মাদীনা, প্রণেতা আব্দুল হামীদ কাদেরী সাহেব, পৃ. ৫৯৮, ২০০৭ সনে পাকিস্তানে মুদ্রিত)*

মরুভূমি এবং গ্রামের অধিবাসীদের কাছে এই নামটি অধিক পরিচিত ছিল। হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, যখন কেউ মৃত্যু বরণ করতো তখন মহানবী (সা.) বলতেন, একে আমাদের প্রয়াত লোকদের মাঝে পাঠিয়ে দাও, উসমান বিন মাযঊন আমার উম্মতের কতই না উত্তম পূর্বসূরী ছিলেন। *(মু'জামুল কাবীর আত তিবরানী, ১২তম খণ্ড, পৃ. ২২৮, হাদীস নং ১৩১৬০, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত, হযরত উসমান (রা.)-এর যখন মৃত্যু হয় তখন মহানবী (সা.) তার মরদেহেরে কাছে আসেন। তিনি তিনবার তার লাশের প্রতি ঝুঁকেন এবং মাথা উঠান আর উচ্চস্বরে বলেন, হে আবু সায়েব! খোদা তোমার প্রতি মার্জনা করুন। তুমি পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় প্রস্থান করেছ যে, ইহজগতের কোন কিছুর মাধ্যমে কলুষিত হও নি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর লাশকে চুমু খান, তখন তিনি কাঁদছিলেন, তাঁর উভয় চোখ থেকে অশ্রুধারা বহমান ছিল। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, হযরত উসমানের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তাঁকে চুমু খান। তিনি বলেন, আমি দেখেছি মহানবী (সা.) এর অশ্রুধারা হযরত উসমান (রা.)-এর গালের ওপর পড়ছিল। অর্থাৎ চোখের পানি এত বেশি ছিল যে, তা গড়িয়ে হযরত উসমানের মুখে পড়তে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহীম যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, **الحق بالسلف الصالح عثمان ابن مظعون** অর্থাৎ পুণ্যবান পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হও। *(উসদুলগাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১, উসমান বিন মাযঊন, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৩, 'উসমান বিন মাযঊন' ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বর্ণিত, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর জানাযার নামায মহানবী (সা.) পড়িয়েছেন আর চার তকবীর দিয়েছেন। *(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, বাব মা জাআ ফিল তাকবীর আলাল জানাযা আর রাবেয়া, হাদীস নং ১৫০২)*

কেউ কেউ অনেক সময় বলে যে, তিনের অধিক তকবীর দেয়া যায় না অথচ চার তকবীরের প্রমাণও আছে। মুত্তালিব বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর যখন মৃত্যু হয় তখন তার লাশ বের করা হয় আর তাকে দাফন করা হয়। তখন মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনার নির্দেশ দেন। তিনি পাথর উঠাতে পারেন নি অর্থাৎ খুব ভারী পাথর ছিল। তখন মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন বা নিজে তার কাছে যান। তিনি তাঁর উভয় হাত বা উভয় বাহুর কাপড় অর্থাৎ কামিযের আস্তিন উপরে উঠান। মুত্তালিব বা যিনি মহানবীর পক্ষ থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনও মহানবী (সা.)-এর উভয় বাহুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি আর এখনও সে ঘটনা আমার স্মৃতিপটে অম্লান। মহানবী (সা.)-এর বাহু খুবই সুন্দর ছিল। তিনি যখন উভয় বাহু অনাবৃত করেন আর আস্তিন ওপরে উঠান, তার সেই সৌন্দর্য যেন আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি সেই পাথর উঠান আর উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর মাথার দিকে সংস্থাপন করেন এবং বলেন, আমি এই চিহ্নের মাধমে আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করব আর আমার বংশের যে-ই ইন্তেকাল করবে, আমি তাকে এর কাছে কবরস্থ করব। *(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং ৩২০৬)*

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর ইন্তেকালের যে বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তুলে ধরেছেন তা থেকে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনা করে বলেন,

সে বছরের শেষের দিকে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের জন্য মদিনায় একটি কবরস্থান নির্ধারণ করেন, যাকে জান্নাতুল বাকী বলা হতো। এরপর সাধারণত সাহাবীরা সেই মাকবেরায় কবরস্থ হতেন। সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি এ মাকবেরায় সমাহিত হন তিনি ছিলেন

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)। উসমান অতি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত পুণ্যবান, ইবাদতগুজার ও সূফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একবার মহানবী (সা.)-কে বললেন, আমি সম্পূর্ণভাবে এ জগৎ-সংসার পরিত্যাগ করে, স্ত্রী-সন্তান হতে নিজেকে পৃথক করে, নিজ জীবন পুরোপুরি খোদার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করতে চাই, আমায় অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু তিনি (সা.)-এর অনুমতি দেন নি। গত খুতবায় আমি এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। যাহোক হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এরপর লিখেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর মৃত্যুতে মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত হন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মৃত্যুর পর তিনি (সা.) তার ললাটে চুমু খেয়েছেন। তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তাকে সমাহিত করার পর তিনি (সা.) চিহ্ন হিসাবে তার কবরের সিতেনে একটি পাথর সংস্থাপন করান। এরপর তিনি (সা.) কখনো কখনো জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। মদিনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। *(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রচিত সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ৪৬২-৪৬৩)*

হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী যে শোকগাঁথা লিখেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ:

يا عين جودى بدمع غير ممنون
على رزية عثمان بن مظعون
علىٰ امرء بات فى رضوان خالقه
طوبى لہ من فقيد الشخص مدفون
طاب البقيع لہ سقنىٰ و غرقده
و اشرقت ارضہ من بعدنعيين
و اورث القلب حزنا لا انقطاع لہ
حتى الممات فما ترقىٰ لہ شونى

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১, উসমান বিন মাযঊন, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

এর অনুবাদ হলো, হে চক্ষু! উসমানের মৃত্যুতে তুমি অনবরত অশ্রুপাত করে যাও, সে ব্যক্তির মৃত্যুতে, যে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির সন্ধানে রাত অতিবাহিত করত। তার জন্য শুভসংবাদ, এমন এক ব্যক্তি এখানে সমাহিত হয়েছেন। যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। বাকী' ও গারকাদ তাদের এই অধিবাসীর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে গেছে। তার সমাহিত হওয়ার পর এর ভূমি আলোকিত হয়ে গেছে। তার মৃত্যুতে হৃদয় এমন পিড়ীত হয়েছে যা মৃত্যু পর্যন্ত কাটার নয় আর আমার এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৫ বৈরুতে মুদ্রিত) তার স্ত্রী এই ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর কাছে বয়াতকৃত এক আনসারী মহিলা হযরত উম্মে আ'লা বলেন, আনসাররা যখন মুহাজেরদের আবাসনের বিষয়ে লটারী করে তখন হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর নাম আমাদের ভাগে আসে অর্থাৎ তাকে আমাদের ঘরে রাখতে হবে। হযরত উম্মে আ'লা বলতেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) আমাদের ঘরে অবস্থান করেন। তিনি অসুস্থ হলে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করেছি আর তিনি যখন মারা গেলেন আমরা তাকে তার (পরিহিত) কাপড়েই কবরস্থ করি। মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসলেন। হযরত উম্মে আ'লা বলেন, আমি বললাম, তোমার প্রতি খোদার রহমত বর্ষিত হোক হে আবু সায়েব! এটি হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর ডাক নাম ছিল। তিনি মহানবী (সা.)-এর সামনে এই শব্দ উচ্চারণ করেন যে, আবু সায়েব! তোমার প্রতি খোদার কৃপা হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এটিই যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে সম্মান দিয়েছেন। এই বাক্য তিনি মহানবী (সা.)-এর সামনে পুনরাবৃত্তি করলেন অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্যই সম্মানে ভূষিত করেছেন। উম্মে আলা বলেন, একথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাকে সম্মান দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত; আমি জানি না। এটি কেবল আমার আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, উসমান (রা.) এখন প্রয়াত, আর আমি তার জন্য মঙ্গলেরই আশা রাখি, এই আশা রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাকে সম্মানিত করবেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, খোদার কসম, আমিও জানি না যে, উসমানের সাথে কী করা হবে। দোয়া অবশ্যই আছে, কিন্তু আমি এটি বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সম্মান দিয়েছেন, অথচ আমি আল্লাহ্‌র রসূল। একথা শুনে হযরত উম্মে আলা বলেন, খোদার কসম, এরপর আর কাউকে আমি এভাবে পবিত্র আখ্যায়িত করব না অর্থাৎ অবশ্যই কৃপাধন্য হয়েছে- এ ধরনের বাক্যের পুনরাবৃত্তি করব না। আর একথা আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি এই মনোকষ্ট নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। এক বিশেষ সম্পর্ক এবং আবেগ ছিল। যাহোক তিনি বলেন, রাতে যখন আমি ঘুমাই স্বপ্নে হযরত উসমানের একটি ঝর্ণা আমাকে দেখানো হয়েছে যা প্রবহমান ছিল। প্রবহমান একটি প্রস্রবণ ছিল, আর দেখানো হয়েছে যে, এটি হযরত উসমান (রা.)-এর। তিনি বলেন, এ স্বপ্ন দেখার পর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসি এবং তাঁকে বলি যে, আমি এমন স্বপ্ন দেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, প্রবহমান এই প্রস্রবন বা ঝর্ণা হলো তার কর্ম বা আমল। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুশ্ শাহাদাত, হাদীন নম্বর- ২৬৮৭)*

আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে দেখিয়েছেন যে, তিনি এখন জান্নাতে আর বহমান এই ঝর্ণা হলো তার কর্ম বা আমল। অতএব এটিও মহানবী (সা.)-এর তরবিয়তের একটি রীতি ছিল। অর্থাৎ এত নিশ্চিৎভাবে খোদার ক্ষমা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে যেয়ো না। হ্যাঁ স্বপ্নে যখন হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর উন্নত কর্ম একটি ঝর্ণারূপে হযরত উম্মে আলা (রা.)-কে দেখানো হয় তখন মহানবী (সা.) এর সত্যায়ন করেন, নতুবা মহানবী (সা.) জানতেন যে, এসব বদরী সাহাবীদের প্রতি খোদা তা'লা সন্তুষ্ট। আর স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর দোয়া এবং তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে ভাবাবেগ

প্রকাশ করেছেন তা থেকেও স্পষ্ট যে, তার সম্পর্কে তাঁর (সা.) বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনবেন আর তিনি (রা.) আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হবেন। কিন্তু তবুও তিনি বলেছেন যে, আমরা কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি না।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এই বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খারেজা বিন যায়েদ তার মায়ের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন খারেজা বিন যায়েদের মা বলেন, হে আবু সায়েব! তুমি পবিত্র, তোমার ভালো দিনগুলো খুবই ভালো ছিল। মহানবী (সা.) একথা শুনতে পান এবং বলেন, কে? তিনি (রা.) বললেন, আমি। মহানবী (সা.) বললেন, তোমাকে একথা কীসে অবহিত করেছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! উসমান বিন মাযঊনের আমল বা ইবাদত এমনই ছিল যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, খোদা তা'লা তার সাথে মাগফিরাত তথা ক্ষমার আচরণ করেছেন অর্থাৎ ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বললেন, আমি উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর মাঝে পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুই দেখি নি। নিশ্চয় উসমান বিন মাযঊন (রা.) এমন মানুষ ছিলেন যার মাঝে নেকী ছাড়া আমি আর কিছুই দেখি নি। কিন্তু একই সাথে তিনি (সা.) বললেন, স্মরণ রেখো আমি আল্লাহ্‌র রসূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার কসম, আমিও জানি না যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। *(মুসনদ আহমদ বিন হাম্বর, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮৭২ হাদীস নম্বর- ২৮০০৬, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

খোদা তা'লার কাছে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই। তিনি হলেন খোদার প্রেমিক বা বন্ধু তথাপি খোদা তা'লার ভ্রুক্ষেপহীনতা, তাঁর ভয় ও ভীতির চিত্র দেখুন, নিজের সম্পর্কেও তিনি (সা.) বলেন, আমি জানি না আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে? অতএব আমাদের জন্য কতটা ভয়ের ব্যাপার আর সৎকর্ম ও খোদার ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কতটা সচেতন থাকা উচিত! আর তা সত্ত্বেও অহংকার নয় বরং বিনয়ে ক্রমাগতভাবে উন্নতি করা উচিত এবং সর্বদা খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ভিক্ষা যাচনা করতে থাকা উচিত যেন তিনি স্বীয় করুণা ও কৃপাগুণে আমাদের ক্ষমা করে দেন।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের অপর একটি রেওয়াতে আছে যাতে হযরত উম্মে আলা বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.) আমাদের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তার সেবাশুশ্রূষা করি আর তিনি ইন্তেকাল করলে আমরা তাকে তার পরিহিত কাপড়ে আবৃত করে দেই। মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি বলি, হে আবু সায়েব! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র কৃপা বর্ষিত হোক। আপনার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য হলো, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাকে কে বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমি জানি না। মহানবী (সা.) বলেন, তার যতটুকু সম্পর্ক আছে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার চিরসত্য ডাক অর্থাৎ মৃত্যু এসে গেছে। আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি, অর্থাৎ তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার উত্তম আচরণ করবেন। কিন্তু খোদার কসম! আমি আল্লাহ্‌র রসূল হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরপর আর কখনো কাউকে পবিত্র আখ্যা দেবো না। কিন্তু এরপর এ বিষয়টি আমাকে খুবই ব্যথিত করে। অতঃপর তিনি সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং মহানবী (সা.)-কে সেই স্বপ্ন শুনান। *(মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮৭১-৮৭২, হাদীসু উম্মুল আলায়ের আনসারিয়া, হাদীস নম্বর ২৮০০৪, আলামুল কুতুব, বৈরুতে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত)*

ইতোপূর্বে পৃথক দুটি হাদীসগ্রন্থে এ ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছেন এবং মহানবী (সা.)-এর দোয়াও তাদের অনুকূলে ছিল আর ক্রমাগতভাবে তাদের মর্যাদা উন্নীত হতে থাকুক। সেই পুণ্য আদর্শ যেন আমরাও নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারি।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তিনি হলেন, হযরত ওহাব বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ (রা.)। হযরত ওহাব (রা.)-এর পিতার নাম ছিল সা'দ। তিনি বনু আমের বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ (রা.)-এর ভাই ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল মুহানা বিনতে জাবের, যিনি আশআরী গোত্রের সদস্যা ছিলেন। *(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭, ওহাব বিন সা'দ, দারু এহ্‌ইয়ায়িত তারাসিল আরাবি, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত ওহাব (রা.)-এর ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ ওহীর সেই কাতেব ছিল যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তার ভাই-সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর একজন ওহী-লেখক ছিল, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্। সীরাতুল হালবিয়ায় লিখা আছে যে, সে হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর দুধ ভাই ছিল। যাহোক তিনি (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হলে তিনি (সা.) তাকে ডেকে তা লিখিয়ে দিতেন। একদিন তিনি সূরাতুল মু'মিনূনের ১৪ ও ১৫ আয়াত লেখাচ্ছিলেন। তিনি যখন ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন ওহীর লেখকের মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে,

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

সূরাতুল মু'মিনূনের ১৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, এটিও ওহী আর এটি লিখে নাও। সেই দুর্ভাগা অনুধাবন করল না যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই এই আয়াতাংশ আসা উচিত, বরং সে মনে করলো, যেভাবে আমার মুখ থেকে এই আয়াত বেরিয়েছে আর মহানবী (সা.) এটিকে ওহী আখ্যা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই নাঊযুবিল্লাহ্ পুরো কুরআন তিনি (সা.) নিজেই বানাচ্ছেন। ফলে সে মুরতাদ হয়ে

মক্কা চলে যায়। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মাঝে একজন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ও ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে আশ্রয় দান করেন। সেই আশ্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ হলো, মক্কা বিজয়ের সময় যখন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সে তার দুধভাই হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর কাছে আশ্রয়ের জন্য যায় এবং তাকে বলে, হে ভাই! মহানবী (সা.) আমার শিরোচ্ছেদ করার পূর্বে আমাকে তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে দাও। সীরাতুল হালবিয়ায় এটি লিখা আছে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, সে তাঁর বাড়িতে তিন-চার দিন আত্মগোপন করে থাকে। একদিন মহানবী (সা.) যখন মক্কাবাসীর বয়আত নিচ্ছিলেন তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্কেও তাঁর সমীপে নিয়ে যান এবং তার বয়আত নেয়ার আবেদন করেন। মহানবী (সা.) প্রথমে কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি (সা.) তার বয়আত গ্রহণ করেন। এভাবে সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। *(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৯) (আস্‌সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০, বাব যিকরু মাগাযি/ফাতাহ মক্কা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে ২০০২ সনে মুদ্রিত)*

তার আরো অনেক বিষয় ছিল এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়ানোর অপরাধও ছিল যার কারণে এই আদেশ দেয়া হয়েছিল। শুধু এটিই কারণ ছিল না যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত ওহাব (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদাম-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ওহাব (রা.) এবং হযরত সুআয়েদ বিন আমর (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন অর্থাৎ এ দু'জনের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। তারা উভয়েই, মুতার যুদ্ধের দিন শহীদ হন। হযরত ওহাব (রা.) বদর, ওহুদ, খন্দক এবং হুদায়বিয়া ও খায়বারে যুদ্ধেও অংশ নেন আর অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলা-য় মুতার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। শাহাদতের দিন তার বয়স ছিল ৪০ বছর। *(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭, ওহাব বিন সাদ, এহিয়াউত তারাসুল আরাবি, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মুতার যুদ্ধ কী ছিল বা এর কারণ কী ছিল?– এ সম্পর্কে তাবাকাতুল কুবরা-তে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন উমায়ের (রা.)-কে দূত হিসেবে বসরা'র অধিপতির কাছে একটি পত্রসহ প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তাকে শুরাহবীল বিন আমর গাস্‌সানি (সীরাতুল হালবিয়া অনুযায়ী শুরাহবীল কায়সারের পক্ষ থেকে সিরিয়ার জন্য নির্ধারিত আমীরদের একজন ছিল, সে) বাধা দেয় এবং শহীদ করে। হযরত হারেস বিন উমায়ের (রা.) ব্যাতিরেকে মহানবী (সা.)-এর আর কোন দূতকে শহীদ করা হয় নি। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মহানবী (সা.) অত্যন্ত দুঃখ পান। তিনি খুবই মর্মাহত হন। তিনি (সা.) লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন আর মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মহানবী (সা.) বলেন, তাদের সবার আমীর হলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে হযরত যায়েদ (রা.)-এর হাতে তুলে দেয়ার সময় তিনি (সা.) এই নসীহত করেন যে, হযরত হারেস বিন উমায়ের (রা.)-কে যেখানে শহীদ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছার পর মানুষকে ইসলামের তবলীগ করবে। তারা যদি মেনে নেয় তাহলে ঠিক আছে অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। *(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪, সারিয়া মুতা, এহ্‌ইয়ায়িত তারাসিল আরাবি, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬, বাব যিকরু মাগাযিয়া/গাযওয়া মুতা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে ২০০২ সনে মুদ্রিত)*

হযরত ওহাব (রা.)ও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধের আরো কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মুতার অভিযানের জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যদি যায়েদ (রা.) শহীদ হন তাহলে জা'ফর (রা.) আমীর হবেন, আর যদি জা'ফর (রা.)ও শহীদ হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) তোমাদের আমীর হবেন। এই বাহিনীকে 'জয়শে উমরা'ও বলা হয়। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং: ৪২৬১) (বৈরুত থেকে ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫০৫, নাদীস নং: ২২৯১৮)*

এর বিবরণে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এতটুকুই লিখেছেন যে, একটি বর্ণনায় এটিও রয়েছে, তখন সেখানে কাছেই এক ইহুদীও বসেছিল। সে যখন মহানবী (সা.)-এর এই কথা শুনে তখন সে হযরত যায়েদ (রা.)'র কাছে আসে এবং এসে বলে, মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের তিনজনের মধ্য থেকে কেউ-ই জীবিত ফিরে আসবে না। তখন হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসি বা না আসি কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল এবং নবী। *(ফরীযাহ্ তবলীগ আওর আহমদী খওয়াতীন, আনওয়ারুল উলুম, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৪০৫-৪০৬)*

মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের অবস্থা অর্থাৎ শহীদদের বিষয়ে অবহিত করা হয়। এ সম্পর্কে একটি হাদীস রয়েছে, "হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যায়েদ (রা.) পতাকা বহন করেন এবং শহীদ হন। এরপর জা'ফর (রা.) তা ধরেন এবং তিনিও শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) পতাকা হাতে তুলে নেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান- এই সংবাদ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর তিনি (সা.) বলেন, অতঃপর খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সর্দার না হওয়া সত্ত্বেও পতাকা হাতে তুলে নেন এবং তিনি বিজয় লাভ করেন। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং: ১২৪৬)*

আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন।

তাদের স্মৃতিচারণের পর এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও আজ আমি পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে, শ্রদ্ধেয় মালেক মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের যিনি জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। গতকাল ২৫শে এপ্রিল ম্যানচেস্টারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তার জানাযা এখানে উপস্থিত রয়েছে। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি বাহিরে গিয়ে তার জানাযা পড়াব।

১৯৪৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি গুজরাত জেলার মালেকওয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬১ সনে তিনি নিজে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তার বড় ভাই মাস্টার আজম সাহেব পূর্বেই আহমদী ছিলেন। তিনিও নিজেই বয়আত করেছিলেন। তার মাধ্যমেই তিনিও (অর্থাৎ মরহুম) বয়আত করেন। আমার মনে আছে, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি একথাই লিখেছিলেন, আমি শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাবওয়া আসি এবং রাবওয়ার পরিবেশে মুগ্ধ হই এরপর বয়আতও করি। যাহোক, বয়আতের পর ১৯৬২ সনে তিনি জামা'তের সেবায় নিজেকে ওয়াক্‌ফ বা উৎসর্গ করেন। বি.এ পাশ করার পর তিনি শাহেদ এবং আরবীতে ফাযেল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭১ সনে জামাতের মুরব্বী হিসেবে তার পদায়ন হয়। ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) মৌলভী আবুল বাশারত আব্দুল গফুর সাহেবের কন্যা আমাতুল করীম সাহেবার সাথে তার বিয়ে পড়ান। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ড, ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো এবং কার্ডিফ জামা'তে ত্রিশ বছর ধরে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার মোট সেবাকাল ৪৮ বছর দাঁড়ায়। তিনি যুক্তরাজ্যে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত নায়েব অফিসার জলসাগাহ্'ও ছিলেন। ৭১ থেকে ৭৩ সন পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলেন। এরপর ৭৩ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত গাম্বিয়ায় কাজ করেন। এরপর পুনরায় ৭৭ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের করাচীতে কাজ করেন। এরপর ৭৯ থেকে ৮০ পর্যন্ত কেন্দ্র রাবওয়ায় ওকালতে তবশীরে কাজ করেন। ৮০ থেকে ৮৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়া মিশনারী কলেজ 'ইলারো'র অধ্যক্ষ ছিলেন। এরপর তিনি রাবওয়ায় ফিরে আসেন এবং ৮৯ সাল পর্যন্ত রাবওয়ায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি ৮৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। প্রথমে তো নিজের বয়সের কারণে তিনি ২০০৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসরপ্রাপ্ত হন। এরপর পুনরায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ২০১৮ সন পর্যন্ত সেবা করার সুযোগ লাভ করতে থাকেন। ওয়াকফে যিন্দেগী যদিও ওয়াক্‌ফ-ই থাকে, কিন্তু সম্প্রতি অসুস্থতার কারণে সক্রিয়ভাবে সেবা করতে পারেন নি, আর এভাবে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এ কথাই বলতে পারি, এভাবে তিনি মাত্র কয়েক মাসই রীতিমত কাজ বা সেবা করা ছাড়া অতিবাহিত করেছেন। আর একদিক থেকে সেবা করতে করতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব লিখেছেন, (মরহুম) অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং আনুগত্যশীল ছিলেন। খুবই নম্র স্বভাবের ছিলেন। জামা'তী যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, কঠোর পরিশ্রম এবং বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করতেন আর তার ত্বরিৎ রিপোর্ট করারও অভ্যাস ছিল, সাথে সাথে কাজের রিপোর্ট করতেন। জামা'তী যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করতেন এবং রিপোর্ট দিতেন। তার তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করার অভ্যাস ছিল। ম্যানচেস্টারে নিযুক্ত থাকাকালীন সেখানে 'দারুল আমান' মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের জন্য তহবিল একত্র করার ক্ষেত্রে মালেক সাহেব অনেক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন, আকরাম সাহেব অনেক উন্নত চরিত্র এবং গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবান, বিশ্বস্ত, খুবই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত-প্রাণ আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত কর্মঠ মুবাল্লেগ, দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ সম্পাদনকারী, খিলাফতের আনুগত্যের ক্ষেত্রে উন্নত মর্যাদার অধিকারী ধর্মসেবক ছিলেন। মজীদ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেন, তিনি অগণিত গুণের আধার ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মরহুম খিলাফতের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। তিনি তবলীগের অত্যন্ত শখ রাখতেন। শিয়ালকোটি সাহেব বলেন, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখনও আমাদের ছাত্রাবস্থায় একবার ছুটিতে আমাদের গ্রামে আসেন আর সেখানেও তাকে তবলীগ করতে বলা হলে তিনি তবলীগ করা আরম্ভ করে দেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্'র অধীনে সেবা করার জন্য নিজের ছুটি এবং অবসর সময়কে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে জীবন যাপন করেছেন। লন্ডনে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে সেবা দানকারী আসলাম খালেদ সাহেব বলেন, আমার এই প্রিয় ব্যক্তি পরবর্তীতে আমার আত্মীয়ও হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তার বিয়ের কারণে শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আত্মীয় ছিলেন। তিনি আরো লিখেন, যেখানে-ই তার পদায়ন হয়েছে সেখানে-ই তিনি অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে জামা'তের সদস্যদের মন জয় করেছেন। আর যেখানে যেখানে তিনি সেবা করেছেন, বিশেষত ম্যানচেস্টার জামা'তের সদস্যদেরকে অসুস্থতার সময়ও অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন। জামা'তের শিশু এবং যুবকদের সাথেও অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে আসলাম খালেদ সাহেব বলেন, (একবার) তিনি আমাকে বলেন, যেসব শিশু এখন যৌবনে পদার্পন করেছে এবং যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে একজন নিজের বিয়ের পর যখন তার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় তখন রাত আড়াইটা

বা তিনটায় আমাকে ফোন করে বলে যে, মুরব্বী সাহেব! আমার ঘরে ছেলে জন্ম নিয়েছে। আকরাম সাহেব বলেন, প্রথমে আমি মনে মনে বলি, এত রাতে সংবাদ দেয়ার এটি কেমন সময়! সকালেও বলতে পারতো। কিন্তু সেই যুবকের নিজ মিশনারী, নিজ মুবাল্লেগ এবং নিজ তরবীয়তকারীর সাথে যে ভালোবাসা ছিল তার মাধ্যমে সে পরবর্তী বাক্যে আমার মুখ বন্ধ করে দেয়। সেই ছেলে বলে, মুরব্বী সাহেব! আমি এই শপথ করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যখনই আমাকে সন্তান দান করবেন, আমি সবার আগে আপনাকে জানাব। তাই আপনাকে জানানোর পর এখন আমি আমার পিতাকে অবহিত করব। অতএব এ ছিল তার প্রতি মানুষের এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তার আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। মরহুমের মাগফিরাত করুন। তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। তার জানাযা হাযের হবে। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর বাহিরে গিয়ে আমি তার জানাযা পড়াব।

দ্বিতীয় জানাযা হলো জামা'তের মুবাল্লেগ চৌধুরী আব্দুশ শকূর সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি চৌধুরী আব্দুল আযীয শিয়ালকোটি সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ । তিনি ১৯৩৫ সনের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা ১৯০১ সনে বয়আত করেছিলেন। মোকাররম আব্দুশ শকূর সাহেব এফ.এ. করেন, এরপর শাহেদ করেন, মৌলভী ফাযেল করেন, আর ১৯৫৬ সনের জুন মাসে জীবন উৎসর্গ করেন। এর পূর্বে তিনি রেলওয়ে বিভাগে টাইপিস্ট বা মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে কাজ করছিলেন। ১৯৬২ সনে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯৬৩ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ পাশ করেন। ১৯৬৩ সনের জুলাই মাস থেকে ওকালতে মাল সানী-তে তার নিযুক্তি হয়। এরপর রাবওয়ার বিভিন্ন দপ্তরে তিনি সেবা করতে থাকেন। ৬৪ সনে ইসলামের তবলীগের জন্য তাকে সিয়েরালিওন প্রেরণ করা হয়। ৬৮ সনের নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ৭০ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে ৭৩ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঘানায় ছিলেন। ৭৫ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত গাম্বিয়ায় ছিলেন। ১৯৮০ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৮৬ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত লাইবেরিয়ায় সেবা করার সুযোগ পান। মরহুম এসব দেশে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯০ সনে নায়েব উকীলুত তবশীর হিসেবে তার নিযুক্তি হয়। নায়েব উকীলুল মাল সালেস, আবাদী কমিটির সেক্রেটারী, নায়েব উকীলুল মাল সানী হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। ১৯৯৫ সনে অবসরের পর ২০০৪ সাল পর্যন্ত পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। চোখের কষ্টের কারণে এবং কালো ছানি পড়ার কারণে ২০০৪ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

আমেরিকা নিবাসী তার পুত্র ডাক্তার আব্দুস সবুর সাহেব বলেন, আমার পিতা খুবই সরল এবং পরিশ্রমী ছিলেন। আমরা লাইবেরিয়ায় আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে তাকে তবলীগি এবং তরবিয়তী কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। সর্বদা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে খুতবার প্রস্তুতি নিতেন। পবিত্র কুরআন, হাদীস, জামা'তের বইপুস্তক এবং বাইবেল ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি বের করে খুবই উন্নত মানের খুতবা দিতেন। খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদেরকে (অকাট্য) দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তবলীগ করতেন আর খুবই আন্তরিকভাবে কথা বলতেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের সব ভাইবোনদের শিক্ষার সমস্ত খরচাদি নিজের সীমিত উপার্জন থেকে পূরণ করেন এবং আমাদের সবাইকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন।

পাকিস্তানে আনসারুল্লাহ্'র কায়েদ উমূমী মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, তিনি নীরব সেবক ছিলেন, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং উত্তম পরামর্শদাতা ছিলেন। নায়েব উকীলুত তবশীর শেখ হারেছ সাহেব বলেন, তিনি খুবই নম্র স্বভাবের, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, খিলাফত এবং জামা'তের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত ছিলেন। জার্মানীর বর্তমান নায়েব আমীর হায়দার আলী জাফর সাহেব বলেন, আব্দুশ শকূর সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সরল, নম্র প্রকৃতির (ও) পরিশ্রমী ছিলেন। জামা'তের অর্থ খুবই সাবধানতার সাথে খরচ করতেন। একজন মুত্তাকী এবং নীতিবান মানুষ ছিলেন। লাইবেরিয়ায় জামা'তের বুক-শপটিকে অত্যন্ত উত্তমভাবে পরিচালনা করেন আর তা থেকে যে আয় হয় সেটি দিয়ে মসজিদ এবং মুরব্বী কোয়ার্টার নতুনভাবে নির্মাণ করেন। স্বল্প জায়গায় তিনি ছোট একটি কমপ্লেক্স বানিয়ে দেন, যাতে লাইব্রেরীও ছিল, অতিথিশালাও ছিল, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য মসজিদে পৃথক পৃথক অংশ ছিল, আর মুরব্বী কোয়ার্টারও ছিল। মসজিদ নির্মাণের সময় শ্রমিকদের সাথে তিনি নিজেও কাজ করেছেন। প্রথমত নিজে উপার্জনের পথ সৃষ্টি করে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কমপ্লেক্স বানিয়েছেন, এরপর নিজে শ্রমিকের মতো কাজও করেছেন। হায়দার আলী সাহেব বলেন, ১৯৮৬ সনে যখন আমি তার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন সেখানে তাকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়, আর মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের কথা যখন উল্লেখ করা হয় যে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে এই সমস্ত কাজ করেছেন এবং খুবই প্রশংসা করা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, আমার পূর্বে জামা'তের একজন মুবাল্লেগ এই জায়গা ক্রয় করার তৌফিক লাভ করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই তৌফিক দিয়েছেন যে, আমার কার্যকালে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনারা এখানে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। আর আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহই আমাকে এই তৌফিক প্রদান করেছে। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই কন্যা এবং তিন পুত্র

স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো ওয়াকফে জাদীদের মুয়াল্লেম মোকাররম মালেক সালেহ মুহাম্মদ সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি গত ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। তার বড় নানা মালেক আল্লাহ্ বখ্‌শ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখে লোধ্‌রা থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তার পিতা মোকাররম গোলাম মুহাম্মদ সাহেব জামা'তের প্রাথমিক মুয়াল্লেমদের একজন ছিলেন। অর্থাৎ তার পিতাও মুয়াল্লেম ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়স বেশি হওয়ার কারণে ভর্তি হতে না পেরে কোটরি-তে একটি কারখানায় চাকরি করতে আরম্ভ করেন। তার পুত্র লিখেন যে, আমার দাদা মুয়াল্লেম মালেক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব তার সাথে কোটরি-তে সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানকার পরিবেশ তার কাছে ভালো লাগে নি। তিনি সাথে সাথে তাকে নসীহত করেন এবং উপদেশ দিয়ে বলেন, চাকরি ছেড়ে দাও এবং ওয়াকফে জাদীদের অধীনে মুয়াল্লেম হয়ে নিজের জীবন ওয়াক্‌ফ কর। অতএব তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন, তখন তার বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। চাকরি করার সময় সে যুগে তিনি বেতন হিসেবে সাড়ে চারশত রুপি পেতেন। কিন্তু তিনি এসে মুয়াল্লেম ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান এবং মুয়াল্লেম হন, যেখানে জামা'তের পক্ষ থেকে ১৩৫ রুপি মাসিক ভাতা দেয়া হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন এটি অনেক বড় সম্মান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন। প্রায় এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ আয়ে তিনি ওয়াক্‌ফ করেন, পূর্বে জাগতিক আয় উপার্জন ছিল। ১৯৮৯ সনে নগরপার্কার-এ তার নিযুক্তি হয়। তখন খুব কঠিন পরিস্থিতি ছিল। তার পুত্র, যিনি নিজে জামা'তের মুরব্বী, তিনি লিখেন, আমার মা বলেন, যখন নগরপার্কারের একটি গ্রাম খাবাস-এর সেন্টারে তার বদলী হয় তখন সেখানে দীর্ঘকাল থেকে মুয়াল্লেম হাউস বন্ধ ছিল, ঘর ভেঙে পড়েছিল। তাই আমার পিতা অনেক দূর থেকে দিনের বেলা পানি ও মাটি নিয়ে আসতেন এবং জমা করতেন, আর রাতে উভয় স্বামী-স্ত্রী মিলে কাঁচা ইট প্রস্তুত করতেন। ইট প্রস্তুত হয়ে গেলে উভয়ে মিলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজেরাই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নেন। সেখানে থাকার কোন জায়গা ছিল না। প্রাথমিক যুগের মুয়াল্লেম যারা ছিলেন, সিন্ধু প্রদেশেও, তারা অত্যন্ত কুরবানী করে সেখানে দিনাতিপাত করতেন। নিজেরাই অনেক দূর থেকে পানি বহন করে আনেন, মাটি জড় করেন, এরপর ইট প্রস্তুত করেন এবং নিজেরাই নিজেদের থাকার ঘর প্রস্তুত করেন, জামা'তের কাছে কোন কিছু দাবি করেন নি। তার পুত্র আরো লিখেন, তিনি বলেছেন, নগরপার্কারে তার কাছে সুযোগ সুবিধা ছিল না, তাই যখন মিটিংয়ে যেতেন তখন নিজের জন্য পুরো মাসের রেশন ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসতেন, কেননা খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতেন। একবার এভাবেই মিটিং-এ এসেছিলেন এবং যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলেন। সেই অঞ্চল মূলত মরুভূমির অঞ্চল আর বালির ওপর পদচিহ্ন দেখে মানুষ পথ চিনে নিত। তিনি সঠিকভাবে পদচিহ্ন চিনতে পারেন নি আর পথ হারিয়ে ফেলেন। ইত্যবসরে তার পানিও শেষ হয়ে যায়। সিন্ধু প্রদেশে অনেক গরম হয়ে থাকে। তৃষ্ণা ও ক্লান্তির কারণে পরিশেষে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সেখানে যখন পড়েছিলেন তখন দুই ব্যক্তি উটে আরোহিত অবস্থায় সেই পথ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা দেখে যে, কোন ব্যক্তি বালির ওপর পড়ে আছে। যখন তারা কাছে আসে তখন দেখে যে, ইনি তো ডাক্তার সাহেব। নগরপর্কার-এ তিনি যেহেতু মানুষকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন তাই ডাক্তার সাহেব নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন আর এই দুই ব্যক্তি তার রোগীও ছিল। তারা তাকে চিনতে পারে, পানি পান করায়, তাকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসে। সেখানে তিনি রাত অতিবাহিত করেন আর পরের দিন তারা তাকে সেন্টারে পৌঁছে দেন। তিনি আরো লিখেন, নিজ সন্তানদের নিয়মিত নামায পড়ার উপদেশ দিতেন। নিজেও নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিনও তাহাজ্জুদ আদায় করেন আর মাকেও জাগান। খুবই সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ছিলেন। কেউ অসদাচরণ করলেও সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতেন, কখনো প্রত্যোত্তর করতেন না। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। মানুষ তার বিশ্বস্ততার কারণে তার কাছে আমানতও গচ্ছিত রাখতো। তিনি বলেন, কোন পরিবারে কখনো মনোমালিন্য দেখা দিলে সর্বদা তাদের মাঝে মিমাংসাকারী ছিলেন।

মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র এবং তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুবারক আহমদ মুনীর সাহেব বুরকিনা ফাসো-তে জামা'তের মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন, আর এ কারণে নিজ পিতার মৃত্যুতে পাকিস্তানেও যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরও সেই প্রেরণা এবং কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মসেবার তৌফিক দান করুন।

চতুর্থ জানাযা হলো মোকাররম মুওয়েশে জুমা সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি

তানজানিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৩ মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । ১৯৩৩ বা ৩৪ সনে তানজানিয়ার মোরোগোরো রিজিওনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তার জামা'তভুক্ত হওয়ার ঘটনা হলো, সেখানে সুন্নী আলেমদের মাঝে মৃতদের জন্য (কুরআন) খতম দেয়া এবং মৃত শিশুদের আকীকা একই সাথে করার রীতি প্রচলিত ছিল। এই বিষয়ে তিনি মতভেদ পোষণ করতেন যে, এটি কিসের খতম দেয়া আর মৃত শিশুর জন্য কেমন আকীকা! তিনি বলেন, তাদের কতিপয় সুন্নী আলেম যে শিশু জীবিত আছে তার পরিবর্তে যে শিশু তাড়াতাড়ি মারা গেছে তার আকীকা করার প্রতি জোর দিত যেন খতম দিয়ে আর আকীকা করে বারবার খাবারের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হয়। তিনি ইসলামী শিক্ষায় এমন কোন নির্দেশ পান নি যার ওপর এসব মৌলভী আমল করছিল। তখন তিনি খুবই দুঃখ পান এবং মুসলমানদের এই অধঃপতিত অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হযরত ঈসা (আ.)-কে অবতীর্ণ কর যেন তিনি এসে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, তার নিজের বক্তব্য অনুযায়ী যখন সেখানকার জামা'তের মুবাল্লেগের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, তখন সেখানে জামা'তের মুবাল্লেগ ছিলেন জামিলুর রহমান রফিক সাহেব, যিনি বর্তমানে পাকিস্তানে উকীলুল ইশায়াত, তখন তিনি তাকে বলেন, মহানবী (সা.) এর হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে চেনে নি সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, এতে তিনি মনে করেন যে, আমি যেহেতু যুগ ইমামকে মান্য করি নি তাই আমি প্রকৃত মুসলমান নই, তাৎক্ষণিকভাবে তার এই ধারণা হয়। এরপর কোন কালক্ষেপন না করে তিনি তৎক্ষনাৎ বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর তিনি নিজ গ্রামে যান, নিজের ভাইবোনদের তবলীগ করেন, পরিবার পরিজনকে তবলীগ করেন, বন্ধুবান্ধবদের তবলীগ করেন এবং সবাইকে একত্রিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দেন। আর সে বছরই তার ভাই ঈদী সোলেমান সাহেব, যিনি মারা গেছেন এবং জুমা সাহেব ও তার স্ত্রী তার তবলীগে তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেন। মরহুম ভয়াবহ বিরোধিতারও সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ জামা'তভুক্ত হতে আরম্ভ করে, আর তার গ্রাম মাকিউনীর পাশাপাশি আশেপাশের যত গ্রাম রয়েছে, সেখানেও জামা'তের বেশ ভালো সূচনা হয়। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, মাকিউনী জামা'ত এখন মোরোগোরো রিজিওনের একটি আদর্শস্থানীয় জামা'ত। আর এটি তারই পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত। জামা'তভুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রতিটি আমল থেকে এটিই প্রকাশ পেত যে, তিনি খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত। মুবাল্লেগ এবং জামা'তী কর্মকর্তাদেরও তিনি অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনার খুবই আনুগত্য করতেন। তবলীগের জন্য খুবই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল। সর্বদা তবলীগে রত থাকতেন, কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে গন্য হতেন। বরং সর্বদা এই চিন্তায় থাকতেন যে, কোন প্রকার আয় হলে তার চাঁদা দিতে হবে আর বলতেন যে, এই সাময়িক জগতের কোন মূল্য নেই। তিনি মূসী ছিলেন আর মানুষকেও এই বরকতময় তাহরীকে অংশ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। নামায প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নিজের উদাহরণ তিনি নিজেই ছিলেন। নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত পড়তেন। আর নিজ সন্তানসন্ততি, পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরও বাজামা'ত নামাযী বানানোর নসীহত করতেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। মহানবী (সা.)-এর বহু দোয়া তার স্মরণ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠেরও গভীর আগ্রহ ছিল। তার পুত্র শামুন জুমা সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়ায় শিক্ষক হিসেবে আছেন, তিনি বলেন, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমরা তিন ভাই তানজানিয়া জামেয়ায় পড়তাম। সেখানে মুবাশ্বের কোর্স হয়ে থাকে। আমার স্মরণ আছে যে, একবার ছুটির সময় আমরা ভাইয়েরা নিজেদের মাঝে এই পরামর্শ করি যে, আমাদের এক ভাই জামেয়ার পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসবে আর পিতামাতার দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করবে। আমরা আমাদের পিতাকে এই কথা জানালে তিনি এটি খুবই অপছন্দ করেন। তার পুত্র শামুন জুমা সাহেব লিখেন যে, আমি সেই দিনের কথা ভুলতে পারি না, আমাদের পিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন আর তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা কর এবং জামেয়ার পড়াশোনা অব্যাহত রাখ, কোন অবস্থাতেই পড়াশোনা ছাড়বে না। এভাবে তিনি নিজের তিন সন্তানের মাঝে জামা'তের সেবা করার এক স্পৃহা সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার বংশধরদেরও প্রকৃত ধর্মসেবক এবং ইসলামের সেবক বানিয়ে দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের সবার জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হলো হাযের, যা মালেক আকরাম সাহেবের জানাযা। আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর আপনারা এখানেই মসজিদের ভেতরে থেকে আমার সাথে নামাযে যোগ দিবেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত

সালানা জলসার গুরুত্ব ও কল্যাণ

মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন

স্থিরচিত্র: আহমদনগর,পঞ্চগড়ে অনুষ্ঠিত ৯৫তম সালানা জলসা ২০১৯

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সালানা জলসা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করেছে। এটি একদিকে জামাতে আহমদীয়ার স্বপক্ষে আল্লাহ্‌তাআলার ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের চিত্রকে তুলে ধরছে ও আহমদীয়তের উত্তরোত্তর উন্নতির সূচক জগতকে দেখাচ্ছে। অপরদিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ব্যবস্থাপনায়ও সালানা জলসার এক অসাধারণ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এ জলসার ভিত্তি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঐশী নির্দেশে রেখেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় আর ১৮৯১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সর্বপ্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ানের মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত সে জলসায় ৭৫ জন মহান সৌভাগ্যবান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সর্বপ্রথম এ জলসা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালের ২২শে ডিসেম্বর হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী খান (রা.)-কে লিখিত এক ঐতিহাসিক চিঠিতে উল্লেখ করেন:

"আমি ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯১ জলসার তারিখ নির্ধারণ করেছি। এতে বিভিন্ন স্থান থেকে নিষ্ঠাবান লোকেরা একত্র হবেন"। *(মকতুবাতে আহমদীয়া, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪*

সালানা জলসা শুরুর পর থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৯১ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ১৭টি বছর অতিবাহিত হয়। এর মধ্যে ১৮৯৩, ১৮৯৬ ও ১৯০২ এই তিন বার বিভিন্ন কারণে জলসা মূলতবী হয়। বাকি ১৪বার অনুষ্ঠিত জলসায় স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপস্থিত থেকে জলসাকে অশেষ বরকত ও কল্যাণমন্ডিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি জলসার গুরুত্বকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

এ ছাড়াও এ জলসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), এর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে ১৮৯১ সালে ২৭শে ডিসেম্বর এক ইশতেহারে বলেন ঃ

"এ জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্ড়র স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা এতে এসে শামিল হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না"। *(মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃঃ-৩৪১)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার গুরুত্ব বুঝাতে আরও বলেন ঃ

"এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামাতের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেযগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রার্তৃত্ববোধে তারা যেন

অন্যদের জন্য একটা আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন পরিশ্রমের রাস্তা বেছে নেয়"। *(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৬ পৃ. ৩৯৪)*

"বয়াতের (মসীহ্ মাওউদ আ.-এর হাতে) ধারাবাহিক বন্ধনের মাঝে প্রবেশ করার পর বয়াতকারী ব্যক্তিকে তাঁর সাথে বার বার সাক্ষাৎ করা উচিত। কোন বয়াতকারী ব্যক্তি যদি বার বার ইমামের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ না রাখে তাহলে তার বয়াত কল্যাণ বিবর্জিত, সারশূন্য ও কেবল একটা রীতি মাত্র। সর্বসাধারণের জন্য প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে, অথবা সফরের দূরত্বের কারণে এখানে এসে ইমামের সাথে যথেষ্ট সময় থাকার অথবা বছরে একাধিকবার কষ্ট করে এখানে এসে ইমামের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয় না। অধিকাংশ মানুষের অন্তরে এতো বেশি আগ্রহ বা উৎসাহও থাকে না যে, তারা সাক্ষাতের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে, অনেক বড় ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে এখানে আসবে। এসব কারণে বছরে একবার তিনদিনের জন্য এখানে এমন জলসা অনুষ্ঠান করা সমীচীন মনে হয়েছে যাতে জামাতের সব আহমদী, যারা আন্তরিকতা রাখেন, আল্লাহ্ চাইলে, স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা যাদের আছে তারা সময়মত নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে উপস্থিত হবেন"। *(মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০২)*

"যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে বন্ধুদের কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান সত্যনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনানো হবে যা আস্থা, ঈমান ও ধর্মীয় ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক। এছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে বিশেষ আকুতি জানানো হবে, আল্লাহ্ যেন নিজের কাছে এদের টেনে নেন এবং নিজ বান্দা হিসেবে এদের কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তারা লাভ করবেন, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতে শামিল হয়েছেন নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন, পরিচিত হবেন এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে উন্নতি লাভ করবেন।.....এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে"। *(ইশতিহার ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ইং, রূহানী খাযায়েন ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৫২)*

" আমরা কি চাই? মানুষ আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। আমরা যা চাই, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আবির্ভূত করেছেন, তা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়, যদি মানুষ বারবার এখানে যুগ ইমামের সান্নিধ্যে না আসে। সুতরাং তারা যেন এখানে আসতে কোন বিরক্তিবোধ না করে"। *(মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৫)*

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার সাথে সাথে জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের জন্য দোয়ার এক প্রস্রবণও রেখে গেছেন। তিনি (আ.) বলছেন ঃ

"পরিশেষে আমি দোয়ার সাথে শেষ করছি। যেসব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তাআলা তাদের সাথী হোন, তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের ওপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকালে তাঁর সে সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের ওপরে তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান করো। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন"! *(মজমুয়ায়ে ইশতিহারাত, ১ম খন্ড, পৃ.-৩৪২)*

ইনশাআল্লাহ্, কিয়ামতকাল পর্যন্ত আমরা এ বরকতমন্ডিত জলসায় অংশগ্রহণ করে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার সুফল লাভ করতে থাকবো। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের এ মহান জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে এর সুফলসমূহ লাভ করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন,**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

জলসা সালানায় যোগদানেরর গুরুত্ব

মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয় আর এরপর ১৮৯১ সালের ২৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসা সালানার সূচনালগ্নে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, 'আমি ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯১ জলসার তারিখ নির্ধারণ করেছি। এ জলসায় বিভিন্ন স্থান থেকে নিষ্ঠাবান লোকেরা একত্র হবেন'। (মকতুবাতে আহমদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪) জলসা সালানার গুরত্ব এতো বেশি এবং এতে এমনসব কল্যাণ নিহিত আছে যা অবগত হলে যে কোন মু'মিন বান্দা জলসায় উপস্থিত হওয়া এবং এর সকল আলোচনা শুনতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়াশী হবে। কিন্তু জলসা সালানার গুরুত্ব ও এর কল্যাণ বর্ণনার পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জলসার ব্যবস্থা করার পূর্বে কী বলেছিলেন তা জেনে রাখা উচিত। কেননা, এ থেকে একদিকে যেমন জলসা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যাবে তেমনি জলসার অতুলনীয় গুরুত্ব সম্পর্কেও সম্মক ধারণা পাওয়া যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

"এ অধমের হাতে বয়াত করে জামাতভুক্ত সমস্ত নিষ্ঠাবান সদস্যকে এ মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, বয়াত করার উদ্দেশ্য হল, জগতাসক্তি যেন শীতল হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার এবং তাঁর রসুল (সা.) এর ভালবাসা যেন অন্তরে প্রাধান্য লাভ করে।

জলসা অভিমুখে বাইসাইকেলে যাত্রা (২০১৯)

আর এমন জগত বিমুখতা যেন লাভ হয় যার ফলে পরকালের যাত্রা কষ্টকর বলে মনে না হয় । কিন্তু এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সাহচর্য লাভ করা এবং নিজ জীবনের একটি অংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যক যেন খোদা তা'লার ইচ্ছানুযায়ী কোন নিশ্চিত নিদর্শন অবলোকন করে আত্মিক দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং আলস্য দূরীভূত হয় আর দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করে আগ্রহ, আকর্ষণ ও প্রেমের আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়। অতএব এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এ কাজের সৌভাগ্য লাভের জন্য দোয়া করা উচিত। আর এই সৌভাগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত কখনও কখনও অবশ্যই সাক্ষাত করা উচিত। কেননা বয়াতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাক্ষাতের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন– এ ধরনের বয়াত সম্পুর্ণভাবে কল্যাণবিবর্জিত আর নিছক একটি বাহ্যিকরীতি সম্পাদন মাত্র। আর যেহেতু সবার জন্য স্বভাবগত দুর্বলতা কিংবা সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা অথবা দূরত্বের আধিক্যের কারণে সান্নিধ্যে অবস্থান করা অথবা বছরে কয়েক বার এসে সাক্ষাত করা সম্ভব হয় না কেননা বেশিরভাগ মানুষের অন্তরে এখনও এমন ভালবাসার অদম্য আকর্ষণ সৃষ্টি হয় নি যার ফলে সে বড় বড় কষ্ট সহ্য করে এবং বড় বড় ক্ষতি স্বীকার করতে পারে। তাই, বছরে তিন দিন এমন জলসার আয়োজন করা সমীচীন বলে মনে হয় যাতে আল্লাহ্ চাইলে সুস্থতা এবং সুযোগ-সুবিধার শর্ত সাপেক্ষে এবং কোন বড় ধরনের বাধা না থাকলে সকল নিষ্ঠাবান সদস্য নির্ধারিত তারিখে এসে উপস্থিত হবেন।... অতএব বন্ধুদের উচিত,তারা যেন সাধ্যানুযায়ী

কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আধ্যাত্মিক বক্তৃতা ও বক্তব্য শোনার জন্য এবং সম্মিলিত দোয়াতে অংশগ্রহণের নিমিত্তে এই (নির্ধারিত) তারিখে চলে আসেন।" *(আসমানী ফয়সালা, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫৩)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, "আর এ জলসায় এমন সব নিগূঢ় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তব্য শোনানোর সর্বাত্মক প্রয়াস থাকবে যা ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। আর একইভাবে উপস্থিত বন্ধুবর্গের জন্য বিশেষ দোয়া আর বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে আর যথাসাধ্য পরম দয়ালু খোদার দরবারে মিনতি জানানো হবে খোদা তা'লা যেন তাদেরকে নিজের কাছে টানার ব্যবস্থা করেন আর তাদেরকে আপন করে নেন আর তাদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। এছাড়া এসব জলসার একটি নগদ প্রাপ্তি হবে, প্রত্যেক বছরে যত নবদীক্ষিত ভাই এ জামাতে অন্তর্ভুক্ত হবেন তারা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পুরনো ভাইদের মুখ চিনে নিবেন এবং পরিচিতি লাভের পর তাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। আর যে ভাই এ সময়ের মধ্যে এই নশ্বরজগত ত্যাগ করে চলে যাবেন তার জন্য এ জলসায় মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হবে। এ ছাড়া ভ্রাতৃবর্গকে আত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, তাদের আধ্যাত্মিক শুষ্কতা দূর করার লক্ষ্যে এবং পারস্পরিক দূরত্ব ও কপটতা তাদের মাঝ থেকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য মহাপ্রতাপান্বিত খোদার দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করা হবে। আর এই ঐশী জলসায় আরও বহুবিধ উপকার ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হবে যা ইনশাআল্লাহ্ বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হতে থাকবে।" *(আসমানী ফয়সালা, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫৩)*

আহমদীদেরকে জলসার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতার উপরোক্ত উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য হতে স্পষ্ট জলসা সালানার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করা। নিজেদের মাঝে বিদ্যমান সকল মরীচিকা দূর করে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা। কেননা, এই জলসায় মু'মিন ভাইদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের পাশাপাশি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা যেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের বিভিন্ন উপদেশ বাণী সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানো হয়। আল্লাহ্‌র নিত্যনতুন নিদর্শন সম্পর্কে অবগত করা হয় সেই সাথে পূর্ববর্তী নিদর্শাবলীর স্মৃতিচারণ করে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মু'মিনের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করা হয়। আর যেখানে আল্লাহ্ ও রসূলের এবং পবিত্র কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্বের যিকর তথা আলোচনা হয় সেসব মজলিস বা জলসাকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা নিজ রহমতের ডানা দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখেন। এমনকি এতে আগ্রহে বা অনাগ্রহে অংশগ্রহণকারী সকলের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন। অতএব, যে জলসায় বা মজলিসে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও মাগফেরাত এবং দোয়া কবুলিয়াতের সুযোগ লাভ করা যায় তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মু'মিন বান্দার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এর গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর ভাষায় এর গুরুত্ব তলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন-

"পবিত্র কুরআনেও বিবৃত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর যুগেও এমন কিছু লোক সভায় উপস্থিত হতো যারা কেবল একে অপরকে দেখাদেখি সেখানে চলে আসতো। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে সবাইকে দেখা যায় আর সাহাবীরাও তাদেরকে দেখতেন কিন্তু আলোচনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের সম্পর্কে বরেন, কাদ ইয়া'লামুল্লাহুল্লাযীনা ইয়াতাসাল্লালূনা মিনকুম লিওয়াযা অর্থাৎ যারা তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে সভা থেকে পলায়ন করে আল্লাহ্ তাদেরকে খুব ভালোভাবে চিনেন। এমন লোক দেখানো সদস্য এখানেও থেকে থাকবেন। কিন্তু এমনও অনেক লোক আছে যারা এর সঠিক গুরুত্ব বুঝে না। তারা জানেন না, তাদের এক কৃতকর্ম আসলে কেমন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একবার বক্তৃতা করছিলেন, সেখানে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে অবগত করেছেন, এই সভায় এমন এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়েছে যে এখানে এসে এই সভাকে মানুষে পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছে। তার কাছে অনেক কষ্টে আওয়াজ যাচ্ছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি যিকরে এলাহী বা আধ্যাত্মিক আলোচনা হচ্ছে তাই এ সভা থেকে চলে যাওয়া সমীচীন হবে না। লোকলজ্জায় সে সেখানেই বসে গেল। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমিও তাদের সাথে তার গুনাহ্‌র ক্ষেত্রে লজ্জা প্রকাশ করবো অর্থাৎ উপেক্ষা করবো আর তার পাপে তাকে পাকড়াও করবো না। এরপর আরেক ব্যক্তি আসল, সে এসে দেখলো এই সভায় বসারই কোন স্থান নেই। এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজির পর এমন এক স্থানে বসে পড়ল যেখান থেকে কবেল আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেভাবে একই ব্যক্তি চেষ্টা প্রচেষ্টা করে জায়গা সন্ধানের জন্য সামনে এগিয়ে এসেছে তেমিন আমিও তাকে আমার নিকটে নিয়ে আসব। এরপর তৃতীয় এক ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবগত করেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত হল কিন্তু আওয়াজ শোনা

যাচ্ছে না দেখে ফিরে চলে গেল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেভাবে এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকরের এই সভা থেকে ফিরে চলে গেছে তেমনি আমিও তার থেকে বিমুখ হয়ে যাব এবং তার জন্য আমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করব না।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যেকোন আধ্যাত্মিক মজলিসে বসা এবং মনোযোগ সহকারে তা শোনার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। এসব জলসা বা সভা থেকে কেবল জ্ঞানও অর্জন করা যায় না বরং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য, ভালোবাসা এবং মাগফেরাতও লাভ হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ্ আপন রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেন।

অতএব, সামান্য কষ্ট স্বীকার করে হলেও এমন আধ্যাত্মিক জলসাসমূহে অংশগ্রহণ করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন,

"আর যাদের সামর্থ্যসীমিত তাদের উচিত হবে তারা যেন প্রথম থেকেই এ জলসায় উপস্থিত হবার চিন্তা মাথায় রাখে। আর তারা যদি সুপরিকল্পিতভাবে ও কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে অল্প বিস্তর অর্থ পথখরচ নির্বাহের জন্য প্রাত্যহিক অথবা মাসিক হারে সঞ্চয় করতে থাকেন এবং পৃথকভাবে সরিয়ে রাখেন সেক্ষেত্রে অতিসহজেই পথের পাথেয় যোগাড় হয়ে যাবে। বলতে গেলে এ সফর বিনা পয়সায় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে! আর উপস্থিত সদস্যবর্গের মাঝে যারা যারা এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন তাদের উচিত হবে তারা যেন এখনই বিশেষ পত্রযোগে আমাকে জানান। এর ফলে সে সব বন্ধুর নাম একটি পৃথক তালিকা আকারে সংরক্ষিত থাকবে যারা নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভবিষ্যতে নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হবার প্রতিজ্ঞা করবেন এবং মনেপ্রাণে দৃঢ় সংকল্পসহ উপস্থিত হতে থাকবেন। তবে যাদের ক্ষেত্রে এমন সব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় যার কারণে সফর করা সাধ্যাতীত হয়ে যায় তাদের কথা ভিন্ন।...আর কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সফরের কষ্ট সহ্যকরে যারাই এ জলসায় উপস্থিত হয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন আর তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাদের পুরস্কার দান করুন। আমিন, সুম্মা আমিন।" *(আসমানী ফয়সালা, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫১-৩৫৩)*

অতএব জলসায় অংশগ্রহণের জন্য যদি সারা বছর টাকা একত্র করতে হয় তবুও তা একত্র করে সফরের কষ্ট বরণ করে আল্লাহ্‌র পথে এই জলসায় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সকল নিষ্ঠাবান আহমদীদের জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন:

"আবশ্যিক বিষয় হল, বিবিধ কল্যানসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তি অবশ্যই যোগদান করবেন যিনি পথ খরচ নির্বাহ করার সামর্থ্য রাখেন।"

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে ছোট-খাটো ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। আল্লাহ্ তা'লা নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের পুরস্কার দান করে থাকেন আর তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কোন শ্রম ও কষ্ট-ক্লেশ কখনো বিফলে যায় না।" *(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, প্রম খণ্ড, পৃ. ৩৪১)*

অতএব, আমরা যারা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত উন্নতি চাই, নিজেদের মরীচিকা দূরে করে যদি নিজেদের ঈমানকে শানিত করতে চাই, এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র প্রিয়ভাজন হতে চাই এবং তার দোয়ার অংশিদার হতে চাই, আল্লাহ্ নৈকট্য লাভ করতে চাই বা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিজেদের মাগফেরাতের আকাঙ্ক্ষা রাখি। সর্বপরি আমরা যদি চাই মহান আল্লাহ্‌র রহমতের দরজাসমূহ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হোক তাহলে আমাদের জলসায় অংশগ্রহণ করা উচিত এবং জলসার সকল অনুষ্ঠান মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত।

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন **www.theahmadi.org**
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১১০)

বর্তমান যুগে কলমের জিহাদ ও আহমদীয়া মুসলিম সংগঠনঃ

আরবী শব্দ 'জাহদ' থেকে 'জিহাদ' এর উৎপত্তি হয়েছে এবং এর অর্থ হলো কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা-সাধনা করা। ধর্মীয় আলেম ও ফকীহগন ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের বহু রকমের শ্রেণীভেদ স্বীকার করেছেনঃ

(ক) 'জিহাদে আকবর' বা সবশ্রেষ্ঠ জিহাদ, যার দ্বারা আত্মসংশোধন-মূলক সার্বক্ষনিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে শয়তানী প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বুঝায়। *(পবিত্র কুরআন ২২:৭৯, ২৯:৭, ৪০:৫৯, ৪৯:১৬, ৪৬:২০)*

(খ) 'জিহাদে কবীর' বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ দ্বারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রচার করাকে বুঝায়। সেই উদ্দেশ্য যথাযথ প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ-বিশেষতঃ ঐশী নির্দেশিত পথ ও পন্থা অবলম্বন করা এরূপ জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। *(পবিত্র কুরআন ২৫:৫৩, ২৯:৭০, ১৬:১২৬, ৩:১০৫, ১১১)*

(গ) 'জিহাদ আসগর' বা ক্ষুদ্রতম জিহাদ দ্বারা আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ করাকে বুঝায়। *(পচিত্র কুরআন- ২২:৪০-৪১, ২:১৯১-১৯৪, ৪:৭৬, ৪:৯৬-৯৭, ২:৫৫, ৮:১৬, ২:১৭৮, ৮:১৯, ৪৬)*

(ঘ) 'জিহাদে সাগীর' অর্থাৎ (ক্ষুদ্র জিহাদ) যারদ্বারা ধর্ম-প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পক্ষে জিহাদ করাকে বুঝায়। *(সুরা- সাফ: ১২ এবং ৯ঃ২০, ৫৭ঃ১২, ২ঃ১৯৬)*

উল্লেখ্য যে, যথাযথ প্রয়োজন ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী এই সকল প্রকার জিহাদের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে জিহাদে কবীর অর্থাৎ প্রচার-মূলক জিহাদের জন্য সর্ব-প্রকার প্রচেষ্টা এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিরুদ্ধ বাদীদেরকে পরাজিত করার জন্য পুস্তকাদি লেখা-বক্তৃতা-সম্মেলন করা, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করা, অন্যান্য 'মিডিয়া' বা প্রচার-মাধ্যম ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। এরূপ জিহাদে কবীর এর জন্য পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ

"আর তুমি এর (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের সাথে বৃহত্তর জিহাদ অব্যাহত রাখ।" *(সূরা আল ফুরকানঃ ৫৩)*

"তুমি হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সঙ্গে এমন পন্থায় বিতর্ক করা যা সব চাইতে উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত"। *(১৬ঃ১২৬)*

কোন প্রকার আক্রমনাত্মক যুদ্ধ বা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তথা ন্যায়-নীতিহীন হত্যাকান্ড এবং রক্তপাত করার নাম জিহাদ নয়। বলা প্রয়োজন যে, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুগে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) যে সকল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলো ছিল একান্তভাবেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদে সাগীর *(সূরা হাজ্জ: ৪০-৪১)*

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন:

তলোয়ারের কাজ যেন কলমের দ্বারা হয়...

"ইসলামের প্রারম্ভিক কালে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক লড়াই এবং দৈহিক যুদ্ধসমূহের এজন্যেও প্রয়োজন পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীদের জবাব যুক্তি ও দলিল প্রমাণাদির দ্বারা না দিয়া বরং তলোয়ারের দ্বারাই দেয়া হতো। সেজন্যে নিরূপায় হয়ে প্রত্যুত্তরে তলোয়ার ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তলোয়ারের দ্বারা জবাব দেয়া হয় না, বরং কলম এবং যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। এ জন্যই এ যুগে খোদা তা'লা চেয়েছেন, তলোয়ারের কাজ যেন কলমের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং লিখনীর দ্বারা মুকাবিলা করে বিরুদ্ধাবাদীদেরকে পরাস্ত করা হয়। সেজন্যে, এখন কলমের জবাব তালোয়ারের দ্বারা দেয়ার চেষ্টা-প্রয়াস কারও পক্ষে শোভনীয় নয়। "যদি মওকা ও মর্যাদার তারতম্য রক্ষা না কর, তাহলে পূর্ণভাবে নাস্তিক হয়ে পড়বে।" *(মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮)*

❖ এযুগ কলমের যুদ্ধের যুগ

"হাদীস শরীফে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্য 'ইয়াজাউল হারবা' অর্থাৎ অস্ত্রের যুদ্ধ রহিতকরণ আদেশ আছে। অর্থাৎ, তারই

মাধ্যমে তারবারিযুদ্ধ মওকুফ বা স্থগিত ঘোষণা করা হবে।" 'এখন কলমের যুদ্ধের যুগ এবং আমাকে আল্লাহ্‌তা'লা এ উদ্দেশ্যেই কলমের যুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য পাঠিয়েছেন, লৌহনির্মিত তরবারির পরিবর্তে আমাকে লৌহনির্মিত কলম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান যুদ্ধে পুস্তকাদি এবং প্রচার উদ্দেশ্যে পত্রাদি ছাপাবার এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ঐ-গুলো দূর-দূরান্তরে (দেশ-দেশান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন জনপদসমূহে) পাঠানোর জন্য যেসব সহজতম এবং অনুকূল সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে ইতোপূর্বে আর কোন যুগে এরূপ সুযোগ সুবিধার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।" *(চশমায়ে মারেফাত: পৃ. ৮৫)*

❖ ইসলাম শান্তির ধর্ম

"আমি জানি না, আমাদের বিরুদ্ধাবাদীরা কোথায় এবং কার কাছে শুনতে পেয়েছেন যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। খোদা তা'লা তো কোরআন করীমে বলেনঃ "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ "ইসলামধর্মে জোর জবরদস্তি নেই।" তাহলে আবার কে-ই বা জবরদস্তির আদেশটি দিল?" *(পয়গামে সুলেহ, পৃ. ৫১)*

বিশ্ববাসীর জন্য মহা সুসংবাদ

পবিত্র কুরআনের যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী সাহায্য দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রতিশ্রুত মহাবিজয়কে তরান্বিত করার লক্ষ্যে কলমের জিহাদের জন্য সুসংবাদ এই যে, পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ-যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হলেন পারস্য বংশোদ্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি ১৮৮২ সনে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ও মনোনীত হন এবং ইসলামের খাঁটি শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য ১৮৮৯ (১৩০৬ হিজরী) সনে ঐশী আদেশের ভিত্তিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৮ সনে তাঁর ইন্তেকালের পর ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন-যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকভাবে স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্‌দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন যা বর্তমানে (২০২০ সনে) দুই শতাধিক দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে।

হযরত মির্যা সাহেবের জীবনে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে কুফরী কতওয়া, মামলা-মোকদ্দমা ও নানাধিক পর্বততুল্য বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি ইসলামের স্বপক্ষে যে মূল্যবান পুস্তকাদি লিখে গেছেন তা অলৌকিক নিদর্শন ব্যতীত করা কিছুই নয়। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল।

(১) হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)- এর উর্দূ ভাষায় প্রণীত মহা মূল্যবান (বড় আকারের কিতাব) পুস্তকাদির সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার চারশত চুয়ান্ন (৮৪৫৪)।

(২) তৎপ্রণীত (বড় আকারের কিতাব) আরবী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার আটশত দুই (২৮০২)।

(৩) তাঁর বক্তৃতা ও বিভিন্ন বিষয়াদিতে তাঁর উপদেশাবলী একত্রে সংকলন করে যে কিতাব প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'মালফুযাতে মসীহে মাওউদ"। উক্ত কিতাব চার হাজার পাঁচশত পনের (৪৫১৫) পৃষ্ঠা সম্বলিত।

(৪) হযরত মির্যা সাহেবের জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের অবগতির জন্য যেসব ইশ্‌তেহার (বিজ্ঞাপনসমূহ) প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে বিতরণ করে গেছেন তার সংখ্যা হলো দুইশত পঞ্চাশটি (২৫০)। ঐগুলোকে তিন খন্ড বিভক্ত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার পাঁচশত (১৫০০)।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা সাহেব ঘোষণা করেছেনঃ

❖ কলম-সম্রাট উপাধী

"শত্রুর সারি আমি পদ-দলিত করেছি অসীর (অর্থাৎ অস্ত্রের) কাজ আমি মসী (অর্থাৎ কালি) দ্বারা সুসম্পন্ন করেছি।" (দুররে সমীন)। ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমার নাম রেখেছেন 'সুলতানুল কলম' অর্থাৎ 'কলম-সম্রাট'।

❖ "বস্তুতঃ আমার নামের স্বপক্ষে তিন সাক্ষী বিদ্যমানঃ

প্রথমতঃ আমার খোদা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সত্ত্বাধিকারী, আমি তাঁহাকেই সাক্ষী রাখিয়া এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমি তাঁহার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তিনি স্বীয় নিদর্শন সমূহ দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি ঐশী নিদর্শন সমূহে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদি।

দ্বিতীয়তঃ যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে সূক্ষ্ম কথা এবং তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনায় আমার সমকক্ষতা করিতে পারে তাহা হইলে আমি মিথ্যাবাদী।

তৃতীয়তঃ যদি কোন ব্যক্তি গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যের গোপন কথা এবং ঐশী রহস্যপূর্ণ সমস্ত ব্যাপার যাহা খোদাতা'লার অসীম ক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হইবার পূর্বে আমার নিকট প্রকাশ হইয়া থাকে, আমার অনুরূপ হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, আমি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে নহি।" *(আরবাইন, ১ম খন্ড)*

❖ তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন

রক্তপাতকারী মাহ্‌দী এবং আকাশ থেকে মসীহ্ কখনই আসবেন না...

"নিশ্চয়ই আমি খোদার তরফ হতে প্রেরিত। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আমার পর কিয়ামত পর্যন্ত এরূপকোন মাহদী আসবেন না, যিনি যুদ্ধ ও রক্তপাত দ্বারা জগতে অশান্তি ও বিপর্যয় ঘটাবেন, তবুও তিনি খোদার তরফ হতে প্রেরিত বলে সাব্যস্ত হবেন। তেমনিভাবে এরূপ কোন মসীহ্‌ও আসবেন না, যিনি কোন এক সময় আকাশ হতে অবতীর্ন হবেন। এতদুভয় সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান। এসব কিছুই আপেক্ষপপূর্ণ দুরাশা, যা এই জামানার লোকদেরকে কবর-গহ্বরে নিয়ে যাবে। কোন মসীহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন না। কোন রক্তপাতকারী-মাহদীও আসবেন না। যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। সে ব্যক্তি আমিই, যার দ্বারা খোদার ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। যে আমাকে গ্রহণ করে না, সে খোদাতা'লার সাথে যুদ্ধ করে একজন যে, তিনি কেন এরূপ করলেন।" *(তবলীগ রেসালাত, ১০ম খণ্ড)*

তাঁর এই ঘোষণা এমন একটি শক্তিশালী অস্ত্রের ন্যায়, যার দ্বারা ঈসা (আ.)- এর মৃত্যু প্রমাণিত হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল যুক্তি-প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, তার মোকাবেলা আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি করতে সক্ষম হয় নাই। এর ফলশ্রুতিতে ত্রিত্ববাদী খৃষ্ঠধর্মের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে, ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়েছে এবং আকাশ থেকে সশরীরের হযরত ঈসা (আ.) এর অবতরণের আশায় অপেক্ষমান মুসলমানদের জন্য প্রকৃত তত্ত্বকথা (হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর প্রমাণ এবং মসীহ্–সদৃশ মহাপুরুষের আগমনের সত্যতা) প্রমাণিত হয়েছে।

❖ আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ঘোষণা

পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য আহ্বানঃ

"সমগ্র কুরআন মজীদে মোটামুটি ঐ সকল স্বতঃসিদ্ধ কথাই বর্ণিত রয়েছে, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র তরফ হতে আদিষ্ট কোন ব্যক্তি ('মামুর মিনাল্লাহ'- এর) সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখন যে-ব্যক্তি ঈমান আনা আবশ্যক মনে করে, সে যেন এই পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করে" (আল-হাকাম)। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নীতিগত শিক্ষার আলোকে দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ এবং সত্যতা নিরূপণ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) দাবীকারক ইসলামের পাক-পবিত্র শিক্ষা সহকারে এসেছেন কি-না এবং তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য কী?

(২) পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সার্বিকভাবে দাবীকারকের ওপর প্রযোজ্য হয় কিনা- না এবং ভবিষ্যদ্বাণীগলো যথার্থভাবে পূর্ণ হয়েছে কি-না?

(৩) যে সময় বা যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে, সেই যুগের অবস্থাবলি এবং বিশেষ চিহ্নসমূহ কোন সংস্কারকের আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে কি-না?

(৪) ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি বড় বড় নিদর্শনসহ আগমন করেছেন কি-না যেগুলো সার্বিক ভাবে কেউই মোকাবেলা করতে পারে না?

(৫) ইসলামের মৌলিক শিক্ষানুযায়ী দাবীকারকের ব্যক্তি-চরিত্র, 'তাকওয়া' এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ শক্তি উচ্চ পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত কি-না? এ সম্বন্ধে সমকালীন সুধী-সজ্জনদের অভিমত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ কিরূপ ছিল?

উল্লেখ্য যে, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুর্ণপ্রচারের জন্য শেষ যুগে আগমনকারীর দাবী এবং গৃহিত শান্তি-পূর্ণ প্রচার-ব্যবস্থা এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দাবীকারকের আগমনের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সকল প্রকার বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য নিম্নোক্ত নীতিগত বিষয়গুলো সত্য-সন্ধানীদের জন্য উল্লেখ করা হলো:

❖ ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)- বলেছেনঃ

"সকল দিকে চিন্তা প্রসারিত করে শ্রান্ত হলাম আমি, কোন ধর্ম মুহাম্মদ (সা.) এর ধর্মের অনুরূপ পেলাম না আমি। এমন কোন ধর্ম নেই যা নিদর্শন দেখাতে পারে, এ ফল কেবল মুহাম্মদ (সা.) এর বাগান থেকেই খেয়েছি আছি।" *(দুররে সমীন)*

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বঃ

তিনি ঘোষণা করেছেনঃ "সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী কুরআনের আলো সব আলোকমালা হতে উজ্জ্বলতমভাবে প্রকাশিত হলো। পবিত্র-সত্ত্বা তিনি, যাঁর নিকট হতে এই আলোকমালা প্রবাহিত হয়েছে ..... হো খোদা! তোমার ফুরকান (এই কুরআন) এক মহা-বিশ্ব।"

(চলবে...)

‘মুসলেহ্ মাওউদ’ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্ তা’লা ইলহাম করেন– “তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী।” সে অনুযায়ী তিনি (আ.) হুশিয়ারপুর যান। সেখানে ৪০ দিন নিরবে নিভৃতে দোয়া করেন। তখন আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে এক মহান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন। ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এক প্রচার লিপিতে ‘সবুজ ইশতেহার’-এর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে তা জানিয়ে দেন। সেই প্রচার লিপিতে তাঁর জন্ম, ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন কেমন হবে তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় “সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। তবে সঙ্গে ফযলের আবির্ভাব হবে, সে পৃথিবীতে এসে তার সঞ্জীবনী শক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে”। আরো বলা হয় “সে অত্যন্ত ধর্মীয় প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে”। যথা সময়ে প্রতিশ্রুত এ সন্তানের জন্ম হলো। নাম রাখা হলো মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। জগত দেখেছে, কিভাবে তাঁর মাঝে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যতা প্রকাশ হয়েছে। আরো এটাও দেখেছে কিভাবে সেই প্রচার লিপির সব প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে তিনি জামাতে আহমদীয়ার ২য় খলীফা নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ৫২ বছর খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে এক নিঃস্ব, দূর্বল, ছোট, অসহায় অর্থ সম্পদহীন জামাতকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। জামাতকে উপমহাদেশের গণ্ডি থেকে বের করে বহির্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ৪৬টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দীর্ঘ ৪০ দিন হুশিয়ারপুরে নীরবে নিভৃতে দোয়া করেন তখন আল্লাহ্ তা’লা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। কারণ তিনি সত্য মাহদী, আর সত্য মাহদীর সত্যতা প্রকাশ স্বরূপ এমন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী সন্তান লাভ করা তাঁর সত্যতার নিদর্শন ছিলো। দোয়া কবুল করে আল্লাহ্ তা’লা মুসলেহ্ মাওউদ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে ঐশী বাণী মারফত জানান “আমি তোমার প্রার্থানানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিতেছি। আমি তোমার ক্রন্দন শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছ। হে বিজয়ী তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তা’লার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্য তার যাবতীয় আশীষ সহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ণ করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা করি করে থাকি এবং যেন তাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব তাঁর রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তাফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হলো। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত সন্তান হবে।”

তাঁর সঙ্গে ‘ফযল’ (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং ‘পবিত্র আত্মার’ প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে ‘কালেমাতুল্লাহ্’-আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল,

হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে, (এর অর্থ বুঝি নাই) সোমবার শূভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র।

"মাযহারুল আওওয়ালে ওয়াল আখেরে মাযহারুল হাক্কে ওয়াল-উ'লা কাআন্ নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামা।"

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসতেছে, জ্যোতি। খোদা তাকে তাঁর সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার নিকট হতে আশিস লাভ করবে। তখন তার আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরা মকযিয়া (অর্থাৎ এটাই আল্লাহ্‌র আসল মীমাংসা)। (ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সন)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ-ও ঘোষণা করেন, উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে শুভ সোমবার প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেই আল্লাহ্ তা'লার নিকট হতে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন।

এই অসাধারণ গুণধর পুত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাভ করবেন তা তিনি জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেন যে, ১৮৮৬ সন হতে ৯ বছরের মধ্যে সেই পুত্রের জন্ম হবে। ৯ বছরের মেয়াদ নির্দ্ধারণ একটা অসাধারণ ব্যাপার। কেননা এই ৯ বছর মেয়াদ নির্দ্ধারণ করা তিনি নিজের ও তাঁর বিবির জীবিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এত বড় কথা বলা সম্ভব? এই ৯ বছর নিজেরা হয়তো জীবিত থাকলেন, কিন্তু সন্তানাদি লাভ তো না-ও হতে পারে। আর যদি সন্তান হয় তাতো পুত্র সন্তান নাও হতে পারে। বা পুত্র সন্তান হলোই কিন্তু সেই পুত্র এতগুলি গুণের অধিকারী যে হবে এটা কিভাবে বলা যেতে পারে? অতএব এতগুলি সংশয় ভেদ করে যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তা হলে অবশ্যই বলার আর কোন অপেক্ষা রাখে না যে তিনিই সত্য মাহদী। আবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর প্রকাশ হওয়া এবং অসাধারণ গুণধর হওয়া এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বড় একটা প্রমাণ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন- **"মানুষ আমাকে বারংবার ধ্বংস বা হত্যা করার চেষ্টা করেছে এবং তারা সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, 'খোদার ছায়া আমার শীরে থাকবে' তাই তিনি সর্বদা আমার নিরাপত্তা বিধান করেছেন আর ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবেন যতক্ষণ আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পাদিত না হয়।"**

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খিলাফতের মসনদে সমাসীন হতেই খোদার কাছ থেকে জেনে ১৯১৩ সনের ২৭শে আগষ্ট খোদার ওপর অগাধ আস্থা রেখে পরম বিজ্ঞতার সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে,

শত্রু যদি আক্রমণ করতে চায় তাহলে করতে দাও

সে (খোদা ছাড়া) অন্যের সাথে বন্ধুত্ব পাতলেও আমি তো খোদার সাথে সখ্য গড়েছি।

হে শত্রু! তুই কি জানিস কার ওপর তুই আক্রমণ করছিস?

তোর কি জানা আছে! আমি কার কলিজার টুকরা?

হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর (রা.) ওপর আক্রমণের পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রাবওয়াহ্‌র বার্ষিক জলসায় এই আক্রমণের কারণ সম্পর্কে বলেন- **"শত্রুতো তার ধারণা অনুসারে আমাকে শেষই করে দিয়েছিল কিন্তু প্রবাদ আছে, 'রাখে আল্লাহ্ মারে কে'। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপা ও দয়ায় শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে।"**

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, **"মোটকথা, একটি বিপদ বা পরীক্ষা এসেছিল আর চলেও গেছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ সময় আমি একথা বলে দিচ্ছি, যে ঘটনাই ঘটেছে, আক্রমনকারীর উদ্দেশ্য ছিল আমাকে হত্যা করা আর শুধু আমাকে হত্যা করাই নয় বরং আহমদীয়াতকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র ছিল। আর এটি আমি আমার জন্য ধর্মীয় আবশ্যক দায়িত্ব বলে মনে করি, এ সুযোগে আমি যেন বিশ্বকে জানিয়ে দেই, আমার জীবনের সাথে আহমদীয়াতের উন্নতি নির্ভরশীল নয়। আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন এবং মারাও গেছেন। শত্রুরা মনে করেছিল, এখন আহমদীয়াত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয় আর আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকে।.....শত্রুরা ধারণা করেছিল, এই যুবক জামাতের কীই-বা করতে পারবে?**

আজ নয়তো কাল এই জামাত অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু সেই যুবক আজ বয়সের ভারে ন্যুজ হলেও জামাতের পদক্ষেপ তেজদীপ্ত যুবকের ন্যায় সম্মুখ পানে আগুয়ান। কাজেই, আহমদীয়াতের উন্নতির সম্পর্ক বা নির্ভরতা কোন মানুষের ওপর নয়। এটি খোদার রোপিত চারা। যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নতি করবে আর এর শাখা-প্রশাখা পৃথিবী থেকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছুতে থাকবে।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯২৪ সনের ইউরোপ সফরের সময় একটি নযম রচনা করেছিলেন, এতে তিনি বলেন-

'তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলে ঠিকই কিন্তু কিছুটা চিন্তা তো কর!

কাঁচের টুকরোর হীরক খণ্ডের সাথে কোন তুলনা হতে পারে কী?

খোদার সাহায্য-সমর্থন যদি আমার সঙ্গী না হতো

তাহলে তীরের আঘাতে কবেই না তোমরা আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে?

স্মরণ রেখ! আমি সত্য খোদার নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রয়েছি

তিনিই আমাকে সকল দুর্বলতা থেকে রক্ষা করবেন।'

(সূত্র: আল্ ফযল ডাইজেষ্ট, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজে নিজেকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দিষ্ট সত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন নি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহাম করে না জানিয়েছেন। এটি এক দীর্ঘ স্বপ্ন যার বিষয়ে তিনি বলেন, এতে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) ও ইলহামের অংশ রয়েছে (যেটা তিনি দেখেছিলেন) এর শেষে তিনি বলেন, "আমি খোদা তা'লার নির্দেশে কসম খেয়ে এই ঘোষণা দিচ্ছি, খোদা তা'লা আমাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর (আ.) প্রতিশ্রুত সন্তান আখ্যা দিয়েছেন, যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছাবে।" *(দাওয়া মুসলেহ মাওউদ কে মুতায়াল্লেকপুর শওকত এলান, আনাওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ-১৬১)*

হুযূর (রা.) বলেন, "আমাদের চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন আসন্ন এবং এই যুদ্ধে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ের আশা করতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের যুবকরা আমাদের তুলনায় অধিক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করবে। যদি কোন জাতির কমপক্ষে বারটি প্রজন্ম প্রকৃত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করে তবে সে জাতি বিজয় লাভ করতে পারে না। আমাদের জামা'ত তো এখনো তার শৈশবেই রয়েছে। বার্ধক্যের দিন তো এখনো অনেক দূরে রয়েছে। আমাদের যুবকদেরকেই ইসলামের পতাকা উত্থিত রাখতে হবে। তাদের উচিত, তারা যেন নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী হয়। ধর্মীয় জ্ঞানেও আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। ইবাদতের প্রতি ঝোঁক আমাদের তুলনায় অধিক প্রবল হয়। জামা'তের ভবিষ্যৎ উন্নতির দায়ভার আমাদের ওপর নয়, বরং যুবকদের ওপর। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার দায়-দায়িত্ব আপনাদেরই ওপর। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের তুলনায় অধিক কুরবানী ও আত্মত্যাগ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়াত বিজয় লাভ করতে পারে না। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে কিন্তু আপনারা এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন। অতএব, আপনাদের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করুন। আপনাদের মনোবলকে উন্নত রাখুন এবং কুরবানী ও আত্মত্যাগের এমন নমুনা প্রদর্শন করুন যা দেখে পূর্বের লোকেরা লজ্জিত হবে। তারা যেন একথা না বলে যে, আফসোস! তোমরা আমাদের ভাল বংশধর নও, বরং তারা যেন একথা বলে যে, আমরাও যদি এমন কুরবানী করার তৌফিক লাভ করতাম। এ হল সেই মানদণ্ড যা পূর্ণ করার মাধ্যমে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করতে পারে।" *[খুতবা জুমু'আ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ইং, আল-ফযল, ৬ অক্টোবর, ১৯৪৮ ইং]*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হতেই আহমদীদের মাঝে তবলীগের এক নব উদ্যম ফুৎকার করেন। দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি অভিযানকে বেগমান বা ফলপ্রসূ করার নিমিত্তে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে তিনি ইউরোপও সফর করেন। এই সফরে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করতে গিয়ে হুযূর (রা.) বলেন, পশ্চিমাবিশ্বে যদি আমাদেরকে তবলীগের কাজ সচল রাখতে হয় এবং এ কাজের জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তার জন্য খোদার দরবারে জবাবদিহীতার সম্মুখীন হতে হবে, কাজেই স্বয়ং যুগ খলীফার সেসব অঞ্চলে গিয়ে তাদের সমস্যাবলী খতিয়ে দেখা এবং সেখানকার সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের সাথে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করা। ... এসব অপরিহার্য বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ধর্মীয় সম্মেলনের তাহরীককে একটি ঐশী তাহরীক জ্ঞান করে প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও এ সময় আমি এই সফরে যাওয়ার মনস্থ করেছি। ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নয় বরং পাশ্চাত্যের দেশসমূহে তবলীগ করার মানসে। কেননা, এসব দেশই তবলীগের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক আর এই বাঁধ বা দেওয়াল অপসারণ করাই আমাদের অন্যতম দায়িত্ব।

ইউরোপ যাত্রার পূর্বে ১৯২৪ সালের ২৭শে জুলাই একটি পত্রে তিনি (রা.) লিখেন, "এই বিপদ আসার পূর্বেই এথেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হল আমাদের দায়িত্ব, আর ইউরোপে তবলীগ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই এ সম্পর্কে প্রণিধান করা। আর সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে চাক্ষুস জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত এটি সম্ভব নয়। অতএব, এ কারণেই শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি এই সফরে যাচ্ছি। যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে এই অর্জিত জ্ঞান থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আমি যদি এই সংগ্রামের ভেতর মারা যাই তাহলে হে আমার

জাতি! আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারীর মত তোমাকে সতর্ক করছি যে, এই বিপদকে কখনো ভুলবে না। ইসলামের চেহারাকে কখনো বিকৃত হতে দিবে না। যে খোদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন তিনি অবশ্যই মুক্তির কোন না কোন পথ উন্মুক্ত করবেন। অতএব, চেষ্টা করা ছেড়ে দিও না, হতোদ্যম হয়ো না, সংগ্রাম করা ছেড়ে দিও না আর কোনভাবেই পরিত্যাগ করো না।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বিভিন্ন বক্তৃতা এবং জ্ঞান চর্চার আসর ছাড়াও তবলীগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই-পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল, 'দাওয়াতুল আমীর' যা আফগানিস্তানের বাদশাহ্‌কে প্রেরণ করা হয়। আরেকটি হল, 'তোহফাতুল মুলুক' যা খিলাফতের প্রাথমিক মাসগুলোতে (অর্থাৎ ১৯১৪ সনের মে-জুন) দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হওয়ার পর আসরের নামাযের পর একটি জলসায় হুযূর স্বয়ং কাদিয়ানবাসীদের সামনে তা পাঠ করে শোনান। পুস্তকটি ছাপা হওয়ার পর হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের প্রধানমন্ত্রী হযরত নিযাম উদ্দীন ছাড়াও সরকারের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের কাছে তা প্রেরণ করা হয়। এই পুস্তক পাঠ করার পর বিশাল সংখ্যায় মানুষ আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন, বিশেষ করে হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হযরত শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদ্বীন সাহেব এর মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ইসমাঈলী ফির্কাভুক্ত ছিলেন এবং হায়দ্রাবাদ দক্ষিণের একজন ধণাঢ্য এবং প্রাচুর্যশীল পরিবারের আদরের সন্তান ছিলেন। তার জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, আকর্ষণীয় চেহারা এবং পবিত্র গুণাবলী অত্রাঞ্চলে আহমদীয়াতের জন্য বড়ই আকর্ষণের কারণ হয়েছিল আর অগণিত মানুষ তার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর সম্পদের বেশিরভাগ অংশই আহমদীয়াতের সেবায় উৎসর্গ করেন এবং ব্যাপকহারে বিজ্ঞাপন ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের দূর-দূরান্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন বার্তা পৌঁছে দেন, এর ফলে অনেক সদাত্মা আহমদীয়াতের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ডা. করম এলাহী সাহেব বলেন, একজন নাস্তিক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর 'তোহফাতুল মুলুক' পুস্তকটি পাঠ করার পর বলত, "এই লোককে এত শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান বলে মনে হয় যে, তার বিরুদ্ধে কোন মানুষই জয়যুক্ত হতে পারবে না বা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। এরপর সে 'আল্ কওলুল ফসল' পাঠ করার পরও মতামত ব্যক্ত করে যে, বড়ই বিস্ময়কম মহিমার অধিকারী বলে মনে এর লেখককে, যার লেখায় শৈশব বা তারুণ্যের উচ্ছাস, অথবা অনভিজ্ঞতা বা উদ্যমহীনতার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই বরং তিনি প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিস্ময়কর মহিমার অধিকারী একজন মানুষ। তারা রচনায় শক্তি, মাহাত্ম্য ও তেজ্যদীপ্ততার সৌরভ পাওয়া যায়।"

ওয়েম্বলে'র ধর্মীয় সম্মেলনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে হুযূর (রা.)-এর যুগান্তকারী প্রবন্ধ 'আহমদীয়াত অর্থাৎ সত্যিকার ইসলাম' -এ ইসলামের মৌলিক শিক্ষামালা এবং এর প্রজ্ঞা ও দর্শন অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবিদ যিনি বিভিন্ন ধর্মের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণে যথেষ্ঠ পারদর্শিতা রাখতেন। তিনি এই প্রবন্ধটি শোনার পর নির্দ্বিধায় বলে উঠেন, well put, well arranged, well dealt. অর্থাৎ, চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন, চমৎকারভাবে বিন্যাশ করা হয়েছে আর চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপস্থিত অধিকাংশ লোকের মুখেই ছিল, এটি 'একটি দুর্লভ বক্তৃতা'। "এমন দুষ্প্রাপ্য সন্দর্ভ সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না"। বিভিন্ন বিশ্লেষক বলেছেন, "ইনি এ যুগের লুথার বলে মনে হয়"। আর এই সুযোগটি আহমদীদের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) স্বয়ং তাঁর এই পুস্তকটি সম্পর্কে একবার বলেছেন, 'ফ্রান্সের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ইসলাম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে আমার এই পুস্তকটিকে ইসলাম সম্পর্কে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা আখ্যা দিয়েছে।'

হুযূর (রা.)-এর উপস্থিতিতে হযরত চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) ওয়েম্বলে কনফারেন্সে এই সন্দর্ভটি পাঠ করেছিলেন। যুক্তরাজ্যের প্রচার মাধ্যমে এ নিয়ে যথেষ্ট চর্চা বা আলোচনা হয়েছে। একটি পত্রিকা লিখেছে, "এই প্রবন্ধটি পাঠ করার পর যত বেশি প্রশংসা এবং উল্লাস করে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে এর পূর্বে কোন প্রবন্ধ পাঠের পর এমনটি হয় নি।" *(ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪)*

আমাদের উচিত, এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করা, তাঁর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে নিজেদের জীবন পরিচালিত করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানী আল-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) অ-আহমদী বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাবকালটি 'ফাইজ-ই-আওয়াজ' (অন্ধকারের যুগ) নামে পরিচিত। সে কালটিতে ইসলামের অনুসারীরা কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষামালার অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছিল তাই নয় বরং ইসলামের বিরোধী শত্রুরাও ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন ও ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তারা মুসলমানদেরকে হতাশার জালে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আক্রমণ করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করতো না।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর জীবনকালের প্রথম দিকে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও তেজস্বতা প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মবিষয়ক লিখা ও বাকযুদ্ধ শুরু করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামের শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। তিনি ইসলাম বিরোধী ও অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ জানাতেন তবে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস অল্প ক'জনই দেখিয়েছিল।

এ প্রাসঙ্গিকতায়, ১৮৮০ এর দশকে আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দ যেমন, মুন্সী ইন্দরমন মুরাদাবাদী এবং মাস্টার মুরলি ধর প্রমুখেরা হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)'-এর সাথে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে ইসলাম জীবিত-ধর্ম প্রমাণের সপক্ষে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবী জানায়। সুতরাং হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা করার জন্য, হোশিয়ারপুরে নির্জনতায় (চিল্লাকুশি) ৪০ দিন অতিবাহিত করেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, তার বিনীত ও আন্তরিক যাচনা কবুল করেন এবং তাকে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ ও প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেন। অতএব, হোশিয়ারপুরে থাকাকালীন, তাঁকে তাঁর নিজের প্রজন্মে এক অসাধারণ পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়; যিনি অনেক উচ্চতর এবং স্বতন্ত্র গুণাবলীর অধিকারী হবেন।

তিনি (প্রতিশ্রুত ঐ পুত্র) আল্লাহ্‌র মহিমা ও করুণার প্রকাশস্থল হবেন। তিনি দুর্দান্ত গতিতে (অর্থাৎ অল্প সময়কালে) বৃদ্ধি পাবেন এবং সৌন্দর্য এবং দানশীলতায় পরম কৃপাময়ের গুণে গুণান্বিত হবেন। তিনি পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি এই পৃথিবীতে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি অবিচল থাকবেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় চূড়ান্ত সংকল্প প্রকাশ পাবে। তিনি অত্যন্ত ধীমান এবং জ্ঞানবান হবেন এবং তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভরপুর থাকবেন। তিনি পরহেজগার এবং সুদর্শন হবেন। তিনি মূর্তিমান-মহিমা এবং মহিমান্বিত হবেন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ পাবে; তিনি বন্দী ও নিপীড়িতদের উদ্ধার করবেন ...। *(ইশতেহার, ২০ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬)*

আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলহাম ও ঐশীজ্ঞান অনুসারে, হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এ ভবিষ্যদ্বাণীকে তাঁর বিরোধীদের কাছে একটি ঐশী-নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেন। এরপর, এই ভবিষ্যদ্বাণীটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারী দিনটিতে, যেদিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে ঐশী নিদর্শনের ধারক অসাধারণ গুণাবলী সমৃদ্ধ সেই প্রিয় পুত্রসন্তান দান করেন। আর সেই

প্রতিশ্রুত মহান পুত্রটি হলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা, আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.)।

আল্লাহ্ প্রদত্ত নিদর্শনমুলক এ ভবিষ্যদ্বাণী তার জীবনে পূর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলি তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্তর আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র রাসূল (সা.)-এর ভালবাসায় ভরপুর ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আত্মা ও বক্ষ পবিত্র কুরআনের ভালবাসা এবং জ্ঞানে আলোকিত করেছিলেন। তিনি দ্রুততার সাথে বিকাশ লাভ করেছিলেন এবং পৃথিবীর সকল জাতির মাঝে আল্লাহ্‌র বাণী (পবিত্র কুরআন)'-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার কার্যকর এক নমুনা ছিলেন তিনি। সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানীগুণী কোন মহারথী'-ই তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস করতে পারে নি।

শত্রুরা তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর নিজ কৃপায় তাদের সকলকে পরাভূত ও অপদস্ত করেছিলেন এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তার কর্মে অবিচলতা ও উচ্চ সংকল্প নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর মহৎ গুণাবলী এবং উচ্চ মর্যাদার এই পূর্ণতা এতটাই দৃঢ়তা এবং স্পষ্টতার সাথে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কেবল অনুসারীরাই নয় বরং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এমনকি ঘোরতর শত্রুরাও তাঁর অনন্য গুণাবলীর মর্যাদাবান উচ্চ অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী লোকেরা তাঁর প্রসিদ্ধি ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বায় প্রকাশিত গুণাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে মতামত ব্যক্ত করেছে, তা থেকে আমরা খুব সংক্ষেপে কতেক নিম্নে উপস্থাপন করছি।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুরআনের মর্যাদা যেন সুপ্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়

হযরত মুসলেহ মাওউদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর জন্মের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, "সুতরাং .. ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুরআনের মর্যাদা মানুষের কাছে আসলেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠুক।" এই নিদর্শনের পূর্ণতালাভ সম্পর্কে আমরা পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম নেতা এবং কবি, দৈনিক "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী জাফর আলী খান'কে উদ্ধৃত করছি। নিজে বিরোধী হয়েও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) সম্পর্কে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন:

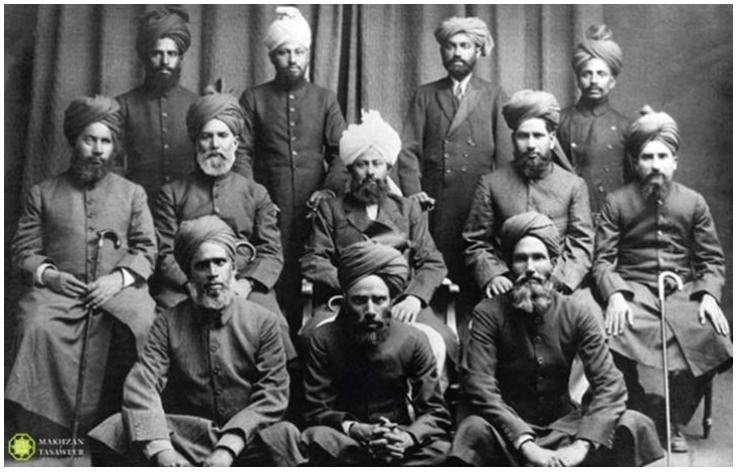

"মনোযোগ দিয়ে শুনো! তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা মির্যা মাহমুদ আহমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারবে না। মির্জা মাহমুদের কাছে কুরআন আছে এবং তিনি কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তোমরা কী'বা পেয়েছো? তোমরা স্বপ্নেও কুরআন পড়ো নি, মির্যা মাহমুদ- তার সাথে একটি জামা'ত পেয়েছেন; তার সামান্য ইঙ্গিতে যারা, তাদের যা কিছু আছে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ..মির্যা মাহমুদ পেয়েছেন একদল প্রচারক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ। বিশ্বের প্রতিটি দেশে তিনি তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।" *(ইক খাউফনাক সাজিশ, পৃ.১৯৬, লেখক মাজহার আলী আজহার)*

তাঁর খেলাফতকালে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষের কাছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)'-এর বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদ ও অন্যান্য ধর্মের লোকদের উত্থাপিত সমালোচনা ও আপত্তির অকাট্য জবাব 'কুরআনের পরিচিতি' নামক পুস্তকে নিজেই লিখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের লোকেরা এই পুস্তকের অনুবাদ পাঠ করে ভূয়সী প্রশংসাসূচক মতামত দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হল।

১.মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইভানস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ধর্মীয় সাহিত্য বিভাগের প্রধান জনাব চার্লস এস ব্র্যাডন (Mr. Charles S. Bradon) লিখেছেন, সামগ্রিকভাবে ইংরেজি ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে এটি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। তিনি ইংরেজিতে ইসলামী সাহিত্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মূল্যবান সংযোজনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২. বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ, মিঃ এইচ. এ. আর গিবস (Mr. H. A. R. Gibbs) বলেছেন যে, কুরআন'এর ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এটি সর্বোত্তম প্রচেষ্টা।

৩. মিঃ রিচার্ড বেল (Mr. Richard Bell) লিখেছেন যে, এই যুগের প্রয়োজন এবং এর সমস্যাবলী নিরসনে ইসলামী নীতিমালার ব্যাখ্যা এ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি প্রমাণ যে, **আহমদীয়া**

মুসলিম জামা'ত আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত এবং প্রগতিশীল এক জামা'ত।

৪. এ. জে. আরবুরি (A. J. Arbury) বলেছেন, কুরআন ইংরেজীতে অনুবাদের এ কাজটিকে ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশ পালনের প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা অত্যুক্তি হবে না।

৫. বিখ্যাত ডাচ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দেওয়াগসোহেল (Dewaagsohel)-এর ১৫ মার্চ ১৯৫৪ সংখ্যায় লিখা হয়েছে, "এই সংস্করণে মূল আরবী পাঠ এবং এর ডাচ অনুবাদ একসাথে দেওয়া হয়েছে। এর সূচনায়, হযরত মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ রচিত কুরআনের পরিচিতি অংশে সর্বজনীন শিক্ষাগুলি বাইবেল ও বেদের শিক্ষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ভূমিকা অনুসারে ওল্ড টেস্টামেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মসীহের বিষয়ে নয় বরং এগুলি হল ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে।" *(তাহরীক-ই- জাদিদ এণ্ড ফরেন মিশন্‌স)*

৬. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) ১৯২৪ সালে লন্ডনে কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশসমূহের সর্বধর্ম সম্মেলনে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। দ্য টাইমস, মর্নিং পোস্ট, ডেইলি টেলিগ্রাফ, ডেইলি নিউজ এবং ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রদত্ত তাঁর ভাষণটির সংক্ষিপ্তসার ছাপে এবং এর প্রশংসা করে। সম্মেলনের আয়োজক এবং লন্ডনের বিখ্যাত ধর্মযাজক ডঃ ওয়াল্টার ওয়াশ বলেছিলেন যে, তিনি এই সম্মেলন থেকে এই উপসংহার টানলেন যে, **ইসলাম একটি জীবিত ধর্ম এবং এই উদ্দেশ্যটি নিয়েই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম লন্ডনে এসেছিলেন।** *(আল-মুবাশিরাত, পৃষ্ঠা ৭৮)*

৭. ১৯৪৪ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) 'ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা লাহোর টাউন হলে দেন, যা পরবর্তীকালে একটি বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এর স্প্যানিশ সংস্করণ স্পেনে প্রকাশিত হলে স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকাশিত সংবাদপত্র "মাদ্রিদ" তার ২১ জুলাই, ১৯৪৮ সংখ্যায় একটি পর্যালোচনা লিখা। ঐ পর্যালোচনায় তিনি (রা.) কীভাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা তুলে ধরা হয়। "হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ তাঁর বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষা ও নীতিসমূহের উপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন, যা পাঠে পাঠকমাত্রই বুঝতে সক্ষম হয় যে ইসলামের টেকসই অর্থনৈতিক বিধিবিধান, এর ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে গঠন করে থাকে। প্রজ্ঞাপূর্ণ উজ্জ্বল যুক্তি দিয়ে তিনি এতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং কমিউনিজমের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।" *(আল-ফযল, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮)*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ(রা.) প্রেরীত মুবাল্লেগ মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেবের সাথে ১৯২০ সালের শেষদিকে বয়আতকারী কয়েকজন সিরীয় আহমদী

এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হচ্ছে

ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্যান্য লক্ষণগুলোর পাশাপাশি তাঁর সাথে ধার্মিকতা ও সুদর্শন হওয়ার একটি নিদর্শনও সম্পর্কিত রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বায় প্রদর্শিত নিদর্শনে এ বিষয়ের প্রভাব গ্রহণ করে জনাব এম. আসলাম তার এক প্রকাশনায় লিখেছেন, "আমরা সাহেবজাদা মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের সাথে দেখা করতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। সাহেবজাদা সাহেব একজন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী মানুষ। ভদ্র হওয়ার পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত গভীর চিন্তাবিদও। আমি সর্বদা সাহেবজাদা সাহেবের ধর্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, অন্তরের প্রশস্ততা এবং বিনয়কে স্মরণ করে যাব।" *(তাআস্‌সুররাত-ই-কাদিয়ান, পৃষ্ঠা: ১৩৬-১৩৭)*

হায়দ্রাবাদের দাক্ষিণাত্যের খান বাহাদুর শেঠ আহমদ আলাদীন লিখেছেন, "শ্রদ্ধেয় মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব আমার প্রতি বিশেষভাবে সদয় ও দানশীল ছিলেন। তাঁর ব্যবহারিক জীবন, অন্তরের প্রশস্ততা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অটল বিশ্বাস আমাকে সর্বদা মুগ্ধ করেছে।" *(আল-হাকাম, জুবিলী সংখ্যা, ১৯৩১)*

১৯২৪ সালে ইউরোপ যাত্রাকালে আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) আরব দেশে অবস্থান করেন। আরব দেশগুলিতে অবস্থানকালে, তৎকালীন প্রেস মিডিয়ায় তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আরব প্রেসের কিছু পর্যালোচনা রিপোর্ট এখানে দেওয়া হল:

১. দামেস্ক থেকে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্র "আখবার আল-কাবাস", এর ৮ আগস্ট ১৯২৪ সংখ্যায় লিখেছিল, "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ-এর নেতৃত্বে ধর্মীয় এবং বিদ্বান মহান পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় এক প্রতিনিধিদল রাজধানী দামেস্ক এসে পৌঁছে এবং সেন্ট্রাল হোটেলে তারা সবাই অবস্থান করেন। তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাৎকালে আমরা তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, উচ্চতর নৈতিক ও চারিত্রিক মর্যাদা এবং তার মহান ধর্মনিষ্ঠা ও ইসলামী স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর ব্যাপক জ্ঞান এবং ইসলামের প্রতি তার গভীর আত্মনিবেদন পর্যবেক্ষণ করেছি।"

২. জার্নাল "আলিফ ওয়াল ইয়া", এর ৯ আগস্ট, ১৯২৪-এর ইস্যুতে মুসলেহ্ মাওউদের সাথে বাক্যালাপকালে সংবাদ প্রতিনিধিদের যে অভিজ্ঞতা হয়, সে সম্পর্কে পত্রিকাটি লিখেছে, "আমরা আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে তাঁর অনেক সহযোগী তাকে ঘিরে রেখেছিলেন। আমরা ধর্মবিষয়ে তাদের মাঝে ত্যাগী মনমানসিকতা ও ধার্মিকতার লক্ষণ এবং তাদের নেতা ও ইমামের প্রতি তাদের মুখাবয়বে ভালবাসা এবং নিষ্ঠার যে প্রতিফলন; তা আমরা তাদের চেহারায় পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। আমরা দামেস্কের খ্যাতিমান দু'জন আলেম- মৌলভী বাহাতুল বাতার এবং আহমদ আল-নূর বালাকী এবং দামেস্কের আরো বেশ কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে তাঁর জামা'তের প্রতিনিধিদলে দেখেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আলাপচারিতায় তিনি আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলছিলেন এবং তাঁর যুক্তির সমর্থনে নবী করীম (সা.)-এর বাণী আর কুরআনের আয়াত প্রায়শঃই উদ্ধৃত করতেন এবং কোন হাদীস কিংবা কুরআনের কোন আয়াত যদি তিনি তাৎক্ষণিক মনে করতে না পারতেন তবে তিনি যুক্তি ব্যবহার করতেন। এই মাহদী সাহেব (হযরত ইমাম, জামা'ত আহমদীয়া) সাদা পাগড়ি এবং তার ভারতীয় জাতীয় পোশাক পরিহিত ছিলেন আর উচ্চতায় ছিলেন মাঝারি গড়নের। তিনি অত্যন্ত ধীমান, সাবলীল এবং দুর্দান্ত কমান্ডের সাথে কথা বলেন এবং তার কথার সমর্থনে শক্তিশালী যুক্তিও ব্যবহার করেন। তিনি না ক্লান্ত হয়ে পড়েন, আর না আলোচনা এবং যুক্তিতর্কে বিরক্ত হন।"

৩. একই পত্রিকা ১০ আগস্ট ১৯২৪ সংখ্যায় লিখেছিল, "তিনি আরবী'তে কথা বলছিলেন যা সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি ভাষার সাথে বেশ মিল ছিল। তিনি ছিলেন মাঝ বয়সী একজন ব্যক্তি (৩০ থেকে ৪০ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে)। অপরিমেয় বুদ্ধির ছাপ তাঁর চেহারায় স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। সকল সাক্ষাৎপ্রার্থী তাঁর আকর্ষণীয় মহানুভব ব্যবহারে খুবই মুগ্ধ হন।"

৪. দামেস্কের আরেকটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা, "ফতআল আরব" ("Fat-al-Arab")-এর আগস্ট ইস্যুতে লিখেছে, "তিনি তাঁর জীবনের চল্লিশতম বছরে রয়েছেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত গোধুম বর্ণের মুখাবয়ব তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার সূক্ষ্মতা ও গভীরতা প্রতিবিম্বিত করছিল। অমায়িক মহানুভব বিশালতা তার মুখপানে তাকাতেই যেন তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তাঁর চোখযুগল অসাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিদীপ্ত দেখাচ্ছিল। তার মুখোমুখি হলেই বুঝতে পারবেন যে, আপনি এমন এক ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে, যিনি আপনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনাকে খুব ভাল বোঝেন। তিনি সর্বদা হাসিখুশি, তার মুখে মুচকি হাসি লেগে থাকলেও কখনও কখনও তা সেই মুখে ফুটে উঠতেও দেখা যায় আর এই হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রজ্ঞাপূর্ণ রহস্যগুলো উন্মোচিত হয়ে সহজবোধ্য হয়।"

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ(রা.)'এর যুক্তরাজ্য সফর ১৯৫৫ হযরত সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ(ডানে) এবং সৈয়দ মাহমুদ আহমদ নাসির সাহেব(বামে)

ঐশ্বর্য ও মহিমায় গৌরবান্বিত অনন্য এক ব্যক্তিত্ব

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে 'প্রতিশ্রুত পুত্র' মাঝে দৃশ্যমান একটি লক্ষণ হল- মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্বে তিনি মহীয়ান একব্যক্তি হবেন। এই প্রসঙ্গে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সদস্য জনাব মিয়া সুলতান আহমদ ওয়াজুদি তার এক লেখায় যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "যদি কামাল আতাতুর্ক ২,৯৪,৪১৬ বর্গমাইল এবং ১৫.২ মিলিয়ন লোকের উপর শাসন পরিচালনা করেন, জোসেফ স্ট্যালিন যদি ১৭১ মিলিয়ন গণমানুষের অবিসংবাদিত শাসক হয়ে থাকেন, যদি মুসোলিনি ৪২ মিলিয়ন ইতালিয়ান এবং ৮.৬ মিলিয়ন ইথিওপীয় জনগণের রাষ্ট্রনায়ক হন, অ্যাডলফ হিটলার যদি ৬৫ মিলিয়ন জার্মানির উপরে রাজত্ব করার অধিকারী হন, তবে মির্যা বশীর-উদ-দীন মাহমুদ আহমদও বিশ্বজুড়ে সমস্ত জাতির লোকদের উপর কর্তৃত্ব রাখেন, যার আনুগত্য করা তাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা হিসাবে তারা

নিজেরাই গ্রহণ করে নিয়েছে।" *(আল-হাকাম, জুবিলী সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৯)*

অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবেন

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল বুদ্ধিমত্তা। আমরা ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আরবী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি। আমরা এখন মুসলেহ্ মাওউদের অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের মোকাবেলায় নিজ দলের অক্ষমতা স্বীকারকারী অন্যতম বিরোধী বিজ্ঞজন চৌধুরী ফাত-আল-হক'এর স্বীকৃতি উপস্থাপন করছি,

"কাদিয়ানী জামা'ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে এবং এই আন্দোলনের পিছনে যে অবিশ্বাস্য ধীসম্পন্ন মস্তিস্ক কাজ করে, তা সেকেন্ডের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর রাজ্যশক্তিও ধ্বংস করতে যথেষ্টভাবেই সক্ষম।" *(দৈনিক "মুজাহিদ", ১০ আগস্ট ১৯৩৫)*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেনসিলভেনিয়ার ওয়াগনার কলেজের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান, যুগোস্লাভিয়ান বংশোদ্ভূত প্রফেসর স্টেনকো (Prof. Stenko) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নকালে ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তান সফর করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর তিনি "ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন" শীর্ষক একটি বিস্তৃত থিসিস লিখেছিলেন। এতে তিনি আহমদীয়া জামা'ত এবং এর ইমাম সম্পর্কে বিশ্লেষণী মন্তব্য লিখেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ'কে মহান সংকল্পবদ্ধ ও চূড়ান্ত বুদ্ধিমান নেতা হিসাবে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার এ থিসিসে এও উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর পিতার [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)] মতো মুসলেহ্ মাওউদ'ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ করার দাবি করেছিলেন। *(ইষ্টার্ণ ওয়ার্ল্ড, ডিসেম্বর ১৯৬১)*

জাগতিক ও আধাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ'কে পার্থিব জ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও প্রচুর ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছিল। সমস্যা নিরসনে তাঁর পারঙ্গমতা ছিল অসাধারণ। এমনকি তার বিরোধীরাও অবলীলায় এটি স্বীকার করেছে। উদাহরণস্বরূপ-

১.খাজা হাসান নিজামী তাঁর (রা.) এক জীবনচিত্র এভাবে এঁকেছেন, "বেশিরভাগ সময় তিনি অসুস্থ থাকেন। কিন্তু এই অসুস্থতা কোনওভাবেই তার কর্মদক্ষতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। এমনকি বিরোধিতার সবচেয়ে খারাপ সময়েও, তিনি নিজেকে শান্ত রেখেছিলেন এবং তাঁর মিশন অব্যাহত গতিতে এগিয়েছে এবং বংশগতিধারার সাহসিকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বজাতিতে প্রশাসনের বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। তিনি হলেন রাজনৈতিক দূরদর্শি এবং ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং বাগ্মিতায় অত্যন্ত পটু ও বিচক্ষণতার অধিকারী ব্যক্তি। রণকৌশল ও যুদ্ধনীতি উভয় ক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শী।" *(আদিল, দিল্লি, ২৪ এপ্রিল ১৯৩৩, খালিদে প্রকাশিত, নভেম্বর ১৯৫৫)*

২. ইউরোপ এবং ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার পথে, দামেস্কে অবস্থানকালে, সংবাদপত্র, "আল-ইমরান"-এর ১০আগস্ট ১৯২৪ সংখ্যায় "দামেস্কে মাহদী" শিরোনামে লিখেছিল, "ভারতের মাহদী সম্মানিত আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের খলিফা তাঁর (আ.)-এর সাহাবীদের সাথে নিয়ে জামা'তের মহান আলেমসহ দামেস্কে পৌঁছেছিলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর দাবী সম্পর্কে জানতে তাঁর সাথে আলোচনা করতে যান। তারা তাঁকে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্ম আর তৎসম্পর্কিত ইতিহাস ও দর্শনে তাঁর বিস্তৃত গবেষণা এবং গভীর জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হয় এবং আধ্যাত্মিক দর্শনে তাঁর বোধগম্যতার ব্যাপকতা বুঝতে পেরে আনন্দ লাভ করে।"

উল্লেখ্য যে, একই বছরে আফগানিস্তানে ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার কারণে বিশ্বাসগত পার্থক্যের বাহানায় ৩১ আগষ্ট মৌলবী নেয়ামত

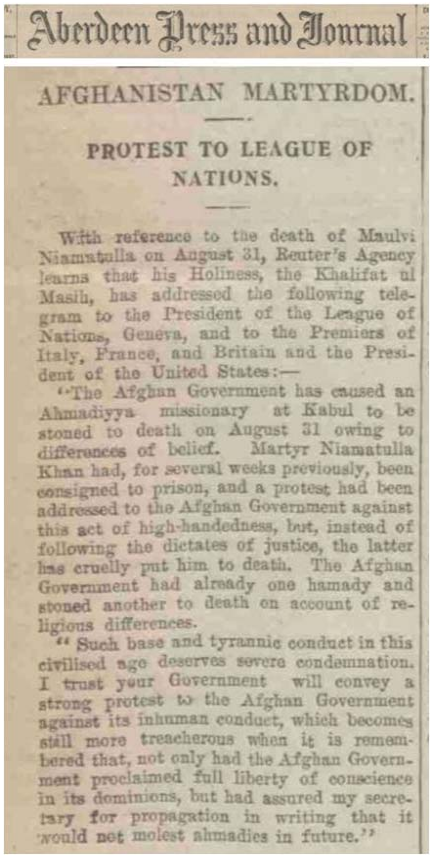

Aberdeen Press and Journal

AFGHANISTAN MARTYRDOM.

PROTEST TO LEAGUE OF NATIONS.

With reference to the death of Maulvi Niamatulla on August 31, Reuter's Agency learns that his Holiness, the Khalifat ul Masih, has addressed the following telegram to the President of the League of Nations, Geneva, and to the Premiers of Italy, France, and Britain and the President of the United States:—

"The Afghan Government has caused an Ahmadiyya missionary at Kabul to be stoned to death on August 31 owing to differences of belief. Martyr Niamatulla Khan had, for several weeks previously, been consigned to prison, and a protest had been addressed to the Afghan Government against this act of high-handedness, but, instead of following the dictates of justice, the latter has cruelly put him to death. The Afghan Government had already one hamady and stoned another to death on account of religious differences.

"Such base and tyrannic conduct in this civilised age deserves severe condemnation. I trust your Government will convey a strong protest to the Afghan Government against its inhuman conduct, which becomes still more treacherous when it is remembered that, not only had the Afghan Government proclaimed full liberty of conscience in its dominions, but had assured my secretary for propagation in writing that it would not molest ahmadies in future."

Aberdeen Press and Journal, Friday, 5 September 1924

উল্লাহ্'কে শহীদ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিমালার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেন এবং তৎকালীন আন্তর্জাতিক ফোরাম **'লীগ অব ন্যাশনস'**-এও প্রতিবাদ পাঠান। উক্ত সংবাদটি ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ **আবেরদিন প্রেস এন্ড জার্নাল** ইংরেজি পত্রিকা প্রকশ করে।

৩. ১৯১৯ সালে লাহোরে প্রফেসর সৈয়দ আবদুল কাদিরের সভাপতিত্বে, ইসলামিয়া কলেজ, লাহোরের মার্টিন হিস্টোরিকাল সোসাইটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তিনি(রা.) "ইসলামে বিভক্তির সূচনা" শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করেন। এই সভায় অধ্যাপক আবদুল কাদির মুসলেহ মাওউদ'কে এভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, সাধারণত যখন কেউ বক্তৃতা দিতে আসে, সভার সভাপতির পক্ষ থেকে তাকে শ্রোতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই রীতি। তবে আজকের এই বিশিষ্ট বক্তা এমন

মর্যাদাবান, খ্যাতি এবং মর্যাদায় এমন এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব যে তাঁর সাথে পূর্ব-পরিচিত না হলেও আপনি এমন কাউকে কদাচিৎ খুঁজে পাবেন। তিনি সেই সুখ্যাত ও পবিত্র ব্যক্তির পুত্র, যিনি পুরো ধর্মীয় বিশ্বে এবং বিশেষতঃ খ্রিস্টান বিশ্বে ইসলামের বিশাল উত্থান ঘটিয়েছেন।" *(তা'সসুরাত-ই-কাদীয়ান, পৃষ্ঠা ১৬)*

৪. একই প্রফেসর, সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে বলেছিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! আমি কিছুটা ইতিহাসও অধ্যয়ন করেছি এবং আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছি, আমি ভেবেছিলাম যে আমি বেশিরভাগ ইসলামিক ইতিহাস জানি এবং আমি সহজেই এটি সমালোচনা করতে পারি। তবে এখন মির্যা সাহেবের ভাষণ শোনার পরে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি কেবল একজন শিক্ষানবীশ। আমার জ্ঞানের গভীরতা এবং মির্যা সাহেবের জ্ঞানের গভীরতার পার্থক্যটি উজ্জ্বলতায় এই টেবিল ল্যাম্পের আলো (টেবিলের উপরে বসানো ল্যাম্প) আর বৃহৎ সেই বৈদ্যুতিক বাল্বের (যা সিলিং থেকে ঝুলানো) মাঝে যতটা ব্যবধান তার সমান। ইসলামী ইতিহাসের অত্যন্ত কঠিন বিষয়টির অবতারণা মির্যা সাহেব যে উজ্জ্বলতা ও গভীরতায় বিশ্লেষণ করেছেন, তা অনন্য যা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। খুব কম লোকই আছেন যারা ইসলামিক ইতিহাসের এই অতি জটিল পর্বটি নিয়ে যথার্থভাবে কথা বলতে পারেন। আমি যতদূর জানি লাহোরে এখানে কেউ নেই। আমি আশা করি, আমাদের সমাজ এ জাতীয় মহান ব্যক্তিগণের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে থাকবে। আমি আরো মনে করি যে, এই জাতীয় অসাধারণ বুদ্ধি এবং মর্যাদার কোনও ব্যক্তি যদি আমাদের সমাজের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেন তবে তা আমাদের সমাজের জন্য বড় সম্মান বয়ে আনবে।" *(তা'সসুরাত-ই-কাঈয়ান, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩)*

৫. এই প্রসঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য মিয়া সুলতান আহমদ ওয়াজুদি খুবই আকর্ষণীয়ভাবে তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে লিখেছেন, "মির্যা মাহমুদ আহমদের কাজের অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি কোনও বিরতি ছাড়াই ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তাঁর বক্তৃতা যেমন সাবলীল তেমনই জ্ঞানসমৃদ্ধ। তিনি একজন সুলেখক আর বইও লিখেছেন প্রচুর। তার সাথে সাক্ষাতের পরে যেকেউ তার উঁচু আচরণে গভীরভাবে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। প্রশাসনে দুর্দান্ত দক্ষতা তাঁর অসাধারণ প্রতিভারই প্রকাশ বটে। বয়স ৫০'এর কোঠাতেও তিনি যেন এক প্রাণবন্ত যুবক।" *(আল-হাকাম, জয়ন্তী সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৯, পৃষ্ঠা:৩৬)*

৬. **"ধর্মনিরপেক্ষ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়া হবে"** বৈশিষ্ট্যের সমর্থনে এখানে আরও একটি শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে। লাহোরে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ আহমদীয়া আন্তঃকলেজ সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) "ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা ধর্ম-সাহিত্য জগতে এক দুর্দান্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই বক্তৃতাটি তখন থেকে ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান সহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছে। স্প্যানিশ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রভাববিস্তারী একটি মুখপত্র "ইনফরমেশন কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল" ১৯৪৬ সালের অক্টোবর সংখ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছিল, "সংবেদনশীল বিভিন্ন দিক থাকা সত্ত্বেও 'কমিউনিজমের সাথে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক উজ্জ্বল তুলনা' এই বইটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি অপ্রতিরোধ্য প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত যে, কমিউনিজম কেবল রাজনৈতিক নীতি ও আন্দোলনের বিরুদ্ধেই নয়, ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্যও হুমকিস্বরূপ। অখণ্ডনীয় সব তথ্যের উৎস এই বইটি। হযরত ইমাম জামা'ত আহমদীয়া এই বক্তৃতার জন্য অবশ্যই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।" *(আল্-মুব্বাশীরাত)*

৭. **'রাবওয়া'** শহর নির্মাণের সময় হযরত খলিফাতুল মসিহ (দ্বিতীয়) পাকিস্তানের প্রধান সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদেরকে 'রাবওয়া' প্রকল্পের মানচিত্র এবং অন্যান্য বিবরণ প্রদর্শন করেন। রাবওয়া নির্মাণ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর **"সমস্যা সমাধানে উচ্চ দক্ষতা"**-এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। দৈনিক পত্রিকা "সাফিনা" এর বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ ওয়াকার আম্বলভি লিখেছেন, "গত রবিবার আহমদীয়া জামা'তের নেতা লাহোরের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরকে তাদের নতুন শহরের অবস্থান দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং আমাদের সেখানটায় সফর করিয়েছিলেন। এই সফরের বিশদ বিবরণ ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অভিবাসী হিসাবে রাবওয়া আমাদের জন্য উদাহরণ। ছয় মিলিয়ন অভিবাসী পাকিস্তানে চলে আসে তবে তারা অসহায়, বিধ্বস্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব অভিবাসীরা মুসলমানই ছিল, তারা তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্ ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাসী ছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এই বিশাল একটি বিপর্যয়ও তাদের এক করতে পারে নি। অন্যদিকে আমরা, আহমদীদের বিশ্বাসে তারতম্যের কারণে সর্বদা সমালোচনা করে আসছি তবে প্রয়োজনের সময় তাদের জামা'ত, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের নিজের চোখের সামনে নতুন কাদীয়ান গড়ে তোলার সূচনা করেছিল। আমরা এমন অভিবাসী হিসাবে এখানে এসেছি যাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল, যারা চাইলে এই জাতীয় শহর তৈরি করতে পারে; তবে তাদের সম্পদ নিজেদের ব্যতীত কোনও দরিদ্র ব্যক্তির জন্য আদৌ ব্যয় করা হয় নি। অন্য দিক থেকেও 'রাবওয়া' আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আমরা এদের থেকে পাঠ নিতে পারি এবং বাকী অভিবাসীদের জন্য এ জাতীয় শহর তৈরি করতে পারি। 'রাবওয়া' আমাদের জনসাধারণ এবং সরকারের জন্য একটি উদাহরণ এবং আমাদের শেখায় যে, যারা

দাবি আদায়ে কেবলমাত্র মারামারীতে লিপ্ত হয় তারা কিছুই অর্জন করতে পারে না এবং ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষা পালনকারী লোকেরা কারও কাছে কোনও দাবি না করেই তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম।" *(সাফিনা, লাহোর, নভেম্বর ১৩, ১৯৪৮)*

৮. ডিসেম্বর ১৯৪৮, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ' লাহোর ল' কলেজের ম্যানইয়ার্ড হলে, আহমদীয়া আন্তঃকলেজ সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে "ইসলামী বিশ্বের বর্তমান অবস্থা এবং এর ভবিষ্যত" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি এস.এ.রহমান। সভাপতির শেষ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সত্যই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ'কে ধর্মনিরপেক্ষ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মাননীয় বিচারপতি তার বক্তব্যে বলেছিলেন, "আমি আহমদীয়া আন্তঃকলেজ সমিতির প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে এ জাতীয় উচ্চাঙ্গীন সাহিত্যমানের বক্তৃতা শোনার সুযোগ করে দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় মির্যা সাহেব এত অল্প সময়ে একটি বিস্তৃত বিষয়কে কভার করে বক্তব্য রেখেছেন এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। তাঁর দেওয়া সৎ পরামর্শমূলক প্রস্তাবনাগুলো আমাদের গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত এবং যথাযথ গুরুত্বের সাথে সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত।" *(আল-ফজল, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৮)*

৯. পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা ও শক্তিশালীকরণ বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। এরকম একটি অনুষ্ঠানে তিনি (রা.) জনাব মালিক ফিরোজ খান নূনের সভাপতিত্বে, "পাকিস্তান এবং তার ভবিষ্যত" শীর্ষক এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে সভাপতির বক্তব্যে মিঃ নুন বলেছিলেন, "মির্যা সাহেবের রয়েছে সীমাহীন জ্ঞানের ঐশ্বর্য। তিনি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমাদের অনেক কিছু বলেছেন এবং সত্যই তিনি বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।" *(আল-ফজল, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৭)*

সংক্ষেপে বলতে হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাঁকে জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন।

বন্দীদের মুক্তিদাতা

ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল হযরত মুসলেহ্ মাওউদ বন্দীদের মুক্ত করবেন। সমগ্র বিশ্ব সাক্ষী যে, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে মুক্তি দিতে তিনি তাঁর সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন এবং এমনই সেবা করেছিলেন যে এমনকি তার বিরোধীরাও এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩০ সালে, যখন কাশ্মীরের হিন্দু স্বৈরাচার এবং ডোগরা শাসকরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল এবং তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল, তখন সমস্ত মুসলিম নেতা, নবাব এবং রাজনীতিবিদরা হযরত মুসলেহ মওউদ'কে এই নিপীড়িত মুসলিম জনগণের সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এবং তিনিই ছিলেন সেই মহান ব্যক্তি, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নেতৃত্বের ফলে তাদের আন্দোলনে সাফল্য আসে এবং কাশ্মীরিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সক্ষম হয়।

২৫ জুলাই ১৯৩১, প্রাচ্যের কবি ড. স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, নবাব সাহেব গঞ্জপুর, স্যার জুলফিকার আলী খান, খান বাহাদুর শেখ রহিম বখশ, অবসরপ্রাপ্ত সেশন-জজ সৈয়দ মহসিন শাহ তিরমিযী, খাজা হাসান নিজামী, সৈয়দ হাবিব, "সিয়াসাত" পত্রিকার সম্পাদক, মৌলভী হাসরত মোহানী ইত্যাদি সহ প্রখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিমলায় সমবেত হন এবং "সর্বভারতীয় কাশ্মীর কমিটি" গঠণ করা হয়। ডঃ স্যার ইকবালের প্রস্তাবনায় হযরত মুসলেহ মাওউদ'কে সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। *(আবদুল মজিদ সালিক প্রণীত সরগুজাশ্‌ত, পৃষ্ঠা: ২৯৩)*

মুসলিম সংবাদমাধ্যম হযরত মুসলেহ্ মাওউদ'এর সফল নেতৃত্বের প্রশংসা করেছিল যার ফলস্বরূপ কাশ্মীরি মুসলমানদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যারা ছিল যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, এমনকি অতি প্রাথমিক মানবাধিকারটুকুও তাদের ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। "সিয়াসাত" পত্রিকাটি লিখেছে, "কাশ্মীরের অবস্থা যখন সঙ্কটজনক ছিল, ধর্মীয় তাত্ত্বিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও যারা হযরত মির্যা সাহেবকে বেছে নিয়েছিল, তারা সঠিক ও নিখুঁত সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। তারা যদি তাদের বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে মির্যা সাহেবকে না বেছে নিত, তবে এই আন্দোলনটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত এবং তা মুসলিম উম্মাহ(জাতির)'-র জন্য এক বড় ক্ষতি হতো।" *(দৈনিক "সিয়াসাত", ১৮ মে ১৯৩৩; তারিখে আহমদীয়্যাত, পৃষ্ঠা: ১১৩)*

একইভাবে জনাব আবদুল মজিদ সালিক কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন, "শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (কাশ্মীরের সিংহ) এবং অন্যান্য কর্মীরা মির্যা মাহমুদ আহমদ এবং তার কয়েকজন সহযোগীর সাথে সর্বদাই যোগাযোগ রাখতেন। তাদের যোগাযোগের একমাত্র কারণ হল মির্যা সাহেবের সম্পদের প্রাচুর্যতা এবং তিনি কাশ্মীর আন্দোলনকে অনেক দিক থেকেই সহায়তা করছিলেন এবং কাশ্মীর আন্দোলনের কর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি অনুগত থাকতো।" *(সালিক প্রণীত 'জিকর-ই-ইকবাল', পৃষ্ঠা: ১৮৮)*

অবিভক্ত ভারতে মুসলমানরা ছিল বৃহত্তম সংখ্যালঘু এবং তারা দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ এবং হিন্দু শাসকদের পরাধীনতার অধীনে ছিল। হুযূর এই সকল মুসলমানকে মুক্ত করার জন্য প্রতিটি উপলভ্য সুযোগ ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি নিরপেক্ষ শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা স্বীকার করতে বাধ্য। প্রতিটি অনুষ্ঠান এবং ইতিহাসের মোড়ে প্রতিটি পর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সঠিক পথে পরিচালিত আন্দোলনের দিক-নির্দেশ করেছিলেন এবং তাঁর সমর্থক ও বিরোধীদের দ্বারা এটি সমানভাবে স্বীকৃতও ছিল। এ প্রসঙ্গে

কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে:-

১. ১৯৩৭ সালে, সর্ব দলীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এতে নির্বাচন পৃথকভাবে করা হবে; না সম্মিলিতভাবে হবে; এ বিষয়টি আলোচিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন তবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ পৃথক নির্বাচনের পক্ষে এমন কার্যকর ভাষণ দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকে তার পরামর্শের সাথে একমত হয়েছিল। মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর এই ভাষণ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্রিকা "হামদার্দ"-এ লিখেছিলেন, "আমরা যদি মির্যা মাহমুদ আহমদ এবং তার সংগঠিত জামা'তের কথা উল্লেখ না করি যারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং সম্পদ মতাদর্শগত পার্থক্য নির্বিশেষে মুসলিমদের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিল। একদিকে তারা মুসলিম স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী এবং অন্যদিকে তারা মুসলিম সংগঠন, প্রচার ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাব যে মুসলমানদের এই সুসংহত জামা'তের চিত্রটি সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর সামনে প্রকাশিত হবে এবং বিশেষত সেই ব্যক্তিদের সামনে যারা ইসলামের সেবার দাবীদার হলেও বাস্তবে তা বুলিসর্বস্ব। যে সকল ভদ্রলোক কাদীয়ানে এই সাধারণ সভায় অংশ নেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন, যাতে শ্রদ্ধেয় মির্যা সাহেব তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণণা দিয়েছেন তারা অবশ্যই আমার মতামতের সাথে একমত হবেন।" *(তা'স্‌সুরাত-ই-কাদীয়াঁ, "হামদার্দ", দিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৭)*

জাতিসমূহ তাঁর দ্বারা কৃতার্থ হবে

"১৯৪৮ সালে, ফিলিস্তিন ভাগ হওয়ার বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনায় এসেছিল। আরবদের ইচ্ছানুযায়ী হযরত মুসলেহ্ মাওউদ শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান'কে তাদের মামলা জাতিসংঘে উপস্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে তিনি আরব স্বার্থের অনুকুলে সমস্যাটি উপস্থাপন করেন। আরব প্রতিনিধিরা একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, "আমরা প্রচুর স্বস্তি পেয়েছি। আমরা আশা করি এটি আমাদের দাবিসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থন করবে।" *(আল-ফজল, ৮ নভেম্বর ১৯৪৮)*

তিনি কেবল মুসলিমদের প্রয়োজন সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন না, তিনি অমুসলিম, শিখ এবং হিন্দুদের এবং বিধবা ও এতিমদের জন্য নিয়মিত ভাতাও সরবরাহ করেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তান বিভাগের পরেও তিনি কাদীয়ানের বিধবা ও এতিমদের জন্য এই ভাতা প্রদান অব্যাহত রেখেছিলেন।

জাতিসংঘের একটি সভায় সভাপতিত্ব করছেন স্যার চৌধুরী জাফরউল্লাহ্ খান

তারপরে দেশভাগের অশান্ত সময়ে তিনি জেলা বাটালা এবং কাদীয়ানের আশেপাশের গ্রামগুলিতে মুসলমানদের সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি তাদের জীবন, জিনিসপত্র এবং সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করে তাদের নিরাপদে পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই পরিষেবাগুলি সেই দিনগুলির প্রেস এবং সংবাদমাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছিল এবং স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাসের লোকেরাও তাকে প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁর আন্তরিকতা এবং সেবার প্রশংসা করেছিলেন।

মানবজাতির সেবা প্রদানের অনুশীলন এবং তাদের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিটি বয়সের সদস্যদের মধ্যে সেই দায়িত্বের অনুভূতি বিকাশের জন্য তিনি পুরুষদের মধ্যে আনসারুল্লাহ, খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং আতফালুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং মহিলাদের মধ্যে লাজনা ইমাইল্লাহ ও নাসিরাত-উল-আহমদীয়া গঠণ করিয়েছিলেন। পুরুষ ও নারীদের বয়সভিত্তিক এই সংগঠণগুলো, সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় ও পরোপকারের ক্ষেত্রে ভাল দৃষ্টান্ত আর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বোধ তৈরি করেছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ'এর পরলোক-যাত্রা

ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত কার্যাদি সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করেছিলেন এবং অবশেষে তাঁর পালনকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডাকে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে তাঁর প্রভূর সান্নিধ্যে চলে যান। **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।**

সার কথা, তিনি তাঁর অনুসারীদের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের জন্যও রহমত এবং আশীর্বাদের উৎস ছিলেন এবং বিশ্বের জ্ঞানীগুণী জনেরা তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর পরলোক গমণে কেবল তার নিজের দেশের সংবাদমাধ্যম এবং বিরোধীভাবাপন্নরাই নয়, সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর অতুলনীয় সেবা স্বীকার করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপস্থাপন করা হচ্ছে:

১. তাঁর ইন্তেকালের সংবাদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান নিম্নলিখিত শোকবার্তাটি টেলিগ্রাম যোগে পাঠিয়েছিলেন, টেলিগ্রামটি ছিল-

"মির্যা নাসের আহমেদ সাহেব, রাবওয়া।

মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের দুঃখজনক মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমি ব্যথিত। তাঁর আত্মা পরলোকে শান্তিতে থাকুক এবং আল্লাহ্ আপনাকে এবং আপনার পরিবারের সদস্য এবং তাঁর অনুসারীদেরকে এই অপুরণীয় ক্ষতি সহ্য করার সাহস দিন। ... মোহাম্মদ আইয়ুব খান। প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান।"

২. পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব মালিক আমির মোহাম্মদ খানের কাছ থেকে প্রাপ্ত শোকবার্তাটি: "মির্যা নাসির আহমদ, রাবওয়া।

আপনার শ্রদ্ধেয় বাবা মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের দুঃখজনক সংবাদ জানতে পেরে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করছি। দয়া করে আমার নিজের পক্ষ থেকে এ শোকবার্তাটি গ্রহণ করুন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং আহমদীয়া জামা'তকে এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। বিদেহী আত্মাকে আল্লাহ্ শান্তিতে রাখুন। --- মালিক আমির মোহাম্মদ খান, গভর্ণর, পশ্চিম পাকিস্তান।"

বিপুলসংখ্যক সংবাদপত্র তাঁর মধুর স্মৃতিকথা দিয়ে মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করে। এখানে কিছু উদাহরন তুলে ধরা হলো:

১.মর্নিং নিউজ, করাচি, ৯ নভেম্বর, ১৯৬৫ ইস্যুতে লিখেছিল, "মির্যা মাহমুদ আহমদ ১৮৮৯ সালের জানুয়ারিতে কাদীয়ানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির আগে জামা'তের কেন্দ্র ছিল। তিনি ১৩ পুত্র, নয় কন্যা, ৩ মিলিয়নেরও বেশি অনুসারী এবং সারা বিশ্ব জুড়ে আহমদীয়া মিশনের একটি নেটওয়ার্ক রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদের বড় ছেলে। মৌলভী নূরউদ্দিনের পরে তিনি ১৯১৪ সালে জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন। খলীফা হওয়ার পরে তিনি পুরো জীবন অবিচ্ছিন্ন ও অক্লান্ত সংগ্রামে কাটিয়েছিলেন যাতে ইসলাম সারা বিশ্বে এবং বিশেষতঃ আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দু'বার ইউরোপ সফর করেছিলেন যাতে ইসলামের স্থানীয় অবস্থানের বিশ্লেষণ করা যায় এবং পশ্চিমা দেশগুলিতে ইসলামের প্রচার কার্যক্রম সুসংহত ও সম্প্রসারণ করা যায়। তাঁর আমলে বিদেশে ৯২ টি নতুন মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ১৬২ জন ধর্মপ্রচারক ইসলাম প্রচার করছেন। এই মিশনগুলি পুরোপুরি উৎসর্গকৃত এবং উৎসর্গের চেতনার সাথে কাজ করছে আর তাই ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাটিকে শুধরিয়ে সত্যে পরিবর্তিত করতে এটি খুবই কার্যকর সাব্যস্ত হয়েছে। আহমদী মিশনারিরা আফ্রিকার দেশগুলিতে বিশেষতঃ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে খুব সফল হয়েছে। সেখানে তাদের খ্রিস্টান মিশনারিদের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম তাদেরকে করতে হবে। তিনি পবিত্র কুরআন এবং এর তফসীর এবং এক ডজনেরও বেশি ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন। তা ছাড়াও তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষায় অমূল্য ও বিস্তৃত সাহিত্য রচনা করে অন্যদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। যে দিনগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন শীর্ষে ছিল তখন মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ মুসলিম লীগ'কে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন।

এর আগে ১৯২৪ সালে ভারতের ইউ.পি. প্রদেশে যখন শুদ্ধি আন্দোলন পুরোদমে চলছিল এবং আর্য সমাজীরা (হিন্দু সম্প্রদায়) মুসলমানদেরকে প্রচুর সংখ্যায় হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করছিল, তখন মির্যা সাহেব সেই চ্যালেঞ্জকে অত্যন্ত জোরেশোরে মোকাবিলা করেছিলেন।

১৯৩১ সালে তিনি সর্বভারতীয় কাশ্মীর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি নতুন জীবন সঞ্চার করেন এবং ১৯৪৮ সালে তাঁর জামা'ত থেকে স্বেচ্ছাসেবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাটালিয়ন তৈরি করেন এবং কাশ্মীরে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে দেন।" *(আল-ফজল, ডিসেম্বর ৩, ১৯৬৫)*

২.দৈনিক নওয়া-এ-ওয়াক্ত পত্রিকা তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি এ কথায় প্রকাশ করেছিল, "লাহোর নভেম্বর ৮, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ আজ সকালে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাকে

আগামীকাল রাবওয়া-য় সমাধিস্থ করা হবে। নতুন আধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচনের জন্য রাবওয়া-য় ইলেকশন কাউন্সিলের একটি সভা চলছে এবং মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের দাফনের আগে নতুন আধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচিত হবে। তিনি ১৯১৪ সালে জামা'তের প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি সমগ্র বিশ্বজুড়ে এবং বিশেষতঃ আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নতুন মিশন চালু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেও দু'বার ইউরোপ সফর করেছিলেন। তিনি মোট ৯৯ টি নতুন মিশন খোলেন। এই মিশনগুলি বিশেষতঃ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে খ্রিস্টান মিশনের বিরুদ্ধে কাজ করছে। পাকিস্তানের পক্ষে আন্দোলনের সময় প্রয়াত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ মুসলিম লীগ'কে সমর্থন করেছিলেন। ১৯২২ সালে যখন আর্য সমাজ ইউপি-র মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার আন্দোলন শুরু করেছিল তখন মির্জা সাহেব এই ধর্মান্তর বন্ধ করতে অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআন ডাচ, জার্মান, ইন্দোনেশিয়ান এবং সোয়াহিলি ভাষা সহ এক ডজনেরও বেশি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

তিনি ১৯৩১ সালে নিখিল ভারত কাশ্মীর কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি স্বেচ্ছাসেবীদের "ফুরকান ব্যাটালিয়ন" তৈরি করেছিলেন এবং কাশ্মীর জিহাদে অংশ নিতে হাই কমান্ডের অধীনে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদের জানাজায় অংশ নিতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা রাবওয়া-য় পৌঁছেছেন, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা বিদেশ থেকেও আগত।" *(আল-ফজল, ১৩ নভেম্বর, ১৯৬৫)*

লাহোরের দৈনিক ইমরোজ ১৩ নভেম্বর, ১৯৬৫ এর ইস্যুতে মুসলমানদের জন্য তাঁর অগণিত সেবা তুলে ধরে বিশেষতঃ আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকার মিশনসমূহ, জাতির রাজনৈতিক বিষয়ে নেতৃত্ব এবং পবিত্র কুরআনের অনুবাদকর্মেরও উল্লেখ করে।

ফুরকান ব্যাটালিয়ন: প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে পরিদর্শন

৩. আরো বিভিন্ন পত্রিকা অনুরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। যেমন- করাচির "নয়ী রোশ্‌নী" ১০ নভেম্বর, ১৯৬৫, একই তারিখের "দৈনিক হুররিয়াত", ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ করাচির দ্য লাইট, এবং সাপ্তাহিক ইনসাফ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৫ রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত।

৪. পাকিস্তানের বাইরের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে রয়েছে সিদ্‌ক-ই-জাদিদ, লক্ষ্ণৌ, ভারত (নভেম্বর ১৯, ১৯৬৫); সংবাদপত্র রোশ্‌নি, শ্রীনগর, কাশ্মীর (১১ নভেম্বর, ১৯৬৫); দৈনিক হকিকাত, লক্ষ্ণৌ (নভেম্বর ১০, ১৯৬৫); দৈনিক ট্রিবিউন, আম্বালা, ভারত (নভেম্বর ৯, ১৯৬৫); দৈনিক সমাজ কটক, উড়িষ্যা, ভারত (১৩ নভেম্বর, ১৯৬৫); লাইবেরিয়ান স্টার, লাইবেরিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা; ইত্যাদি।

লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ভি এস টাবম্যান শোক-বার্তা প্রেরণ করে বলেছিলেন: "আমি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমার অন্তরের সহানুভূতি আপনাদের সাথে আছে। দয়া করে আমার এ ব্যথাতুর অনুভূতি সবাইকে জানাবেন।"

ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতায় প্রয়োজন ছিল যে, মুসলেহ মাউউদ যেন পৃথিবীর কোনায় কোনায় খ্যাতি পান। তাঁর পরলোক গমণ সংবাদ প্রচারের ব্যাপকতা এ সত্যটিই চিত্রিত করে যে, বাস্তবেই তিনি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বায় সামগ্রিক অর্থেই পূর্ণতা লাভ করে সাব্যস্ত করছে যে,'তিনিই মুসলেহ মাওউদ আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-র সত্য মাহদী হওয়াও সুস্পষ্ট করছে এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর নবুওয়্যাত'কে সমুজ্জ্বল মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করছে", **আলহামদুলিল্লাহ্**!

আমাদের বিনীত প্রার্থনা, "আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখুন এবং তাঁর মনোনীত বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আমাদেরকে ইসলাম আহমদীয়াতের পক্ষে যেমনটা কাজ করতে দেখতে চেয়েছিলেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনকে সেভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হই। হে পরম করুণাময় আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দানে অনুগৃহীত করো। আমীন!

২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়াতের ইতিহাসে স্মরণীয় এক দিন

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

এক্ষণে আমি মহীময়ম এমন এক পুরুষের জীবন গাথা বলতে যাচ্ছি যিনি কিনা মাতৃগর্ভে আসার বহু পূর্বেই তাঁর স্বর্গ সুখ্যাত পিতা তাঁর সম্পর্কে অসাধারণ মেধা, অসম্ভব সব কর্ম সাধন ও সুদীর্ঘ জীবন লাভের শুভ সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে মানুষটি কে? কী তাঁর প্রথিতযশা কর্ম? কেমন তার মেধা তোখারতা? কত তাঁর জীবনের কীর্তিমান গল্প? কী তাঁর পরিচয়? সেই তিনি হলেন জামাতের ঋষিপুরুষ তখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁর নাম মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। তাঁরই সুদীর্ঘ উজ্জীবিত জীবনের গৌরবমণ্ডিত সুকীর্তি ও আধ্যাত্মিক সুউচ্চ মোকাম সম্পর্কে আমি এখন আলোকপাত করছি। বহু বহু ঘটনা ও বহু বহু গুণের সমারোহ এই মহীক্ষিৎ পুরুষের জীবন চরিত। বহু সময় ধরে বহু কথা বললেও এই বরণ্য জীবনের দ্বারা সাধিত কর্ম সম্ভারের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমার সীমিত জ্ঞানে এই পুণ্যাত্মার যতটুকুই বলতে পারি না কেন বিনিময়ে আত্মা আমার স্বর্গীয় সম্পদে সমৃদ্ধ হবে অবশ্যই। তাই চেষ্টা করছি পুণ্যতায় সমুদ্র সদৃশ এ জীবনের বিশাল জলরাশিতে সাঁতরাবার। আল্লাহ্ আমার চেষ্টায় বরকত দান করুন।

মহা মহীয়ান এই পুরুষের পিতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যখন এ যুগের ইসলামের সংস্কারক ও ইমাম মাহ্দী বলে দাবী করলেন তখন তাঁর গ্রামের নিকটতম পরশীরা তাঁকে বললেন, "জনাব মির্যা সাহেব! আপনি আপনার দাবীর চ্যালেঞ্জের পক্ষে এমন কোন অসম্ভব নিদর্শন প্রদর্শন করুন বা অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী করুন যদ্বারা আপনার সম্বন্ধে আমাদের ঈমানের প্রতীতী জন্মে যে, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই খোদার পক্ষের একজন সত্যবাদী মামুর। অন্যথায় আমরা আপনার দাবীতে ঈমান আনতে পারছি না।" গ্রাম্য প্রতিবেশীদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে আজকে আলোচিত ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটু বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তাদের চাহিত দাবী পূরণের কামনায় তিনি (আ.) খোদার সকাশ হতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁর দরগায় নিবিষ্ট চিত্তে দোয়ায় রত হয়ে পড়লেন। তাঁর এমন সংকটাপন্ন সময়ে খোদা তা'লা তাঁর প্রিয় মাহদীকে সম্বোধন করে বললেন, 'তেরি উকদাহ কুশাঈ হুশিয়ারপুর মে হোগী, অর্থাৎ তোমার এই সমস্যার সমাধান হুশিয়ার পুরে হবে। খোদার এই ঈশারায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি হুশিয়ারপুর চলে গেলেন এবং তথায় তিনি এক নির্জন কোঠায় একান্ত একাগ্রতার সাথে ইবাদত করে এবং ৪০ দিন একনাগারে রোযা রেখে চিল্লাকাশি করে মুসলেহ মাওউদ প্রতিশ্রুত পুত্র লাভ সংক্রান্ত অসাধারণ ও যুগান্তকারী এক ইলহাম প্রাপ্ত হন।

ঐতিহাসিক মহান সেই ইলহাম হলো– হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহদী (আ.) বলেনঃ

পরম করুণাময়, পরম দাতা মহীমান্বিত খোদা যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁর মর্যাদা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যেঃ

'আমি আল্লাহ্ তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি, তুমি যেইভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ সেইভাবেই আমি তোমার সকরুণ সকল নিবেদন শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে আমার করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে তোমার সফরকে হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায় তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং তুমি প্রত্যয় রাখ শক্তি দয়া ও নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইবে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।" তিনি (আ.) আরও বলেন, "যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে। ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খোদা তা'লার কালামের মর্যাদা লোকদের নিকট

প্রকাশিত হয়। সত্য উহার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থাপিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে। আর মানুষের যেন প্রত্যয় জন্মে যে, খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। আর তুমি জানিয়া রাখ আমি তোমার সঙ্গেই আছি। অতএব তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় আর ইহার ফলে যেন অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিস্কার হয়।

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত অসাধারণ মর্যাদামন্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী: পরম করুণারাধার মহিমাময় খোদা মসীহ্ (আ.) কে লক্ষ্য করে বলেন–

'হে আমার প্রিয় মাহদী! তুমি খুব শীঘ্রই তোমার ঔরসজাত গৌরবমণ্ডিত এক পুত্র সন্তান লাভ করিতে যাইতেছ। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র আত্মা বিশিষ্ট পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। সে পুত্র তোখর মেধাবী ধীশক্তির অধিকারী হইবে। সেই পুত্র তোমরাই সন্তান হইবে। সুশ্রী পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম হইবে আন মুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে.....। তাহার সঙ্গে ফযল আছে। যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রভাব বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কালামাতুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী হইবে। কারণ খোদা তাহার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্মানিত বাক্য দ্বারা তাহাকে প্রেরণ করিবেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান ও গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। মহা সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র।

মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামায়ে অর্থাৎ সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতি আসিতেছে জ্যোতি। খোদা তাহাকে তাহার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্রই বৃদ্ধি লাভ করিবে। সে বন্দীগণের মুক্তির কারণস্বরূপ হইবে। এবং সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। অতঃপর তাহার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হইব। ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্‌র অটল মীমাংসা' (ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬)।

এ-ই হলো মহা মর্যাদাবান ও সর্বশক্তির আধার খোদার মুখনিঃসৃত পবিত্র বাণী যদ্বারা খোদা কাদিয়ানবাসীদের আবেদনের জবাব দিয়েছিলেন। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্য ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক স্বর্গ ঘোষিত সেই সম্মানিত মুবাশ্‌শের পুত্র ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারি সোমবার তাঁর পবিত্র স্ত্রী হযরত নুসরাত জাঁহা বেগম সাহেবার ঔরস হতে জন্ম লাভ করেন। ১৮৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী মহান এই ব্যক্তিত্বের নাম রাখা হয় বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ।

এক্ষণ হতে শুরু হতে লাগল গৌরবান্বিত এই পুরুষটির মহিমান্বিত অশেষ কর্মের অজস্র ধারা। এর সবগুলির ধারাবাহিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। পরবর্তীতে এই প্রবন্ধ পুস্তিকায় পরিণত হয়ে যাবে। তাই এই বিরল ব্যক্তিত্বের মহান জীবনের মহৎ কর্মের কিছু কিছু কথা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। আমার বিশ্বাস, তাতেই সুধী মহল ধারণা করতে সক্ষম হবেন যে, স্বর্গ সম্মানিত তুলনাহীন এই জীবনের মান কত উচ্চ এবং মাকাম তাঁর কত বিশাল ও বিস্তৃত।

মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯১৪ সালের ১৪ মার্চ মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে আহমদীয়াতের দ্বিতীয় খলীফা হিসাবে খেলাফতের মসনদে আসীন হন। তাৎক্ষণিকভাবে আহমদী প্রভাবশালী কতিপয় ব্যক্তি খেলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। ফলে খেলাফত অঙ্গণে বেশ বড় ধরণের ফেৎনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু খোদার তরফের গৌরবান্বিত সেই ত্যাজদীপ্ত পুরুষ অত্যন্ত বিচক্ষণতা, সাহসিকতা ও ধীশক্তির প্রভাবে তিনি তা শান্তির মাধ্যমে প্রশমিত করেন। অতঃপর খেলাফত প্রাঙ্গণে সুশান্তি ও সুশৃংখলা ফিরে আসে। খেলাফতের কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, তিনি খেলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পূর্বেই ১৯০৬ সালে মাত্র সতের বছর বয়সে কাদিয়ানের জলসায় 'শির্‌কের মূলোৎপাটন' বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিকপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন। স্বল্প বয়সের এই বক্তার প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তৃতা জলসার উপস্থিতিদেরকে ভীষণভাবে বিমোহিত করে।

এক্ষণে এই সুমহান জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় সুকর্মের আরো কিছু কথা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে প্রথমে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, তাঁর দ্বারা মহান কুরআনের সুবিখ্যাত তফসীরদ্বয়। তফসীরে কবীর তফসীরে সগীর। কুরআন নাযেল হওয়া অবধি ১৫ শত বছরের মধ্যে পৃথিবীর আর কেউ অনুরূপ জ্ঞানগর্ভ অমূল্য তথ্য ও তাত্ত্বীক ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হয় নি। কুরআনের ব্যাখ্যা

বহুল এই গ্রন্থদ্বয় কুরআনকে পৃথিবীর তাবৎ গ্রন্থ ও কিতাবের কাতারে শ্রেষ্ঠত্বের আসরে আসীন করেছে। যে এই তফসীরদ্বয় সাফ-সাফা অন্তরে দর্দে-দিলের সাথে অধ্যায়ণ করবে সে অবশ্য অবশ্যই স্বর্গীয় সম্মানে সম্মানিত হবে। খোদা তা'লার সমাদরের পাত্র হবে। তিনি (রা.) ১৯২২ সালে আহমদীয়াতে মজলিসে মুশাভিরাত অর্থাৎ পরামর্শ বা শূরা প্রথা চালু করেন, যা ছিল ইসলামে যুগান্তকারী এক মহৎ ও বিচক্ষণতার সিদ্ধান্ত। একই সালে তিনি জামাতের ১৫ বয়সোর্ধ মহিলাগণের জন্য মজলিসে লাজনা ইমাইল্লাহ্ অঙ্গ সংগঠন চালু করেন। ১৯২৮ সালে ৭-১৫ বয়স্কা কিশোরীদের জন্য মজলিসে নাসেরাত, ১৯৩৮ সালে ১৫ থেকে ৪০ বয়সের পুরুষ সদস্যদের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও ১৯৪০ সালে ১৫ বছরের কম কিশোরদের জন্য মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া ও জামাতের ৪০ বয়সোর্ধ পুরুষদের জন্য মজলিসে আনসারুল্লাহ্ অঙ্গ সংগঠন চালু করেন এবং এর প্রত্যেক সংগঠনের জন্য পৃথক পৃথক কর্ম ব্যবস্থাপনাসহ দিক নির্দেশনা জারি করে গিয়েছেন। ১৯২৫ সালে তিনি শান্তির মাধ্যমে জামাতের বিবাদ-বিসংবাদ নিরসনকল্পে কাযা বোর্ড গঠন করে গিয়েছেন। তাঁর এই মহান নির্দেশনার নিরিখে অঙ্গ সংগঠনগুলি নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় জামাতের স্বার্থে সেবা করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র ফযলে আজ ২১৩টি দেশে আহমদীয়াত তথা ইসলামের মূলধারা বিস্তার লাভ করেছে। আমরা সুনিশ্চিত যে এই পুণ্যময় ধারা অব্যাহত ভাবে চলমান থাকবে।

এরই মধ্যে ১৯৪৪ সালের ৫-৬ জানুয়ারিতে এক কাশফের মাধ্যমে হুযূর (রা.) জনতে পারেন যে, তিনিই হলেন মুসলেহ মাওউদ।

এই সম্পর্কে ইলহামটি হলো:

'আনাল মসীহুল মাওউদ মাসীহু লাহু ওয়া খলীফাতুল্লাহ অর্থাৎ আমি মসীহ্ মাওউদের সদৃশ এবং তাঁর খলীফা"। অতঃপর তিনি (রা.) বিভিন্ন সভায় খোদা প্রদত্ত এই সুসংবাদ প্রচার শুরু করেন। ১৯৪৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি হুশিয়ারপুরে তিনি তাঁর সম্পর্কীত এই সুমহান সংবাদটি জনসভায় ঘোষণা করেন। তখন হতেই আমরা আহমদীয়া জামাত এই দিনটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভাবগাম্ভীর্য ও সম্মানের সাথে দোয়া ও বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকি। আজ ২০ ফেব্রুয়ারি আমরা তা-ই করছি। ইনশাআল্লাহ্ সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এই ধারা আরো অধিকতর জাকজমকতার মাধ্যমে চলমান থাকবে।

তিনি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকারকে নিষেধ করে ছিলেন যেন, পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের ওপর উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে না দেয়া হয়। যদি চাপিয়ে দেয়া হয় তবে তাদের প্রতি যুলুম করা হবে। তারা তা না মেনে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু পাক সরকার তাঁর অমূল্য উপদেশ র্কুপাত না করে তাঁর বক্তব্যের বিপরীত কাজ করছে। ফলে বহু বিভেদ, রক্তক্ষয় ও বহু ধ্বংসের শেষে ১৯৭১ সালে দু'টি প্রদেশ স্বতন্ত্র দেশে বিভাজন হয়ে গেল। তা উভয়ের জন্যই ছিল পরিতাপের বিষয়।

তিনি তাঁর জীবনে ইসলামী সমৃদ্ধ শিক্ষার আলোকে কমবেশী ২২৫ খানা পুস্তক রচনা করেছেন। যে রত্ন ভাণ্ডার আহমদী প্রত্যেকটি সদস্যকে আধ্যাত্মিক ধনে ধনবান করছে, আহমদী নন-আহমদী প্রতিজন পাঠককে আত্মীক খোরাক দানে আত্মাকে সতেজ করছে। ১৯৩৪ সালে আহারারগণ ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীর দল তাদের জুট শক্তির সমন্বয়ে আহমদীয়াতকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রসহ অপকর্ম সাধনে সবিশেষ ভাবে তৎপর হয়ে উঠে। ঠিক তখনই খোদার এই পাহলোয়ান ঐশী দিক-নির্দেশনায় বিশ্বব্যাপী ইসলামের অনুপম শিক্ষা প্রচারের দৃঢ় চেষ্টা সাধনে তাহরীক-ই-জাদীদ নামে একটি বিশেষ স্কীম ঘোষণা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি জামাতের খোদা প্রেমীদের সমন্বয়ে দুষ্ট স্বভাবের আহরারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২৭টি মোতালেবাত (দাবী) পেশ করেন। যার মধ্যে ছিল– সরল জীবন যাপন, কম আহার, সিনেমা ও রং তামাশা বর্জন, সাইকেল চালানো, এক তরকারীতে ভাত খাওয়া ইত্যাদি। এই তাহরীক শক্তির ঝঞ্ঝায় আহরারদের চেষ্টা ইনশাল্লাহ্ ধুলার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়।

এরপর তিনি (রা.) ১৯৫৭ সালে ওয়াকফে জাদীদ (নব উৎসর্গ) নামে আরো একটি তাহরীক ঘোষণা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র আহমদীয়াতের অভ্যন্তরীণ প্রচারকে জোরদার করা। অধিক সংখ্যক মুরব্বী মোয়াল্লেম তথা বেশি বেশি প্রচারক তৈরী করে পল্লীর আনাচে-কানাচে আহমদীয়াতের প্রচার প্রসার করা। খোদার ফযলে এই কার্যক্রমও আজ ৬৩ বৎসর যাবৎ তুফান গতিতে প্রসার লাভ করে চলছে। এসবের বর্ণনা অনেক অনেক লম্বা, সময়ের অভাব হেতু সংক্ষিপ্তাকারে আমি আর কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি।

তিনি (রা.) ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডে তবলীগ কেন্দ্র ও ১৯২৪ সালে সেখানে ফযল মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯১৭ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সন্তানদের ১৩ জনকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেন। তিনি জামাতের ওয়াকফকৃত

কিশোর যুবাদের ধর্মীয় শিক্ষায় ব্যুৎপত্তিলাভের বাসনায় ১৯২৮ সালে জামেয়া আহমদীয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি স্পেনে আহমদীয়াতের শুভ সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মাওলানা করম এলাহী জাফর সাহেবকে প্রেরণ করেন। খোদার ফযলে সেখানে ৭৫০ বছর পর পুনরায় আহমদীয়াতের ইসলাম প্রচারের মিশন স্থাপিত হয়েছে। এটাও তাঁর নন্দিত জীবনের এক অনন্য গৌরবের সুখ্যাত কীর্তি। যে দেশ থেকে সেদিন তথাকথিত ইসলাম তাচ্ছিল্যের সাথে বিতাড়িত হয়ে আসে সেই একই দেশেঃ এই খলীফা কর্তৃক ইসলাম প্রচারের মিশন স্থাপিত হয়েছে।

১৯২২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে আর্য সমাজীরা 'শুদ্ধি আন্দোলনের' প্রহসনে হিন্দু থেকে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনতে শুদ্ধি অভিযান নামে পরাক্রম শক্তিতে হুলস্থুল কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইসলামের সপক্ষে কঠিন মেজাজে জেহাদের ডাক দেন। ফলে সেই ধর্মত্যাগীরা আবার ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে। ফলে হিন্দুদের মস্তবড় এক ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়। ১৯২৮ সালের ১৭ জুন তিনি পাক ভারত উপমহাদেশব্যাপী সিরাতুন নবী অর্থাৎ নবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ আলোচনা দিবস নামে এক দিবস উদযাপন করেন। এই দিবসের তাৎপর্য ছিল নবীজী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা। ১৯১৬ সালে হুযূরের বড় চাচার স্ত্রী অর্থাৎ তাঁর বড় চাচী তাঁর হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এর ফলে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম 'তাঈ-আঈ'-এর পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৩৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর কাদিয়ানের জলসায় হুযূর (রা.) আহমদীয়াত ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি ১৯৪০ সালে খ্রিষ্টান সন থেকে আলাদা করে "হিজরী শামসি" সন প্রবর্তন পদ্ধতি চালু করেন। হুযূর (রা.) ১৯৫৬ সালের জলসা সালানায় জামাতের ৩ জন বুযূর্গকে খালিদ উপাধি প্রদান করেন। তাঁরা হলেন–

১। হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব (রা.) ২। হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব ও ৩। মোকাররম মালিক আবদুর রহমান খাদিম সাহেব।

তিনি (রা.) এমনি ধরণের আরো বহুবিধ অসাধারণ অনন্য কর্ম সাধন করে গিয়েছেন যার বর্ণনা শেষ হওয়ার নয়। মহান আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সকল মানুষকে স্বর্গ স্বীকৃত এই শামসুজ্জুহার জীবনীকে উপলব্ধি ও অনুসরণ করতঃ প্রকৃতার্থে ইসলামের সেবক হওয়ার তৌফিক দান করুন। আহমদীয়াতের জীবনে এই শুভ দিন অবশ্যই আসবে। কেননা এই ঋষিপুরুষ (রা.) বলেছেন, 'ভয় পেয়ো না। আমি খোদা তা'লাকে আমাদের সাহায্যার্থে দৌড়ে আসতে দেখেছি।

মহান এই সাধু তাপস সুদীর্ঘ ৫১ বৎসর যাবৎ খেলাফত মসনদের প্রবল পরাক্রম শক্তিতে সেবা দানের পর ৭৬ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালের ৭ নভেম্বর সেই সোমবারই পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আহমদীরা কি মুসলিম না অমুসলিম? সিদ্ধান্ত কে দিবে?

(পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে)

জামাল উদ্দিন সৌরভ

কাদিয়ানিদের কাফের বলতেই মঞ্চ ভেঙে নিচে পড়লেন আল্লামা শফি ও বাবুনগরী (সময় এখন পত্রিকার অনলাইন নিউজডেস্ক, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

সম্প্রতি, বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন তাফসিরের মাহফিলের নামে জনসমাবেশের আয়োজন করে, আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পাকিস্তানের অনুকরণে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করাতে আলেম নামধারী বিশেষ মহল বাংলাদেশেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, নবুয়্যত সমাপ্তির পুঁথিগতবিদ্যা মতলববাজি পন্থায় বিবৃত করে তারা একে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

লক্ষ্যনীয় হলো তিনটি বিষয় তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে পেশ করছে-

১. এটা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র ইজমা,

২. গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারবিশেষ দ্বারা আহমদীরা অমুসলিম ঘোষিত,

৩. টুইটার বা ফেসবুক পোস্ট-এ কোন যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই ব্যক্তিগত ঘোষণায় আহমদীদেরকে অমুসলিম বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন- এদের মধ্যে কে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার অধিকার রাখে? যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বা কোন একটি দেশের সংসদ বা কোন অতিউৎসাহী ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কাউকে অমুসলিম বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট ঘোষণা করে, সেটাই কি যথেষ্ট?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটাই- 'না'। একজন ব্যক্তি 'মুসলমান কিংবা অমুসলমান' বিবেচনার ভার কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্‌র কাছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন-

الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قَالَتِ

অথার্ৎ - মরুভূমির আরবরা বলেছে, আমরা বিশ্বাস করি। অন্য কথায় এটা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ঘোষণা।

আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

বলো, 'তোমরা ঈমান আনো নাই', বরং বলো, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি', কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। *(৪৯:১৫)*

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের বিষয়বস্তু চিন্তাভাবনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আরবদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই যদিও তারা ভাবছে তারা বিশ্বাস করেছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে আদেশ দিচ্ছেন তাদের অমুসলিম না বলতে। বরঞ্চ তারা বলতে পারে, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি' বা 'আমরা মুসলিম'। অন্যকথায় ঈমানের উচ্চস্তরে না গিয়েও তারা তাদের মুসলিম বলতে পারে। এটাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা একজন ব্যক্তির মুসলিম হওয়া বা না হওয়া বিষয়ে ফয়সালার এখতিয়ার নির্দেশ করে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে।

মদিনাতে আদমশুমারির সময় এই শিক্ষা থেকেই মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত নির্দেশনা দিয়েছিলেন। উক্ত নির্দেশ হাদীসে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে-

ا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَ سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ ". فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ

হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যারা নিজেদের মুসলিম ঘোষণা করে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করো'। আমরা একহাজার পাঁচশত পুরুষের তালিকা করলাম। (সহীহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ, বাব কিতাবুল ইমামিন নাস)

এরকম কোনই নির্দেশনা পাওয়া যায় নি যে, তাদের আগে জিজ্ঞেস করো তারা 'খাতামান নাবীঈন' সম্পর্কে কী বিশ্বাস করে, বা জেনে নিও তাদের খতনা হয়েছে কিনা, বা তাদের জিজ্ঞেস করো প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) সম্পর্কে তাদের কী বিশ্বাস, কিংবা আরো অন্য কিছু। মানদণ্ড ছিলো খুবই সাধারণ, তারা যদি নিজেদের 'মুসলিম' বলে তাহলেই তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।

মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) স্বয়ং বলেছেন,

مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ

যে আমাদের মতো নামায আদায় করে, আমাদের মতো কিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাই করা প্রাণীর মাংস খায়, সে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে।

(সুনানে নিসাই, কিতাবুল ইমান ওয়া শারা'ইহি, বাব সিফাতিল মুসলিম)

এখানে মহানবী (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের মতো ইবাদত করে, মুসলমানদের মতো একই কিবলা অনুসরণ করে, মুসলমানদের মতো হালাল খাবার খায় সে ব্যক্তি মুসলমান। এ সমস্ত শিক্ষা থেকে আমরা মুসলিম বা অমুসলিম নির্ধারণ করার মাপকাঠি পাই।

এরপর আর কে আছে! যে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিবে বা দিবে?

আমরা কেবল যা অনুমান করতে পারি তা হচ্ছে:

১. যদি কুরআন এবং হাদিসের উপরোক্ত শিক্ষার বাইরে যায়, তাহলে এমন কোন ইজমা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাহ্‌র এমন কোন সিদ্ধান্তই বৈধ নয়।

২. কোন জাতিয় সংসদ কাউকে মুসলিম বা অমুসলিম ঘোষণা করার অধিকার রাখে না।

৩. কোন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীও কাউকে মুসলিম বা অমুসলিম ঘোষণা করার অধিকার রাখে না।

কাউকে মুসলিম বা অমুসলিম ঘোষণা করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌র, অথবা এমন কেউ যাকে আল্লাহ্ নিজে জ্ঞান দান করেন। আহমদীদের যারা অমুসলিম ঘোষণা করেছেন তাদের জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ্ কি আপনার সামনে প্রকাশিত হয়েছেন এবং আপনাকে সরাসরি বলেছেন যে আহমদীরা মুসলমান নয়?

আহমদীদের জন্য প্রশ্ন-

এখন আমরা দেখি, আহমদীরা উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলমান হওয়ার যোগ্য কিনা। এতক্ষণের আলোচনা থেকে উত্থিত কিছু প্রশ্ন আহমদীদের উদ্দেশ্য তুলে ধরা যাক–

১. আহমদীরা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ে কি- 'আমরা মুসলমান' বলে?

২. আহমদীরা কি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে?

৩. আহমদীরা কি অন্য মুসলমানদের মতো ইবাদত করে?

৪. আহমদীরা কি অন্য মুসলমানের মতো একই কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে?

৫. আহমদীরা কি অন্য মুসলমানের হাতে জবাই করা হালাল মাংস খায়?

সব আহমদীরই উপরের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর হলো - 'হ্যাঁ'। এর প্রেক্ষিতে আহমদীদের অমুসলিম বলার এখতিয়ার কারোরই নেই।

আহমদীদের বিরুদ্ধে মুসলমান ভান করার অপবাদ:

এখানে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, আহমদীরা না'কি মুসলিম হওয়ার ভান করে, আবার এটাও বলা হয় যে, মুসলিম হিসেবে দাবি করার বিষয়ে তারা মোটেও আন্তরিক নয়। সুতরাং তাদের দাবি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় ।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, উপরোল্লিখিত কুরআন ও হাদীস এর শিক্ষায় এটা কোথাও বলা হয় নি যে, মুসলমানরা এই বিবেচনা করা শুরু করবে যে কার অন্তরে কী আছে?

কোথাও এটা বলা হয় নি যে, মুসলমানরা এই বিবেচনা করবে, একজন মুসলমান দাবি করার সময় মনে মনে কী ভাবে বা কী চিন্তা করে। এর ভার সেই ব্যক্তি আর আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কোন এক যুদ্ধের সময়, সাহাবী হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) এক কাফির এর সাথে দ্বৈতযুদ্ধ জয়ের পর্যায়ে যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, তখন সেই কাফের বলে ওঠে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। হযরত উসামা (রা.) ধরে নিলেন যে সেই ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে জীবন বাঁচাতে একথা বলেছে, মন থেকে নয়, এবং তাকে হত্যা করলেন। পরবর্তীতে তিনি এব্যাপারে মহানবী (সা.) এর উপদেশ নিতে গেলেন, এ সংক্রান্ত হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হলো-

فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ أَقَ وسلم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا أَفَلاَ قَالَ خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ فَمَازَ الَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى لاَ مَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ

হযরত উসামা (রা.) বলছেন, 'আমি ঘটনাটি মহানবী (সা.)-এর নিকট বর্ণনা করলাম'। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি স্বীকার করেছিলো 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই' তারপরও তুমি তাকে হত্যা করেছো? আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল, সে শুধু আমার অস্ত্রের ভয়ে এই ঘোষণা দিয়েছে'। মহানবী (সা.) বললেন, 'তুমি কি তার হৃদয় চিঁড়ে দেখেছিলে তার মনে কী আছে?' তিনি এটা এতবার করে বলছিলেন যে আমার মনে হচ্ছিলো আহা! আমি যদি সেদিন (অর্থাৎ হত্যা ঘটনার পর) ইসলাম গ্রহণ করতাম! (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব তেহরেমি কাতলিল কাফির)

অন্য কথায়' মহানবী (সা.) হযরত উসামা (রা.)-এর এই কাজে মনে ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কথা বারবার প্রকাশ করছিলেন।

এসমস্ত শিক্ষার আলোকে আমরা ঐ বিশেষ আলেম মহল আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেসব পোস্টদাতাদের জিজ্ঞাসা করি, আমাদের যারা অমুসলিম বলে বা মুসলিম ভানকারী বলে, তারা কি মহানবী (সা.)-এর মান্যকারী?

তাকওয়ার আবশ্যিকতা কি এটা নয় যে, যখন আমরা শুনি- কেউ নিজেকে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে, এ অবস্থায় বিষয়টি আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দেই?

এর উল্টোটা করা হলে নিশ্চয়ই তা হবে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারে হস্তক্ষেপ,আর এর পরিণাম নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর। পরিণামভোগী পাকিস্তানকে দেখেও যদি কেউ সতর্ক না হয়; তবে জাতি হিসেবে তাদেরকেও এর মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় গুনতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেশের দিকভ্রান্ত আলেমদেরকে শুভ চৈতন্য দিন এবং আমাদেরকে জাতি হিসেবে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন। আমীন!

কবিতা

আমার প্রাণপ্রিয় হুযূর

মারিয়া ইসলাম (প্রজ্ঞা)
খিলগাঁও হালকা (বয়স: ১৫ বছর)

খলীফা হুযূর বিশ্বজুড়ে
ছড়িয়ে দিলো আলো,
সেই আলোতে দূর হয়ে যায়
সকল আঁধার কালো।

আহমদীয়াতের সূর্য তুমি
আর আলোকিত তারা,
তোমার দেয়া অমর বাণীতে
পথ পেলো লাখো দিশেহারা।

তোমার ডাকে ফুটল যে ফুল
বিশ্ব মানব বুকে,
দলে দলে আসবে মানুষ
সেই সুগন্ধ শুঁকে।

এখন থেকে শপথ নেব
পড়ব মোরা নামায,
শুনতে যেনো ভালো লাগে
আযানের ওই আওয়াজ।

কেন মোরা ঘুমিয়ে থাকি?
আল্লাহ্ মোদের ডাকেন,
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে
হুযূর যে খুশি থাকেন।

হে হুযূর!
খোদার প্রেমিক মানব তুমি
এই যে মোদের স্লোগান
কাউকে নয় ঘৃণা, বাসতে হবে ভালো,
তবেই যে ঘরে ঘরে জ্বলবে
আহমদীয়াতের আলো।

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বটিয়াপাড়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ জানুযারি ২০২০ শুক্রবার সন্ধ্যায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বটিয়াপাড়ার উদ্যোগে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, ন্যাশনাল সেক্রেটারি নও মোবাইন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাসিব আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব আনিসুজ্জামান সাহেব। এরপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়।সন্ধ্যার পর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সাউন্ড সীস্টেম থাকায় মনোযোগ সহকারে গ্রামবাসীরাও আলোচনা শ্রবণ করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শৈলমারী, কুষ্টিয়া ও সন্তোষপুর হতে আগত ওয়াকফে জিন্দেগীরা উপস্থিত ছিলেন।

সবশেষে তবলীগী সেমিনার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয় যা রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত চলমান থাকে। অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫ জন মেহমান ছাড়াও ৫০ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, বটিয়াপাড়া জামাত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুরুলিয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পুরুলিয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট শাহানাজ আক্তার। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাসেরাত নিদাউর রহমান, নযম পরিবেশন করেন নাসেরাত কাশিফা রহমান। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়। প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাল্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন নাসেরাত নুসরাত-ই-রহমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের অতুলনীয় শান ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করেন, মোহসীন আক্তার। মহানবী (সা.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু ঘটনা আলোচনা করেন শম্পা আহমদ। লাজনা, নাসেরাত ও কিছু শিশুসহ উপস্থিত ছিল ২৬ জন সদস্যা সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শাহানাজ আক্তার, প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের উদ্যোগে মক্তব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ০৩/০১/২০২০ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী ৩য় বার্ষিক মক্তব ইজতেমা সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমীর মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী মোহতরম মোশাররফ হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহতরম ইনসান আলী ফকির ও সহ: ন্যাশনাল সেক্রেটারী মোহতরম রোকনূজ্জামান শামীম উপস্থিত ছিলেন।

আতফাল ও নাসেরাত সকলেই স্বত:স্ফূতভাবে সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি সাহেবের পুরস্কার বিতরণী ও আমীর সাহেবের সমাপনী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ৪টি হালকার মোট ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৭৫ জন উপস্থিত ছিল।

মোশাররফ হোসেন
সেক্রেটারী, তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী

কটিয়াদী জামাতের উদ্যোগে ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ শুক্রবার কটিয়াদী জামাতে সকাল ১০:৩০ মি: ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হাসিব হাসান রতন সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়াকফে নও নাভিন আহমদ ও একটি উর্দু নযম পরিবেশন করেন আমাতুল সালাম (উপমা)। ওয়াকফে নও পিতা মাতা ও ছেলে মেয়েদের পরিচিতির পর মাতা পিতার উদ্দেশ্যে তরবিয়তীমূলক বক্তব্য পেশ করা হয়। অতঃপর জুমুআর নামাযের জন্যে বিরতি দেওয়া হয়।

জুমুআর নামাযের শেষে খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিতীয় অধিবেশন শরু হয়। উক্ত অধিবেশনে মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে তরবিয়তি বক্তব্য রাখেন মাওলানা মাসুদ আহমদ সাহেব ও মাওলানা রহুল বারী সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা। সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর মাওলানা মাসুদ আহমদ সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকফে নও সম্মেলনের কার্যক্রম শেষ হয়। উল্লেখ থাকে যে, কিশোরগঞ্জ জোনে ৫টি জামাত এর মধ্য থেকে মোট ৩২ জন ওয়াকফে নও ও মেহমানসহ ৪২ জন উপস্থিত ছিল।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জোনাল ইনচার্জ, ওয়াকফে নও, কিশোরগঞ্জ

চুয়াডাঙ্গা জামা'তের উদ্যোগে প্রথম জেলা আঞ্চলিক নও মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৩ জানুয়ারি ২০২০ শুক্রবার উথলী জামা'তের বায়তুস সোবহান মসজিদ প্রাঙ্গণে চুয়াডাঙ্গায় প্রথম জেলা আঞ্চলিক নও মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলাহামদুলিল্লাহ্। এই মহতী অনুষ্ঠানে অঞ্চলের পাঁচটি জামাত হতে নও মোবাইনগণ (যেমন: উথলী, সন্তোষপুর, শৈলমারী, বটিয়াপাড়া ও চুয়াডাঙ্গা) অংশগ্রহণ করেন। এসব জামাতের পকেটগুলো: যেমন দর্শনা, পরাণপুর, মহেষপুর, জয়ারামপুর, জয়নগরবর্ডার, শাহাপুর, বেগমপুর ও হলিধানী ঝিনাইদাহ জেলা হতেও নও মোবাইন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে সফলতার সাথেই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় এবং বেশ কিছু জেরে তবলীগ মেহমান বয়াত গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংখ্যা ছিল নও মোবাঈন ২৫ জন, জেরে তবলীগ মেহমান ১৫ জন এবং বিভিন্ন জামাত ও পকেট থেকে জন্মগত আহমদী এবং পুরাতন বয়াতকারী ভাই ও বোনেরা ৪৪ জনসহ মোট উপস্থিত ছিল ৮৪ জন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিজান, সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এডিশনাল সেক্রেটারী নও মোবাঈন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলী। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহীন সেক্রেটারী তবলীগ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলী। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন সম্মানিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল সেক্রেটারী নও মোবাঈন। সভাপতি সাহেব স্বাগত ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। তারপর তরবিয়ত, অর্থসহ নামায শিক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ক্লাস নেন জনাব মোহাম্মদ মসিউর রহমান মুরব্বী সিলসিলাহ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শৈলমারী। অতঃপর নামায ও দুপুরের খাবারের জন্য বিরতী। জুমুআর নামাযের সাথে আসর জমা করা হয়। ২য় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ২-৩০ মিনিটে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাওলানা খন্দকার শয়ব আহমদ মুরুব্বী, জোনাল ইনচার্জ কুষ্টিয়া জোন। তারপর নও মোবাঈন, জন্মগত ও পুরাতন বয়াতকারী ভাইবোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব তারপর অনুষ্ঠানের শেষে জেরে তবলীগ মেহমানদেরকে নিয়ে প্রশ্নোত্তর এ বসেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহীন
সেক্রেটারী তবলীগ

তবলিগী আশারা উপলক্ষে নরসিংদী জামাতে আয়োজিত তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০১/২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নরসিংদীর উদ্যোগে ঘরোয়া ভাবে একটি তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায়

বেলা তিনটা থেকে শুরু হয়। ৮ জন জেরে তবলিগ মেহমান সহ নরসিংদী জামাতের ১৩ জন সদস্য এবং খাকসার, জনাব মাওলানা রুহুল বারী মুরুব্বী সিলসিলাহ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী, জনাব লুৎফুর রহমান, মোয়াল্লেম চরসিন্দুর সহ ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে আমাদের ধর্ম বিশ্বাস, এবং আহমদীয়াত কি এই বিষয়ে খাকসার আলোচনা করি। আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তির উত্তর প্রদান করেন জনাব মাওলানা রুহুল বারী, মুরব্বী সিলসিলা। আহমদীয়াত কেন গ্রহণ করতে হবে এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব লুৎফর রহমান, মোয়াল্লেম চরসিন্দুর। সবশেষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। অতঃপর মাগরিবের নামাযের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠান শেষে চা নাস্তার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া নরসিংদী জামাতের বিভিন্ন জায়গায় ৪০ টি তবলীগি লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে নরসিংদী জামাতের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় প্রেসিডেন্ট

উথুলী জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০২/০২/২০২০ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত উথুলীর উদ্যোগে বিশ্বাস পাড়ার এক আহমদী বাড়িতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা ও তবলীগী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আলীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহতরম শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, ন্যাশনাল সেক্রেটারি নওমোবাঈন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আতাউর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলা, কুষ্টিয়া, নাসেরাবাদ জামাত। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহীন, সেক্রেটারী তবলীগ উথলী, দোয়া পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহেব। সুন্দরবন থেকে আগত জনাব আমীর হোসেন মোয়াল্লেম সাহেব রসূল করীম (সা.)-এর মানব প্রেম, পরমত সহিষ্ণুতা এ বিষয়ের ওপর কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা করেন। এরপর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন ন্যাশনাল সেক্রেটারী নওমোবাঈন। তারপর নযম পরিবেশন করেন জনাব জি, এম সিরাজুল ইসলাম। তারপর লিফলেট পাঠ করে শুনান জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, মুরব্বী সিলসিলা, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, উথলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শৈলমারী, কুষ্টিয়া ও সন্তোষপুর হতে আগত ওয়াকফে জিন্দেগী মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে তবলীগী সেমিনার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। এরপর মেহমানদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমদ সাহেব, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। সবশেষে দোয়া ও মেহমানদের আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি জেরে তবলীগ মেহমান ১৫০ জন, নওমোবাঈন ১০ জন ও পুরাতন আহমদী ২৫ জন সর্বমোট ১৮৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান শাহিন, সেক্রেটারী তবলীগ

বার্ষিক ক্রিড়া দিবস অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক কর্ম ক্যালেন্ডার-২০২০ অনুয়ারি ১৭ জানুয়ারি মজলিস আতফালুল আহমদীয়া হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে বার্ষিক ক্রিড়া দিবস অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। ক্রিড়া দিবসে বিভিন্ন ধরণের একক ও দলীয় খেলা হয়। মজলিসের সব তিফল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে ২টি ভাগে ভাগ করে খেলাগুলো পরিচালিত হয়। বার্ষিক এই ক্রিড়া দিবসে সংশোধনকৃত তাজনিদ অনুযায়ী ৯ জন আতফালের মধ্যে ৮ জন আতফাল উপস্থিত ছিল। মাঠে ৩ জন শিশু, ৭ জন খোদ্দাম, ৮ জন মেহমানও উপস্থিত ছিল। বাদ জুমুআ দিনাজপুর জেলা কায়েদ ও জেলা নাযেম আতফাল, সাহেবর উপস্থিতিতে উক্ত বার্ষিক ক্রিড়া দিবসে পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে জেলা কায়েদ সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে উক্ত বার্ষিক ক্রিড়া দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

স্থানীয় কায়েদ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

নাসেরাবাদ জামাতের উদ্যোগে নিম্ন বর্ণিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলো–

১। কাশফিয়া জান্নাত (সূচিতা) A+ P. E. C
২। ছামিয়া ইয়াছমিন তৌবা A+ P. E. C
৩। সিজান আহমদ প্রথম স্থান তৃতীয় শ্রেণী

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীতে আরো ভাল ফলাফল করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

আরিফ আহমদ (সুমন), প্রেসিডেন্ট

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার ২ জন কৃতী ছাত্রের তথ্য বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। আমাদের একমাত্র ছেলে জনাব তুষার আহমদ এ বছর J.S.C পরীক্ষায় GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার ভবিষ্যত লেখাপড়া এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মিসেস আর্জিনা বেগম এবং রমজান মিয়া

২। আমাদের দ্বিতীয় সন্তান জনাব নাসের আহমদ হাজারী এ বছর P.S.C পরীক্ষায় বৃত্তিসহ গোল্ডেন GPA-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে ওয়াকফে নও তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মাসুম আহমদ হাজারী এবং মিসেস নাসিমা হাজারী
এস, এম সানাউল্লাহ্, কায়েদ

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

- গত ১৩/১২/২০১৯ নুজহাত হাসিনা, পিতা-আলহাজ নেছার আহমদ, চৌধুরী বাড়ী, আশিয়া, ৪৩৭০ পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ ইকরাম হোসেন ফাহিম, পিতা- এ, এস, এম ইব্রাহিম খান, মোহরা চাঁন্দগাঁও, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৪।

- গত ০৩/১০/২০১৯ রাবেয়া রহমান অনন্যা, পিতা- লুৎফর রহমান, ২৮৯ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা, ১২১৫-এর সাথে রেদওয়ান আহমেদ হৃদয়, পিতা- আব্দুল করিম, মির হাজিরবাগ, ঢাকা-এর বিবাহ ৫,০৫,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৫।

- গত ০৪/১০/২০১৯ মাহিয়া মরিয়ম উপমা, পিতা- মোহাম্মদ মাকসুদুল হক, ১০২/এ, পূর্ব তেসতরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ-এর সাথে মেহের আহমেদ, পিতা- মোহাম্মদ আবুল হোসেন খান, ২৩৫, সাউথ হারভাট ড্রেবড এপিটি # ৩১৫ লস এনজেল্‌স, ক্যালফোর্নিয়া ৯০০০৪, USA-এর বিবাহ $১৩,০০০/- (তের হাজার মার্কিন ডলার)-এ সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৬।

- গত ২০/১২/২০১৯ তানিয়া বেগম, পিতা- মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন, তারুয়া, পো: তারুয়া, থানা আশুগঞ্জ, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে গোলাম আহমদ, পিতা- মরহুম মোন্তাজ আলী, ২৬৪ মধুর ভাঁওগ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী- এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৭।

- গত ১৩/০৮/২০১৯ খাদিজা আক্তার মিমি, পিতা- মোহাম্মদ মোজাহার আলী, হাড়োয়া নোয়াখালী পাড়া, নীলফামারী পৌরসভা, নীলফামারী-এর সাথে ফরিদুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ রেজাউল করিম, চৌধুরী পাড়া, কানিয়াল খাতা, নীলফামারী- এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৮।

গত ১২/০৮/২০১৯ মুক্তা খাতুন সেতু, পিতা- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, গ্রাম শৈলমারী, ইউনিয়ন: বেগমপুর, পো: আকন্দবাড়িয়া, থানা: চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা: চুয়াডাঙ্গা-এর সাথে মোহাম্মদ নাজমুল হক, পিতা- মোহাম্মদ খোকন আলী, গ্রাম: ফকিরপাড়া, পো: চুয়াডাঙ্গা-৭২০০ দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা-এর বিবাহ ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৯।

গত ১৬/০৮/২০১৯ নূর জাহান, পিতা- নূর জামাল, মাহিল্যা, আমতলী, বাঘাইছড়ি, পো: রাঙ্গামাটি জেলা: রাঙ্গামাটি-এর সাথে এস, এম সানাউল্লাহ্ পিতা-এস, এম নঈম উল্লাহ্, ঘাটুরা, সুহিলপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩০।

গত ৩০/১১/২০১৯ নাসরীন জাহান (স্বর্ণা), পিতা- মোশাররফ আহমেদ (সুমন), ছোটলাদিয়া, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ-এর সাথে তফসীর আলম, পিতা: মৃত: মফিজ মিয়া, মীরহাটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩১।

গত ১৭/১১/২০১৯ সুবিয়া আহমেদ, পিতা- গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বর্তমান: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা, আ.মু.জা. চট্টগ্রাম-এর সাথে মাসুদুর রহমান, পিতা- মরহুম আবদুল ওয়াহিদ, গ্রাম+পো: তারুয়া, জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা, আ.মুজা. চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩২।

গত ০৩/১২/২০১৯ রহমানে রুম্মান (ইখা), পিতা- মোজাফফর আহমদ রাজু, মহারাজপুর, পো: পুরুলিয়া, থানা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ এনামুল হক তালুকদার, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল কাদের তালুকদার, টাউন কালিকাপুর, যুব সংসদ হাজার সড়ক, পটুয়াখালী-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৩।

গত ১৬/০১/২০২০ ডা: নুঝাত তাবাস্‌সুম, পিতা- জি.এম. সিরাজ উদ্দিন, ৫২৮, মহিষবাথান, পোষ্ট তারুয়া, উপজেলা: আশুগঞ্জ, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ রিজাজুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ মর্তুজা রেজা, সাং ইসরাইল মোড়, শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ-এর বিবাহ ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৪।

গত ১৬/০৮/২০১৯ শ্রাবন্তী বেগম, পিতা- মৃত: আব্দুল গফুর, তারুয়া, মধ্যপাড়া, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এর সাথে মোহাম্মদ আতাউর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সৈয়দপুর, নীলফামারী-এর বিবাহ ১,০৮,০০০/- (এক লক্ষ আট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৫।

গত ১৮/১০/২০১৯ রাবেয়া বুশরা, পিতা- আনিসুর রহমান, বাড়ী-১/ রোড-১/এ, বারিধারা- জে ব্লক, ঢাকা-১২১২-এর সাথে সৈয়দ মোহামুদ সায়েম (অর্নব) পিতামৃত- সৈয়দ মোহাম্মদ মারুফ, ৮/এ, মল্লিকা, মিরপুর-এর বিবাহ ৪,০০,০০১/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৬।

গত ০৬/১২/২০১৯ আকলিমা আক্তার ইমা, পিতা- হেলালউদ্দিন মিয়া, কাজীপাড়া দরগাহ মহল্লা, ব্রহ্মণবাড়িয়ার-এর সাথে মাহমুদ আহমদ, পিতা- জানে আলম, বীরগাঁও, সুনামগঞ্জ- এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৭।

গত ১৫/০১/২০২০ উম্মে ফারজানা সিদ্দিকা, পিতা- মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, গ্রাম: হাবিবপুর, পোষ্ট: বরনগর, থানা: সোনার গাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে নিদাউল হক, পিতা- মোহাম্মদ খায়রুল হক, বাসা-৩৫, রোড, ৬/এ, উত্তরা, ঢাকা-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৮।

১৮/০১/২০২০ রুমা বেগম, পিতা- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, ভাদুঘর, দেওয়ানপাড়া-এর সাথে ফয়েজ আহমদ, পিতা-মরহুম আব্দুল মজিদ খাদেম, মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬৩৯।

Hakim Water Technology & Filter House

Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

OUR SERVICES:

Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:

/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

শোক সংবাদ

১

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন এর ছোট ভেটখালী হালকার আবু দাউদ মোড়ল সাহেব এর স্ত্রী জাহানারা বেগম গত ১৮/০১/২০২০ইং শনিবার সকাল ৮:৩০ মিনিটে হৃতযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন) মৃত্যুকালে তাহার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি নিষ্ঠাবান ও অনুরাগী নামাযী ছিলেন, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। নফল রোযা ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। তিনি সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন।

মরহুমা মৃত্যুকালে তিন ছেলে, এক মেয়ে ও নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জামাতের সকল ভাইবোনের নিকট মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী

মরহুমার বড়ছেলে ফারুক আহমদ বুলবুল

২

আমরা তেজগাঁও জামাতভুক্ত সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের এক প্রিয় ভাই এ্যাডভোকেট আবুল কালাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রিন্স) গত ৭ জানুয়ারি শুক্রবার রাত ১:০০ টার সময় মহাখালীস্থ আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। মৃত্যুকালে সে তার স্ত্রী, দুই শিশুসন্তান (এক ছেলে ও এক মেয়ে)-সহ বহু আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তেজগাঁও জামাতস্থ প্রত্যেকটি সদস্য বন্ধুবরের চির বিদায় ব্যথায় অত্যন্ত বেদনার্ত ও মর্মাহত। সে তার পেশাগত জ্ঞানে জামাতের বিভিন্ন কঠিন ও জটিল মামলা-মকদ্দমায় সাতিশয় আগ্রহ ও বিনয়ের সাথে সত্য উদ্ঘাটন স্বার্থে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে লড়েছে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব জামাতের জটিল সব মকদ্দমায় তাকে প্রয়াশ:ই ব্যবহার করেছেন। তিনিও তার অকাল আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে ভীষণভাবে কষ্ট প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি প্রভুত কৃতজ্ঞতায় তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

মরহুম তার পরিবারে একাই আহমদী ছিল। সন্তানরা অপ্রাপ্ত। স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কেউ আহমদী নয়। বিধায় তাকে এদিক থেকে তির্যক তিক্ততা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার পবিত্র বিশ্বাস সে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ করেছে। সে তার পেশার পাশাপাশি জামাতী বই-পুস্তক পাঠেও নিবিড় অনুরাগী ছিল। রীতিমত তবলীগ করত। আহমদী তার কয়েক বন্ধু প্রায়ই তার মেম্বারে বসে ধর্মীয় আলাপের বাসনায় আড্ডা জামাত। হাদীস ও কুরআন নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করত। অত্যন্ত হাসিখুশী রসিক মজাদার সদালাপের একজন বন্ধু আহমদীকে হারিয়ে আমরা অত্যন্ত শোকার্ত। বিভিন্ন জলসা, ইজতেমা ও জামাতের মহতী সম্মেলনে সে সুযোগ মতে উপস্থিত থাকত। ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সে প্রাণোচ্ছ্বাস চিত্তে অংশ গ্রহণ করত। সে কিছুদিন তেজগাঁও মজলিসের খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ পদেও নিয়োজিত ছিল। মৃত্যুর পূর্বেও সে জামাত ও মজলিস আনসারুল্লাহ্ তেজগাঁও এর আমেলার সদস্য ছিল। বলতে কী, সে ছিল তেজগাঁও জামাতের এক দরদী ও স্মরণীয় সেবক।

তার আহমদীয়াত গ্রহণের সূচনালগ্নের চমৎকার কটি কথাঃ

এজাজুল হক ও প্রিন্স উভয়েই তেজগাঁও পলিটেকনিক হাই স্কুলের ৮ম শ্রেণির একই শাখার ছাত্র। ১৯৭৯ সাল। তখন পর্যন্ত তাদের তেমন নিবিড় সম্পর্ক নেই। একবার এজাজুল হক ৪ দিন পর স্কুলে এলো। লম্বাদেহী ক্লাসটিচার ইংরেজী ও বাংলায় খুব তোখর শিক্ষক, এজাজকে প্রশ্ন করল, "এই! তুই এতদিন কোথায় ছিলিরে?" "স্যার, আমি জলসায় গিয়েছিলাম। তাই এতদিন স্কুলে আসতে পারি নি।" ক্লাসটিচার মহোদয় যেই জলসার কথা শুনলেন, এমনি তাকে বেদম বেত্রাঘাত শুরু করলেন। সাথে বলছেন, "জলসা হলো অনৈতিক লোকের আড্ডাখানা। সেখানে নৃত্য হয়। মেয়েরা নাচে, গান বাদ্য হয়, অবৈধ পানীয় পান করা হয়। তুই বাচ্চা ছেলে ঐ আখড়ায় গেলি কেন?" ইত্যাদি ক্ষোভে শিক্ষক মহোদয় তাকে আচ্ছাসে বেত্রাঘাত করলেন। শিক্ষকের ক্ষোভ শেষ হলে পর, ছাত্র এজাজ

বলল, "স্যার! এ জলসা সে জলসা নয়। এখানে বহু ধার্মিকগণ সমবেত হন। ধর্মীয় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। বিজ্ঞ বক্তারা ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সেখানে বক্তব্য রাখেন। কুরআন হাদীসের গবেষণামূলক আলোচনা হয়। নযম পাঠ করা হয়। ধর্মীয় জটিল সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। ইসলামের আহমদী ফের্কার (কাদিয়ানী) লোকেরা এ মহতী অনুষ্ঠান করে।"

তার বক্তব্য শুনে, শিক্ষক দুঃখিত হলেন। অনুতাপ করলেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানালেন, ব্যাপারটা মরহুম প্রিন্স হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল। ক্লাস শেষে সে এজাজের কাছ থেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে চাইল। এজাজ তার জ্ঞানের আলোকে অনেক কিছু বুঝাল। এমনিভাবে তবলীগ চললো। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু। খাতামান্নাবীঈন, ইমাম মাহদীর আগমন, তাঁর দাবীর সত্যতা আরো অনেক অনেক কথা। ১৯৮৩ সাল। প্রিন্স এখন একাদশ শ্রেণির প্রথম বর্ষের ছাত্র। বয়াত নিতে গেল ৪নং বকশী বাজার দারুত তবলীগ মসজিদে। তদানিন্তন আমীর মোহতরম মোহাম্মদ সাহেবের সাথে তার সাক্ষাত। সে তাঁর নিকট বয়াত গ্রহণের আর্জি জানাল। জনাব আমীর সাহেব তাকে দেখে হতবাক। এত ছোট ছেলে, বাবা-মার পরিচয় নাই সে নাকি বয়াত নিবে। অবাক কথা! তিনি তাকে বয়াত নিতে নিষেধ করলেন। কারণ প্রিন্সের দেহ ছিল খুবই ছোট। মনে হলো সে ৭ম-৮ম শ্রেণিতে পড়ছে। তাই আমীর সাহেব তাকে বয়াত নিতে নিষেধ করলেন।

প্রিন্স বলল, "স্যার! আমি যদি বয়াত না নিয়ে কাল মারা যাই তবে কী আপনি আমার ঈমানের জীম্মাধারী হবেন?" বাচ্চা ছেলের কথা শুনে আমীর সাহেবের আত্মা চমকে উঠল। তিনি আবারও হতবাক হলেন, সাথে সাথে তিনি ছেলেটিকে মোয়াল্লেম মনোয়ার আলীর সকাশে পাঠালেন এবং তার বয়াত নিতে বললেন। এটাই হলো তার আহমদীয়াত গ্রহণের ইতিবৃত্ত।

আমরা দোয়া করছি প্রিয় বন্ধুবরের বিদেহী আত্মাকে খোদা জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন। তার রেখে যাওয়া পরিবারকে খোদা অশেষ করুণার দ্বারা অনুকম্পাশীল করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে পূর্ণ ধৈর্যের সাথে দুঃখ বেদনা সংবরণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

তেজগাঁও জামাতের সদস্য-সদস্যাবৃন্দের পক্ষে
খাকসার
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

Coronavirus প্রতিরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর পরামর্শ

সারা বিশ্বে **Coronavirus** দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে নিম্নোক্ত ঔষধ ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন।

আক্রান্ত রোগীর জন্য নিম্নোক্ত তিনটি ঔষধঃ

1. **INFLUENZINUM-200, BACILLINUM-200, DIPHTHERINUM-200**
   তিনটি ঔষধ এক সাথে মিশিয়ে প্রথম এক সপ্তাহ সকালে এবং রাতে সেবন করতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে দুইবার (তিন দিন বিরতি দিয়ে)।
2. **ARNICA-30, BAPTISEA-30, ARSENIC ALB-30, HEPAR SULPH-30, NAT. SULPH-30**
   প্রতিদিন দুই থেকে তিনবার সেবন করতে হবে।
3. **CHELIDONIUM MAJ-Q**
   দশ ফোঁটা ঔষধ কিছু পরিমান পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন দুইবার খাবার পরে সেবন করতে হবে।

প্রতিশেধকরূপে নিম্নোক্ত দুইটি ঔষধঃ

1. **ACONITE-200, ARSENIC ALB-200, GELSENIUM-200**
   এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুইবার সেবন করতে হবে।
2. **CHELIDONIUM MAJ-Q**
   দশ ফোঁটা ঔষধ কিছু পরিমান পানির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন একবার সেবন করতে হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 15th & 16th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th & 29th February, 2020 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)-১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)